শেষ-ঘাটি

• সব্যসাচী •

দেব সাহিত্য কুটীর
কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব-সাহিত্য-কুটীর
২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
ভাদ্র—১৩৫১

দাম—এক টাকা]

প্রিন্টার—এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

উ
প
হা
র

আমি পিস্তলটা বার করে দু'জন ইন্‌কাকে গুলি করে··· [পৃঃ—৮০

শেষ বলি

এক

অন্ধকার নৈশ আকাশে হঠাৎ এমন একটা আলো জ্বলে উঠল কেন? সকলেরই মনে এক প্রশ্ন,—এতো বিদ্যুৎ নয়! তবে ওটা কি?—

বাস্তবিক বিদ্যুৎ কি কখনো এমন ধারা হয়? এই আলোর ঝল্‌কানি বিদ্যুতের মত ক্ষণিক—এক মুহূর্ত্তের বটে, কিন্তু তবু তা বিদ্যুৎ নয়! এর দীপ্তি, এর রং,—সবই যেন এক নতুন ধরণের! এ যেন একটা নীল-গোলাপের আভা—গোলাপের বুকে নীলাভ রং!

*　　*　　*　　*

পরদিন।—

গোয়েন্দা তাপস রায় তার নৈশ আহার শেষ করতে বসে, তার সহকারী ও বন্ধু দীপকের সাথে এই কথারই আলোচনা করছিল, এম্‌নি সময় সেখানে উদয় হলেন গোয়েন্দা-ইন্‌স্পেক্টর বিলাসবাবু।

"তুমি এখনো খাচ্ছ তাপস?" বিলাসবাবুর কণ্ঠস্বরে বিস্ময় ও বিরক্তি!

"হাঁ, আমি খাচ্ছি।" তাপস এই বলে অতি আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে তাঁর ।।ক তাকিয়ে তখনই আবার বলল, "কিন্তু তাতে কোন অপরাধ হয়েছে ইন্‌স্পেক্টরবাবু? আপনার ব্যাপারটা কি বলুন তো! রাত দশটার সময় হঠাৎ এমনভাবে ছুটে আসা—একেবারে উন্মাদের মত! আর এসেই জিজ্ঞেস করছেন, আমি এখনো খাচ্ছি কেন? কি হয়েছে বলুন তো!"

বিলাসবাবু ধপাস্ করে একখানা চেয়ার দখল করে বসে পড়লেন; তারপর নিতান্ত হতাশভাবে বল্লেন, "ওদিকে সর্ব্বনাশ হয়ে গেল যে তাপস!"

মৃদু হেসে তাপস বল্ল, "কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেল, খুলেই বলুন না!"

বিলাসবাবু বল্লেন, "আকাশের দক্ষিণ দিক্‌টায় কাল রাতে এক ঝলক্ তীব্র আলোর ঝল্‌কানি দেখেছ কি তাপস?"

"হাঁ, দেখেছিলাম! আর তাই নিয়েই কাল থেকে আমাদের আলোচনা চলছে। কিন্তু তাতে—"

বাধা দিয়ে বিলাসবাবু বল্লেন, "থাম, থাম,—আমায় বলতে দাও, নিজেই কেবল বক্‌বকানি স্থরু করোনা।"

এক মুহূর্ত্ত থেমে তিনি আবার বল্লেন, "উঃ, কি ভয়ানক অথচ মিষ্টি আলো—যেন মৃত্যুর ইসারা! আগে যদি জানতাম এমনি করেই সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে!"

তাপস একমনে কিছু ভাবছিল, সে কোন কথা বল্লে না;—কিন্তু এবার জবাব দিল তার সহকারী দীপক। সে বল্লে, "ওতে এমন চম্‌কাবার কি আছে ইন্‌স্পেক্টরবাবু? ও আলোটা ত' বিদ্যুৎ বলেই মনে হ'ল।"

"তোমার মাথা হ'ল দীপক!" বিরক্তির সঙ্গে এই কথা বলে, তিনি এবার ক্রোধের স্বরে আবার তাকে বল্লেন, "তুমি যে এতবড় একটা গাধা হয়েছ দীপক, এ-কথাটা আমি কখনো ধারণা করতে পারিনি! আকাশের দক্ষিণ দিকে এমন একটা আলোর ঝল্‌কানি, নীল-গোলাপের আভা! এমন রং দেখেও তুমি বলবে ওটা কিচ্ছু নয়,—এ একটা বিজলীর চমক?"

তাপস রায়ের গম্ভীর মুখে আবার এক বিচিত্র মৃদু হাসি ফুটে উঠল। তার খাওয়াও ততক্ষণে শেষ হয়েছিল। সে তার হাত ধুয়ে, হাত পুঁছতে-পুঁছতে বল্ল, "হাঁ, আমিও সে আলো দেখেছি বটে

ইন্‌স্পেক্টরবাবু! আকাশের ঐ দক্ষিণ দিক্‌টায় হঠাৎ এক ঝলক্ তীব্র আলো, বোধহয় সারা কল্‌কাতা সহরের লোকেই কাল তা দেখে থাক্‌বে!

গভীর অন্ধকার আকাশে হঠাৎ এমন একটা আলোর ঝল্‌কানি কাল যার চোখে পড়েনি, সে নিশ্চয়ই একদম অন্ধ বা চক্ষুশূন্য, একথা আমি হলফ করে বলতে পারি। সে আলো আমিও দেখেছি বিলাসবাবু! আর এমন এক ঝলক্ আলোর সৃষ্টি—ঠিক্ এমনি রং—নীল-গোলাপের আভা—সেও হয়তো অস্বাভাবিক, আমি তা স্বীকার করি। কিন্তু তবু আমি বুঝতে পারছি না ইন্‌স্পেক্টরবাবু, তাই বলে কেউ কি এমন পাগলের মত ছুটে আসে? বিশেষতঃ আপনার মত একজন জাঁদরেল জবরদস্ত পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর —"

বাধা দিয়ে বিলাসবাবু বল্লেন, "নাঃ! তুমি বড্ড বাজে কথা বল তাপস! মাঝে-মাঝে তোমার মস্তিষ্কের প্রশংসা করি বটে, কিন্তু তাই বলে তোমার এত বক্‌বকানি কখনো সহ্য করা যায় না।"

তাপসের মুখে আবার একটা হাসি ফুটে উঠল। সে বল্ল, "সে কথা আমিও স্বীকার করছি। কিন্তু বলুন তো, আপনার বক্তৃতার উদ্দেশ্যটা কি? কোথায় কোন্ আলো জ্বলে উঠল, আর তাই নিয়ে আপনার এত মাথা-ব্যথা কেন? প্রকৃতির কোলে এমন কত কাণ্ড হামেশাই ত হচ্ছে! সে-সব কেন হয়, কেমন করে হয়, আমরা এর কতটুকু বলতে পারি?

কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, এই সাধারণ বা অসাধারণ ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করে আপনার এই উদ্বেগটা কিসের জন্য?"

অসহিষ্ণুভাবে বিলাসবাবু বল্লেন, "আমিও তো সেই কথাই বলতে যাচ্ছি তাপস!—

ব্যাপারটাকে তুমি অতি সাধারণ একটা ব্যাপার বলে ভাবছ; কিন্তু আসলে একেবারেই তা নয়। এই আলো দেখেই কাল আমি

বলে দিয়েছিলুম, 'কুসুমপুরে আজকে আবার একটা খুন হয়ে গেল,— আর সেই খুন হ'ল আমাদেরই এক তরুণ গোয়েন্দা রণজিত-প্রসাদ!' ”

তাপস এবার রীতিমত চমকে উঠল। সে বল্লে, “কি বলছেন আপনি ইন্‌স্পেক্টরবাবু? কুসুমপুর? যে কুসুমপুরে এই কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই গুটি-কয়েক খুন হয়ে গেল, সেই কুসুমপুরের কথা বলছেন?”

“হাঁগো, হাঁ,—আমি সেই কুসুমপুরের কথাই বলছি।”

বিলাসবাবুর চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তিনি বল্লেন, “তোমার তাহ'লে মনে আছে দেখছি! খবরের কাগজেও সে-বিষয়ে অনেকবার আলোচনা হয়ে গেছে। আমি আজ সেই সম্বন্ধেই তোমার সাহায্য চাইছি তাপস! শুধু আমি নই,—খোদ বড়-কর্ত্তা পুলিশ-কমিশনারও তাতে সানন্দে সম্মতি দিয়েছেন।

তুমি পুলিশ-বিভাগে চাকুরী করনা বটে, তুমি কর সখের গোয়েন্দাগিরী—প্রাইভেট্ ডিটেক্‌টিভ্ তুমি। তবু আমাদের ডিপার্টমেণ্টও তোমার মর্য্যাদা অস্বীকার করে না। ছোট-বড় সকলেই একমত যে, বাংলাদেশে তোমার মাথা বা মগজের মূল্য নিতান্ত কম নয়।”

একটা উচ্চ হাস্যে চারদিক্ প্রকম্পিত করে তাপস বল্লে, “খুব খুশী হলুম ইন্‌স্পেক্টরবাবু যে, আপনারা আমাকে সত্যিই এত উঁচু করে তুলেছেন! আপনি নিজে এতটা উঁচু করে দেখলে কোন ক্ষতি ছিল না; কিন্তু আপনার বড় সাহেব, আপনার সারা ডিপার্টমেণ্ট যদি একটা প্রাইভেট্ ডিটেক্‌টিভের প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে, তাহ'লে সেটা কি খুব আশঙ্কাজনক নয়? বড়-বড় জাঁদরেল পুলিশী গোয়েন্দাগুলো কি তা খুব ভাল চোখে দেখবে?”

তাপসের উচ্চ হাসিতে আবার চারদিক প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।

মাথা চুলকে বিলাসবাবু বল্লেন, “সে কথা ছেড়ে দাও, তা ভেবে

কোন লাভ নেই। কিন্তু এখন সত্যিই যে চাকুরী রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ল তাপস!

একটা নয়, দুটো নয়,—কুসুমপুরে পর-পর কয়েকটা খুন হয়ে গেল।—তদন্ত-ভার ছিল আমারই হাতে; আমি তার কিছুই করে উঠতে পারলুম না। চাকুরী আর থাকবে কি করে বল? তবু ভাবছি, বন্ধু তুমি, যদি কোনরকমে আমার মুখ রক্ষা করতে পার। আর উদ্দেশ্য-বিহীন এই যে উপর্যুপরি খুন হয়ে যাচ্ছে, যদি তার কোন একটা হদিশ পাওয়া যায়!

এই যে দেখনা, ঘটনাটা আবার এক নতুন স্রোতে বয়ে গেল! রণজিতকে কুসুমপুরে পাঠিয়েছিলুম নিজের কাজের সুবিধার জন্যে; কিন্তু হতভাগা পৃথিবী থেকে ছেড়ে গেল জন্মের মত!"

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস বিলাসবাবুর বুকের অন্তস্তল থেকে বেরিয়ে গেল।

গম্ভীরভাবে তাপস জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু দক্ষিণ আকাশে একটা আলোর ঝল্‌কানি দেখেই আপনার এমন একটা ধারণা কেন হ'ল ইন্‌স্পেক্টরবাবু?"

বিলাসবাবু বল্লেন, "ব্যাপারটা তাহ'লে তোমায় গোড়া থেকেই খুলে বলছি।

ব্যাপারটা কি জান? রণজিতকে কুসুমপুরে পাঠাবার সময় আমি তাকে নতুন একটা বৈজ্ঞানিক পোষাকে সাজিয়ে দিয়েছিলুম। জিনিষটা হচ্ছে ওয়েস্ট্-কোটের মত একটা জামা—তাতে ইলেক্‌ট্রিক্ ব্যাটারী সংযুক্ত।

জামাটার কৌশল হচ্ছে এই যে, কেউ যদি ধপ করে কোথাও বসে পড়ে, বা পড়ে যায়, তাহলে হঠাৎ যে 'শক্' লাগে, তারই চাপের ফলে জামার বিদ্যুৎ সচেতন হয়ে ওঠে,—আর তখনই একটা তীব্র জ্যোতি চারদিকে ছড়িয়ে যায়।

আলোটা হয়েছিল দক্ষিণ আকাশে—মানে, ঠিক কুসুমপুরের দিকে। আর আলোটা খুব সাদা আলোর ঝল্‌কানি নয়, অনেকটা নীল-গোলাপের মিশ্রণ। ঐ জামাটা থেকে ঠিক এমনি রংই ফুটে বেরোয়। কাজেই, আমি তখনই ঠিক বুঝতে পারি যে, রণজিতপ্রসাদ আর বেঁচে নেই—হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে সে নিশ্চয়ই মাটিতে পড়ে গেছে, আর সেই সঙ্কেতই আমায় জানিয়ে দিয়ে গেল যে, কত ব্যর্থ আমার সাবধানতা আর কত তুচ্ছ আমাদের বৈজ্ঞানিক কৌশল!

মাত্র বাইশ বছরের ছোক্‌রা সে! আমিই তার মৃত্যুর কারণ হলুম তাপস!"

জাঁদরেল পুলিশ-অফিসার বিলাসবাবুর চোখের পাতা ভিজে উঠল।

সকলেরই মুখ গম্ভীর। তারপর হঠাৎ চমক ভাঙালো তাপস। সে বল্লে, "ও জিনিষটা আপনি কোত্থেকে সংগ্রহ করেছিলেন?"

"করেছিলাম আমেরিকা থেকে। আমি একটা বৈজ্ঞানিক জার্নালে বিজ্ঞাপন দেখে, শিকাগো-পুলিশের সহায়তায় জিনিষটা আনিয়েছিলুম পরীক্ষার জন্য। পরীক্ষা সার্থক হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু তাতে জীবনরক্ষা হ'ল না তাপস, এই যা দুঃখ।"

খানিকক্ষণ নীরব থেকে বিলাসবাবু আবার বললেন, "আমি এই রহস্যভেদে তোমার সাহায্য চাই তাপস! তোমার মত উর্বর মস্তিষ্কের সাহায্য পেলে এই রহস্য ভেদ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হবে বলে মনে হয় না। আমি পুলিশ-কমিশনারকেও তোমার কথা বলেছি। খানিকক্ষণ ভেবে তিনিও সম্মতি দিয়েছেন। সুতরাং—"

তাপস বাধা দিয়ে বলল, "সুতরাং এই রহস্য ভেদ করতে হ'লে আপনার পক্ষে আমার সাহায্য গ্রহণ অপরিহার্য্য। কেমন? কিন্তু হঠাৎ এই তদন্তের মাঝপথে আমার সাহায্য নিয়ে আপনার খুব বেশী লাভ হবে না বোধহয়। অতএব এই অবস্থায় আমার সাহায্য—"

বাধা দিয়ে বিলাসবাবু বললেন, "তার জন্য কোন চিন্তা নেই। তুমি যা ভাবছ, ব্যাপারটা আসলে মোটেই তা নয়। সেখানে তুমি নতুন কিছু সূত্র হয়ত বা আবিষ্কার করতেও পার। বিশেষতঃ সেখানে এই যে একটা আন্‌কোরা খুন হয়ে গেল, তা থেকেও তুমি হয়ত কোন-কিছু খুঁজে বার করতে পারবে। কাজেই অমত করোনা তাপস, তাহ'লে তোমার সাথে আমার একটা খুনোখুনি হয়ে যাবে—ঠিক জেনে রেখো।"

তাপসের মুখে একটা মৃদু হাসি ফুটে উঠল। চিন্তিতভাবে খানিকক্ষণ নীরব থেকে সে বলল, "তাহ'লে সবটা ব্যাপার আমায় আরও খুলে বলতে হবে ইন্‌স্পেক্টরবাবু! খুনগুলো কোথায় হচ্ছে, কি ভাবে হচ্ছে, কাকে কেন্দ্র করে হচ্ছে, এবং এ পর্য্যন্ত ক'টা খুন হ'ল, তারা কে,—ইত্যাদি সব কিছুই আমার জানা দরকার।

খবরের কাগজে অনেক কিছু বেরিয়েছিল বটে, কিন্তু আমি তা মন দিয়ে পড়িনি।"

বিলাসবাবু বললেন, "তাতে কোনই ক্ষতি হয়নি তাপস! আমি সবই তোমায় সংক্ষেপে বলছি, শোন। খবরের কাগজে ঘটনার সমস্তটা বিবরণ ছাপাও হয়নি। সুতরাং তুমি হয়ত আমার বক্তব্য থেকে নতুন কোন পথের সন্ধান পেলেও পেতে পার। আচ্ছা, যা বলি, মন দিয়ে শোন—"

দুই

বিলাসবাবু বলতে সুরু করলেন ঃ

"তুমি নিশ্চয়ই এই সংবাদ রাখ যে প্রফেসার দ্বিজদাস রায়, বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক, আজ প্রায় একমাস আগে দক্ষিণ-আমেরিকা থেকে স্বদেশে ফিরে এসেছেন। দক্ষিণ-আমেরিকার কোথায় এবং কোন্ পৌরাণিক রহস্যভেদে তিনি ব্যস্ত ছিলেন এবং বিদেশে সুদীর্ঘ একটা বছর তিনি কোথায় কি-ভাবে কাটিয়েছেন, তা অবশ্য আমি কিছুই জানি না—এবং জানা প্রয়োজন বলেও মনে করি না।

দ্বিজদাসবাবু দেশে ফিরে আসবার প্রায় দিন-পাঁচেক পরেই তাঁর একান্ত ঘনিষ্ঠতম বন্ধু বীরেশ্বর চৌধুরী মারা যান। বীরেশ্বর চৌধুরী বেশ্ রসিক ও আত্মভোলা লোক ছিলেন। দ্বিজদাসবাবু দক্ষিণ-আমেরিকা যাত্রা করার পর বীরেশ্বর চৌধুরী কুসুমপুরের মায়া কাটিয়ে কলকাতায় এসে বাস করতে থাকেন। তারপর হঠাৎ তাঁর পুরাতন বন্ধু দ্বিজদাসের বিদেশ থেকে ফিরে আসার কথা শুনে, তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবার জন্যে কুসুমপুর গিয়ে উপস্থিত হন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বন্ধুর সাথে দেখা হবার পূর্ব্বেই তিনি মারা গেছেন। ষ্টেশন থেকে দ্বিজদাসবাবুর বাড়ী যাবার রাস্তাটুকুর ভেতরেই তিনি নিহত হয়েছেন।"

তাপস গম্ভীরভাবে বলল, "অতি অদ্ভুত সন্দেহ নেই। কিন্তু বীরেশ্বর চৌধুরীর মৃত্যুর কারণটা কি জানতে পেরেছিলেন ?"

বিলাসবাবু বললেন, "হ্যাঁ। ডাক্তারী পরীক্ষায় জানা গেছে যে, কোনও উগ্র ভেষজ বিষ-প্রয়োগের ফলেই মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু ঐ উগ্র বিষ কোন্ জাতীয়,—কি উপায়ে আততায়ী

তার ওপর ঐ বিষ প্রয়োগ করেছিল এবং কেনই বা বীরেশ্বরবাবুর মত নির্বিরোধ অমায়িক একজন লোককে এইভাবে হত্যা করা হ'ল, তা কিছুই জানা যায়নি।”

তাপস ইজি-চেয়ারে বসে চোখ বুজে নিবিষ্টমনে বিলাসবাবুর কাহিনী শুনছিল; সে একটু হেসে বলল, “তাহ'লে এখানেই প্রমাণ হচ্ছে যে, শত্রু মোটেই সাধারণ শ্রেণীর নয়! যাহোক, তারপর কি হ'ল, বলে যান।”

বিলাসবাবু বলতে লাগলেন, “এই ঘটনার ঠিক দুদিন পরেই কুসুমপুরের মাইল দুয়েক দূরে একজন বৃদ্ধকে ঠিক ঐ একই উপায়ে হত্যা করা হয়। তদন্তে আমরা জানতে পেরেছি যে, ঐ বৃদ্ধ দ্বিজদাসবাবুর পৈতৃক আমলের ভৃত্য। দ্বিজদাসবাবু দক্ষিণ-আমেরিকা যাত্রা করবার পর সে তার নিজের বাড়ীতে ফিরে যায়। এ পর্য্যন্ত সেখানেই সে বাস করছিল। কিন্তু পুরাতন মনিব দেশে ফিরে আসবার সাথে-সাথে তাকেও কোন এক অজ্ঞাত কারণে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে।

আততায়ীর তৃতীয় শিকার আরও রহস্যময়। দ্বিজদাসবাবুর এটর্নি মিঃ অরুণ ঘোষকে একদিন দ্বিজদাসবাবু টেলিগ্রাম করে জানান যে, তিনি কোনও কারণে তাঁর জীবনের আশঙ্কা করেন। সুতরাং অরুণবাবু যেন যত শীঘ্র সম্ভব তাঁর সাথে কুসুমপুরে এসে দেখা করেন।

এই টেলিগ্রাম পেয়ে, পরদিনই অরুণবাবু কলকাতা থেকে কুসুমপুর রওনা হন। সন্ধ্যার পর ট্রেণখানি কুসুমপুর পৌঁছলে দেখা গেল, একটা ফার্স্ট ক্লাশ কামরার ভেতরে অরুণবাবুর মৃতদেহ পড়ে আছে। কামরার চারদিকে তাঁর জিনিষ-পত্রগুলো ছড়ানো এবং দ্বিজদাসবাবুর বৈষয়িক কাগজপত্রগুলোও উধাও হয়ে গেছে। তাহ'লে দেখতে পাচ্ছ, অরুণ ঘোষও কুসুমপুরে পৌঁছুবার আগেই চির-বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

পর-পর এই ঘটনাগুলো ঘটবার পর দ্বিজদাসবাবু তাঁর ওপরও ঐ রকম কোন মারাত্মক আক্রমণ আশঙ্কা করে, পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সুতরাং দ্বিজদাসবাবুর বাড়ীর চারদিকে সতর্কদৃষ্টি রাখবার জন্য হেড কোয়ার্টার থেকে একজন সুদক্ষ গোয়েন্দা-গুপ্তচর কুসুমপুরে পাঠান হয়েছিল। মাত্র কয়েক দিন আগে রণজিতপ্রসাদের কাছ থেকে একখানা রিপোর্ট আমাদের হস্তগত হয়। তাতে জানা যায় যে, কয়েকদিন যাবৎ একজন ভীষণ-দর্শন নিগ্রো কুসুমপুরে এসে উদয় হয়েছে; কিন্তু তার কোনও পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।

এই রিপোর্টের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করে আমরা দ্বিজদাসবাবুকে সে কথা জানিয়ে, তাঁকে সতর্ক থাকতে অনুরোধ করি। আর তার ঠিক পরদিনই হ'ল ঐ আলোর ঝলক্! আমি তখনই একটা-কিছু আশঙ্কা করে সেখানে চলে যাই। আজ ফিরে এসেছি। সেখানে একটা বনের ধারে রণজিতপ্রসাদের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছে। মৃত্যুর কারণ ঐ একই।"

তাপস জিজ্ঞাসা করল, "বটে! তা কুসুমপুরের পুলিশ এই রণজিতপ্রসাদের মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু আবিষ্কার ক'তে পারেনি?"

বিলাসবাবু বললেন, "না। কুসুমপুরে গিয়ে উপস্থিত হয়ে আমিও যেটুকু জানতে পেরেছি, তাতে মনে হয়, হত্যাকারীকে সন্ধান করে গ্রেপ্তারের আশা করা বাতুলতামাত্র।

আমি রণজিতপ্রসাদের দেহ যেখানে আবিষ্কৃত হয়েছিল তার সামনেই কতকগুলো এলোমেলো অস্পষ্ট পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছিলাম; কিন্তু সেগুলো স্পর্শ করে কিছুই বুঝবার উপায় না থাকলেও আমি সেই পদ-চিহ্নগুলোর কয়েকটা ছাপ তুলে এনেছি। কিন্তু তুমি বোধহয় বুঝতে পেরেছ যে, এটা মোটেই নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নয়। কারণ, প্রথমতঃ ছাপগুলো অস্পষ্ট; এবং দ্বিতীয়তঃ সেগুলো যে রণজিতপ্রসাদের আততায়ীর পদচিহ্ন, তার কোনও

প্রমাণ নেই। রণজিতপ্রসাদের দেহের সামনেই একটা প্রকাণ্ড গাছের নীচে আমি কয়েকটা আধপোড়া সিগারেট দেখতে পেয়েছি।"

তাপস সোজা হয়ে বসে বলল, "সেই সিগারেটের টুকরোগুলো আপনার কাছেই আছে তাহ'লে?"

বিলাসবাবু বললেন, "হ্যাঁ! শুধু তাই নয়—আমি সেগুলো তোমাকে দেখাবার জন্যে সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছি। সিগারেটের টুকরোগুলো থেকে এইটুকুমাত্র জানা গেছে যে, সেগুলো আমেরিকায় তৈরী—নাম, 'গোল্ডেন ঈগল'।"

তাপস কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, "আমেরিকায় দ্বিজদাসবাবু কিসের সন্ধানে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তাঁর কোনও ভীষণ মারাত্মক শত্রু ছিল কিনা কিছু জানেন?"

বিলাসবাবু বললেন, "না। আমি দ্বিজদাসবাবুকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম বটে, কিন্তু তার কোনও সদুত্তর পাইনি। তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, আমেরিকায় রেড্ ইণ্ডিয়ানদের পুরা-কীর্ত্তি সংগ্রহের জন্যেই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। এবং তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, সেখানে তাঁর কোনও শত্রু আছেন বলে তিনি জানেন না। কিন্তু বলা বাহুল্য, আমি তাঁর এসব কথা বিশ্বাস করিনি। কোনও গূঢ় কারণ বশতঃ তিনি সব কথা বাইরে কারো কাছে প্রকাশ করতে রাজী নন। আমার মনে হয়, তিনি কোন বিপদের আশঙ্কা করেই এসব কথা আমাদের কাছে গোপন করে গেছেন।"

"কুসুমপুরে দ্বিজদাসবাবুর আত্মীয়-স্বজন কেউ আছেন?"

বিলাসবাবু বললেন, "না। শুধু কুসুমপুরে কেন—সমস্ত পৃথিবীতে তাঁর কোনও আত্মীয়-স্বজন নেই। অবিবাহিত ও আত্মীয়-স্বজনবিহীন অবস্থায় তিনি এতকাল কাটিয়ে এসেছেন। নিজের ঐ এক পুরা-কীর্ত্তি আবিষ্কারের নেশায় তিনি এতই মগ্ন ছিলেন যে,

ও-সব সুখ-সুবিধার কথা তাঁর মনেই উদয় হয়নি। তাঁর পরিচিত যে ক'জন লোক ছিল, তারা ইতিমধ্যেই যে নিহত হয়েছে তা ত শুনলেই!"

তাপস জিজ্ঞাসা করল, "আমেরিকা যাত্রার সময়ে দ্বিজদাসবাবুর সঙ্গে আর কেউ ছিল, না তিনি একাই সেখানে যাত্রা করেছিলেন?"

বিলাসবাবু বললেন, "তোমার এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমি দিতে পারব না। তবে তাঁর আমেরিকা যাত্রায় দুজন সহযাত্রী ছিল। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে দ্বিজদাসবাবুর অতি বিশ্বস্ত এবং একমাত্র ভৃত্য শঙ্কর; কিন্তু আর একজন কে, তা আমি জানি না। কিন্তু আশ্চয্যের বিষয় এই যে, দ্বিজদাসবাবু এক বছর পর একলা আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে এসেছেন। তাঁর বিশ্বস্ত ভৃত্য শঙ্কর বা অপর সঙ্গী, কেউই তাঁর সাথে ফিরে আসেনি। কিন্তু তাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেও বিশেষ কিছুই জানা যায়নি। তাদের কথা জিজ্ঞেস করলেই তাঁর মুখ কালো হয়ে যায়। সংক্ষেপে একদিন শুধু তিনি জবাব দিয়েছিলেন, 'সম্ভবতঃ ঈশ্বর তাদের খুঁজে নিয়েছেন!'

কাজেই আমার মনে হচ্ছে, তারা হয়ত কেউই আর বেঁচে নেই। অথবা এমন কোন অবস্থায় তারা আছে, যা মনে হ'লেই দ্বিজদাসবাবুর সারা বুক ব্যথায় ভরে যায়। তাই, বৃদ্ধকে খুব বেশী আঘাত দিয়ে আমি সে-কথা আর জোর করে জিজ্ঞেস করতে পারি নাই।"

তাপস খানিকক্ষণ চিন্তা করে গম্ভীর ভাবে বলল, "ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল এবং রহস্যময় তাতে সন্দেহমাত্র নেই। দ্বিজদাসবাবুর পরিচিত লোকদের উপর কেন আততায়ীর এত আক্রোশ—এবং সেই আততায়ী কে, তা এখন অনুমানের ওপর নির্ভর করে কিছুই বলা চলে না। তবে চারিদিককার ঘটনাগুলোর ওপর নির্ভর করে একথা বোধহয় বলা চলে যে, এই আততায়ী সুদূর আমেরিকা থেকে

আমদানী হয়েছে। রণজিতপ্রসাদের রিপোর্টে বর্ণিত ঐ ভীষণ-দর্শন নিগ্রোও আমার এই অনুমান সমর্থন করে। খুব সম্ভবতঃ সে একজন আমেরিকান নিগ্রো। কুসুমপুরে হঠাৎ তার আবির্ভাব হয়েছে কেন—অথবা এই রহস্যের সাথে তার কতটুকু সম্বন্ধ, সেটা জানা আমাদের তদন্ত-ফলের ওপর নির্ভর করে।

কিন্তু এই রহস্য ভেদ করতে হ'লে সবচেয়ে আগে আমাদের দ্বিজদাসবাবুর সম্বন্ধে কতকগুলো সংবাদ জানা দরকার। দ্বিজদাসবাবু বিশেষ কোনও কারণে—সম্ভবতঃ প্রাণের ভয়েও বটে—কারো কাছেই তাঁর আমেরিকা-বাস সম্বন্ধে কোন কথাই প্রকাশ করতে ইচ্ছুক নন। কিন্তু তাই বলে তাঁর মর্জ্জির ওপর নির্ভর করে আমাদের বসে থাকলে চলবে না, কৌশলে সে-সব গোপন কথা আমাদের জেনে নিতে হবে। তারপরই আমাদের অভিযান আরম্ভ হবে এই অদ্ভুত কৌশলী নিষ্ঠুর আততায়ীর বিরুদ্ধে। কিন্তু তার আগে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে কিছু পরামর্শ করা দরকার।"

তিন

ভোর প্রায় পাঁচটার সময়ে কুসুমপুর ষ্টেশনে যে ট্রেনখানা এসে পৌঁছাল, সেই ট্রেনেরই একখানা থার্ড ক্লাশ কামরা থেকে দুজন ভবঘুরে দরিদ্র এবং নিম্নশ্রেণীর লোককে নামতে দেখা গেল। তাদের চেহারা এবং বেশভূষা দেখলেই যে কেউ বলে দিতে পারে যে, কায়িক পরিশ্রম দ্বারাই তারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে থাকে।

বিনা বাক্যব্যয়ে ষ্টেশন-মাষ্টারের হাতে টিকিট দুখানা দিয়ে তারা প্ল্যাটফর্ম্ম ত্যাগ করে বাইরে রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

তাপস মৃদুস্বরে বিলাসবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "এখান থেকে যে বনের ধারে রণজিতপ্রসাদের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছিল, সেই জায়গাটা কতদূর?"

বিলাসবাবু সতর্কদৃষ্টিতে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, "তা প্রায় মাইলখানেক হবে বৈকি! এই এতটা পথ হেঁটে না গিয়ে একটা গাড়ীর ব্যবস্থা করলে হতো না?"

তাপস আঁৎকে উঠে বলল, "সর্ব্বনাশ! আমরা নিঃস্ব মজুর শ্রেণীর লোক—আমরা গাড়ী চড়বার পয়সা কোথায় পাব? না বিলাসবাবু! আমি আমার কাজে বিন্দুমাত্র ভুল না করেই অগ্রসর হ'তে চাই। আমাদের এই অভিযান কোন্ শ্রেণীর অপরাধীর বিরুদ্ধে, সে-কথা মুহূর্ত্তের জন্যেও ভুলে যাবেন না। আমাদের সামান্য একটা ভুলের ফল সাংঘাতিক মারাত্মক রকমের হ'তে পারে। আমাদের মত দরিদ্র লোককে গাড়ী চড়তে দেখলে, শত্রুপক্ষের কাছে আমাদের আসল রূপ প্রকাশ হ'তে দেরী হবে না। তার ফলে আমাদের আসল উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হবে।"

বিলাসবাবু বললেন, "তোমার কথা ঠিক বটে। আমি এতটা তলিয়ে দেখিনি। কিন্তু তোমার কি ধারণা যে শত্রুপক্ষের চর চারদিকে নিযুক্ত আছে?"

তাপস বলল, "তাতে সন্দেহমাত্র নেই। কারণ, সমস্ত ঘটনাগুলোই একটা সুসংবদ্ধ ষড়যন্ত্রের ফল। তারা যে চারদিকে সতর্কদৃষ্টি রেখেই এই কাজে অগ্রসর হয়েছে, তাতে সন্দেহের লেশমাত্র থাকা উচিত নয়। কিন্তু সে-কথা এখন থাক্। আমাদের গন্তব্য স্থান আর কতদূর?"

বিলাসবাবু সামনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আর বেশীদূর নয়। কথা বলতে-বলতে আমরা এর মধ্যে এক-চতুর্থাংশ পথ পেরিয়ে এসেছি।"

বিলাসবাবু এবং তাপস যখন তাদের গন্তব্যস্থানে এসে পৌঁছাল, তখনও রাস্তায় লোক-চলাচল আরম্ভ হয়নি। তাপস একবার চারদিকে তাকিয়ে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, "এখনও কোন লোকজন দেখা যাচ্ছে না। আশা করি লোকজনের আনাগোনা আরম্ভ হবার আগেই আমরা এখানকার কাজ শেষ করতে পারব।"

বিলাসবাবু একটা প্রকাণ্ড বটগাছের প্রায় হাত-দশেক দূরে একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, "ঠিক এই জায়গাটাতেই রণজিত-প্রসাদের দেহ আবিষ্কৃত হয়েছিল।"

তাপস তাকিয়ে দেখতে পেল যে, তার খানিকটা দূর থেকেই আরম্ভ হয়েছে গভীর বন। রণজিতপ্রসাদের দেহ যেখানে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল, তার চারদিকে কিছুটা অন্তর এক-একটা প্রকাণ্ড গাছ। তারই একটা প্রকাণ্ড বহু পুরাতন বটগাছের সামনেই রণজিত-প্রসাদের দেহ পড়ে ছিল।

তাপস চারদিককার অবস্থা দেখে বিলাসবাবুর দিকে তাকিয়ে

জিজ্ঞাসা করল, "এখানে রণজিতপ্রসাদের দেহ প্রথমে দেখতে পেয়েছিল কে? সে সম্বন্ধে এখানে কোন খোঁজ নিয়েছিলেন?"

বিলাসবাবু বললেন, "হাঁ। স্থানীয় পুলিশ বললে, এখানকারই একজন অতি দরিদ্র বৃদ্ধ সকালবেলা শুকনো কাঠ কুড়ুতে বনের ভেতর প্রবেশ করবার পথে রণজিতপ্রসাদের দেহ এখানে পড়ে থাকতে দেখে। সে একান্ত ভীত হয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে ফিরে থানায় গিয়ে এই সংবাদ দেয়। তারপর পুলিশ এসে সেই দেহের ভার গ্রহণ করে।"

তাপস আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করে জায়গাটা সতর্কভাবে পরীক্ষা করতে আরম্ভ করল। কিছুক্ষণ পর সে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করল, "সেই এলোমেলো পদচিহ্নগুলো আপনি কোথায় দেখতে পেয়েছিলেন?"

বিলাসবাবু একটা জায়গা নির্দেশ করে বললেন, "ঠিক এই জায়গাটাতেই সেই পায়ের ছাপগুলো দেখা গিয়েছিল; কিন্তু এখন সেগুলো দেখতে পাচ্ছি না। বোধহয় লোকজন-চলাচলের দরুণ চিহ্নগুলো অদৃশ্য হয়েছে; কিংবা মাঝে-মাঝে যে অল্প-অল্প বৃষ্টি হচ্ছে, তাতে হয়ত চিহ্নগুলো অদৃশ্য হয়ে থাকবে।"

তাপস কোন কথা না বলে নীচু হয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করতে-করতে খানিকটা দূর অগ্রসর হ'ল। হঠাৎ একটা জিনিষে তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'তেই সে অতি সাবধানে সেটা মাটি থেকে তুলে নিলে।

সেটাকে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করতে দেখে বিলাসবাবু তাকিয়ে দেখতে পেলেন, জিনিষটা বৃষ্টির জলে ভেজা কাদা-মাখান একটা নোংরা কাগজের টুকরো মাত্র। সেটাতে ছাপান অক্ষরে হয়ত কিছু লেখা ছিল, কিন্তু বৃষ্টির জলে ভিজে এবং কাদা লেগে তার লেখাগুলো তখন পড়া যায় না।

তাপসকে সেখানা অতি যত্ন-সহকারে পকেটে রাখতে দেখে বিলাসবাবু বিদ্রূপের ভঙ্গিতে একবার একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন, মুখে কিছুই বললেন না।

তাপস বলল, "এখানকার কাজ একরকম শেষ হয়েছে। এখন আপনি যে বটগাছটার নীচে আধপোড়া সিগারেটের টুকরোগুলো পেয়েছিলেন, সেই জায়গাটা একটু দেখা দরকার।"

বিলাসবাবু তাপসকে নিয়ে সেই প্রাচীন বটগাছটার নীচে এসে দাঁড়ালেন।

গাছটার নীচে এসে তাপস ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল যে, নীচে থেকে আকাশ কিছুই দেখা যায় না।

বিলাসবাবুর দিকে তাকিয়ে তাপস বলল, "আজ ক'দিন যাবৎ যে এখানে অল্প-বিস্তর বৃষ্টি হচ্ছে, তা ত এখানকার মাটি আর আকাশ দেখলেই বেশ বোঝা যায়। সুতরাং এখানে এসে হঠাৎ বৃষ্টি এলে আমরা এই গাছটার তলায়ই আশ্রয় গ্রহণ করব। এমন চমৎকার আশ্রয় এখানে কোথাও নেই, তা দেখতে পাচ্ছেন বোধহয় ?"

বিলাসবাবু বললেন, "খুব পাচ্ছি। কিন্তু বৎস ! তোমার এই আবোল-তাবোল কথাগুলোর পেছনে কি মতলব লুকিয়ে আছে খুলেই বলে ফেল।"

গাছটার নীচে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলো পোড়া দিয়াশলায়ের কাঠি কুড়িয়ে নিয়ে তাপস বলল, "গাছের নীচে এই পোড়া দিয়াশলায়ের কাঠিগুলো এবং আপনার সংগৃহীত পোড়া সিগারেট-গুলো থেকে একটা জিনিষ বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু তার আগে আমার একটা প্রশ্ন আছে। আপনি এখানে ক'টা সিগারেটের টুকরো কুড়িয়ে পেয়েছিলেন ?"

বিলাসবাবু বললেন, "সবশুদ্ধ ছ'টা পোড়া সিগারেটের টুকরো আমি পেয়েছিলাম।"

তাপস বলল, "আচ্ছা! একটা সিগারেট খেতে সাধারণতঃ পাঁচ মিনিট থেকে আট মিনিট দরকার হয়। সুতরাং ছ'টা সিগারেট পোড়াতে প্রায় আধঘণ্টা থেকে তিন কোয়ার্টার সময়ের দরকার হয়েছিল। এতে প্রমাণ হচ্ছে যে, রণজিতপ্রসাদের মৃত্যুর দিন রাত্রে কেউ এই বটগাছটার নীচে—কোনও কারণে—খুব সম্ভব আধঘণ্টা থেকে তিন কোয়ার্টার সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেছিল। শুধু তাই নয়; সেদিন বাতাসেরও খুব আধিক্য ছিল। তাই মাত্র ছ'টা সিগারেট জ্বালাবার জন্যে সেই অজ্ঞাত ব্যক্তিটিকে. প্রায় কুড়ি-পঁচিশটা দিয়াশলায়ের কাঠি খরচ করতে হয়েছিল।"

বিলাসবাবু চিন্তিত ভাবে বললেন, "তোমার কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই তাপস! কারণ, আমি থানা থেকেই জানতে পেরেছিলাম যে, রণজিতপ্রসাদের মৃত্যুর দিন রাত্রে খুব জল-ঝড় হয়েছিল। কাজেই কল্‌কাতায় থেকে যে আলোর ঝলক্ দেখে আমরা চমকে উঠেছিলাম, আর যেটা আমাদের কাছে খুবই অস্বাভাবিক বলে মনে হয়েছিল, কুসুমপুরে সেই জিনিষটাই খুব স্বাভাবিক বিজলী-চমক বলে মনে হয়েছে।

আলোর একটু পার্থক্য—সাদা কি নীল—এ প্রশ্নটা কারো মনেই সন্দেহের কোন রেখাপাত করেনি। সকলেই ভেবেছিল, এমন জল-ঝড়ের রাতে বিজলী-চমক একেবারেই অস্বাভাবিক নয়।"

তাপস বলল, "হাঁ, ব্যাপারটা অবশ্য খুবই সাধারণ বলে মনে হয়েছে। কিন্তু এখানে একটা কথা ভাববার আছে। সেটা এই যে, সেই জল-ঝড়ের ভেতরে রণজিতপ্রসাদ এখানে এই বনের ধারে এসেছিল কেন? রাত্রে জল-ঝড় মাথায় নিয়ে এই নির্জ্জন বনের ধারে আসার কি কারণ থাকতে পারে? কাজেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, রণজিতপ্রসাদ এখানে মারা যায়নি। তার মৃতদেহটি এখানে বহন করে এনে ফেলে রাখা হয়েছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর বিলাসবাবু গম্ভীর ভাবে বললেন, "তোমার এই যুক্তি অস্বীকার করবার উপায় নেই। আমি এসব কথা এত তলিয়ে—" বলেই হঠাৎ তিনি এক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে, পরক্ষণেই তাপসকে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললেন, "খবর্দ্দার! সরে এসো, সরে এসো তাপস!"

সহসা বিলাসবাবুর এমন একটা প্রচণ্ড আকর্ষণে তাপস প্রায় মুখ থুবড়ে পড়েই যাচ্ছিল, সে অতি কষ্টে সামাল করে গেল; পরক্ষণেই একটা ভয়ঙ্কর মোষ একটা রাখাল ছেলের তাড়া খেয়ে, তার প্রায় ঘাড়ের ওপর দিয়েই ছুটে চলে গেল।

প্রথমে মনে হয়েছিল, ছোকরার অসতর্ক চালনার ফলেই বুঝি এমন একটা ব্যাপার হয়েছে; কিন্তু পরক্ষণেই কারু বুঝতে বাকি রইল না যে, ব্যাপারটা অত সহজ নয়! কারণ, বিলাসবাবু ও তাপসকে মোষটা পেরিয়ে যেতেই, ছোকরা সেটাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে তাড়া করল; মনে হ'ল কতকটা যেন মরিয়া হয়েই মোষটাকে সে তাদের ওপর দিয়ে হাঁকিয়ে নিতে চায়!

"দেখছেন, কত বড় বদমায়েস এই ছোকরা!"

তাপসের এই কথা শেষ হ'তে না হ'তেই মোষটা তার শিং নীচু করে তাদের দিকে তেড়ে এলো ভয়ানক ভাবে!

আর উপায় না দেখে বিলাসবাবু মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁর রিভলভার বার করে মোষটার পা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লেন। আহত মোষটা তৎক্ষণাৎ ভীষণ আর্ত্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

গুলির শব্দে চমকিত হয়ে ছোকরা যেন এক মুহূর্ত্ত হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, পরক্ষণেই সে বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পেরে ঊর্দ্ধশ্বাসে বনের দিকে ছুটল।

বিলাসবাবু তাকে ধরতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ পেছনে কোন ঝোপের আড়াল থেকে কার পিস্তল গর্জ্জে উঠল, দু'বার।

সঙ্গে-সঙ্গে তাপসও চীৎকার করে বলল, "ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন ওকে,—যাবেন না, ওর পেছনে যাবেন না।"

বিলাসবাবু ফিরে এলেন, এসেই বিস্মিত ভাবে বললেন, "এসব ব্যাপার কি তাপস? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না!"

"কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছি সবই!" মৃদু হেসে তাপস উত্তর দিল। পরক্ষণেই সে বিলাসবাবুকে সম্বোধন করে বলল, "এ আপনি করলেন কি বিলাসবাবু?"

"কেন? কি করেছি?" বিলাসবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

তাপস বলল, "আমরা নিঃস্ব ভবঘুরে ইতর শ্রেণীর লোক। অথচ আমাদেরই কাছ থেকে বেরিয়ে পড়ল রিভলভার! এ একটা সন্দেহের কারণ নয় কি?"

বিলাসবাবু বললেন, "হাঁ, তা ঠিকই বলেছ। কিন্তু আর উপায় কি ছিল? রাখাল ছোঁড়ার বদ্‌মায়েসী দেখে রাগ সামলাতে পারিনি। আর এছাড়া উপায়ই বা কি ছিল?

ওকে রুখতে হবে ত! কাজেই রিভলভারের সাহায্য নিতে হ'ল। কিন্তু একটা আশ্চর্য্যের কথা হচ্ছে—ঝোপ থেকে ঐ গুলি দুটো ছুঁড়ল কে? আর কি তার উদ্দেশ্য?"

মৃদু হেসে তাপস বলল, "সে ত খুব সহজেই বুঝতে পারা যায় ইন্‌স্পেক্টরবাবু! ঐ রাখাল ছোঁড়া যার পরামর্শে আমাদের ওপর দিয়ে মোষ তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, সেই মহাত্মাই ঝোপের ভেতর লুকিয়ে থেকে, গুলি ছুঁড়ে তার গ্রেপ্তারে বাধা দিয়েছেন!"

বিস্মিত ভাবে চোখ দুটো প্রায় কপালে তুলে বিলাসবাবু বললেন, "তাহ'লে তুমি কি বলতে চাও তাপস? এ কি তাহ'লে কোন ষড়যন্ত্র?"

"নিশ্চয়ই ষড়যন্ত্র।"

তাপস দৃঢ়স্বরে বললে, "ষড়যন্ত্র যে তাতে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু এর ফলে গুটিকয়েক সত্য বেশ পরিষ্কার ফুটে উঠেছে।

প্রথম হচ্ছেঃ রণজিতপ্রসাদের মৃত্যু হয়েছে অন্য কোথাও। তাকে হত্যা করে, পরে তার লাশটা এইখানে আনা হয়েছে। কাজেই হত্যাকারীর দল এই জায়গাটা সম্পর্কে খুব বেশী সচেতন। এই জায়গাটা অনুসন্ধান করে কারো চোখে কিছু ধরা পড়ে, এই ভয়ে তারা সন্ত্রস্ত হয়ে আছে। পদে-পদে তাই তারা বাধা দিতে চায়।

দ্বিতীয় হচ্ছেঃ হত্যাকারীর দল বুঝে নিয়েছে যে, রণজিত-প্রসাদের হত্যা-রহস্যের তদন্তে যে কেউ আসুক না কেন, এবং সে যে-কোন ছদ্মবেশেই আসুক না কেন, তাকে এখানে আসতে হবেই। কাজেই তদন্তকারী গোয়েন্দা বা পুলিশ-কর্ম্মচারীকে তার ছদ্মবেশ ভেদ করে চিনবারও একমাত্র উপায় হচ্ছে, এই বটগাছ-তলায় লক্ষ্য রাখা। কাজেই, বুঝতেই পারছেন,—আমরা ধরা পড়ে গেছি বিলাস-বাবু, আমরা আর গোপন থাকতে পারলুম না। আমাদের এখন থেকে আরও বেশী সাবধানে চলতে হবে; নইলে অতি-সতর্ক হত্যাকারীদের হাতে আমাদের লাঞ্ছনা অনিবার্য্য।”

ইনস্পেক্টর বিলাসবাবু খানিকক্ষণ নীরব থেকে, চিন্তিত ভাবে বললেন, “তাহ’লে এখন কি করতে বল তাপস? ঝোপটা খুঁজে দেখব?”

“কিচ্ছু দরকার নেই। এখনই কোন বিপদ ডেকে আনা উচিত হবে না। চলুন, একবার দ্বিজদাসবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে ত! তার আগে চলুন একবার থানায়। বেশ-ভূষাটা বদ্‌লে নিই।”

চার

দ্বিজদাসবাবুর ড্রয়িংরুমে ঢুকতেই দেখা গেল, তিনি একটা প্রকাণ্ড টেবিলের সামনে বসে কতকগুলি কাগজপত্র পরীক্ষা করছেন।

বিলাসবাবু এবং তাপসকে ঘরে ঢুকতে দেখেই তিনি চমকে মুখ তুলে সবিস্ময়ে তাদের দিকে তাকালেন। পরক্ষণেই তিনি চেয়ার থেকে উঠে হাসিমুখে তাদের অভ্যর্থনা করে বলে উঠলেন, "সুপ্রভাত বিলাসবাবু! আসতে আজ্ঞা হোক। কিন্তু এমন হঠাৎ এই হতভাগ্যের বাড়ীতে পদধূলো দেবার কারণটা কি বলুন ত? নতুন কোন সংবাদ আছে কি?"

বিলাসবাবু বললেন, "নতুন সংবাদ কিছুই নেই। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন দ্বিজদাসবাবু! নতুন কোনও সংবাদ পেলেই আমরা আপনাকে জানাব। আজ হোক, কাল হোক, হত্যাকারীরা ধরা পড়বেই। সেজন্যে আপনি বৃথা চিন্তিত হবেন না।"

বিলাসবাবুর কথায় দ্বিজদাসবাবুর মুখে একটা অদ্ভুত অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠল! তিনি যে কিছুমাত্র নিশ্চিন্ত হ'তে পারেননি, তা সেই হাসি দেখেই বোঝা গেল।

তিনি একটু অবিশ্বাসের সুরে বললেন, "নিশ্চিন্তই বা হ'তে পারছি কই! পর-পর এতগুলো লোক মারা গেল—অথচ এখন পর্য্যন্ত তার কোন কিনারাই হ'ল না! এরপর কোন্‌দিন হয়ত বা আমার পালা আসবে। অবশ্য মরতে আমার ভয় করবার কিছুই নেই। তবে দুঃখ থাকবে এই যে, আমার আরব্ধ কাজ আমি শেষ করে যেতে পারলুম না! কিন্তু এখন সে কথা থাক; আপনার কথাটাই আগে

শুনি। আপনার সদলে এখানে এমন হঠাৎ আবির্ভাবের কারণ ত জানা হ'ল না!"

বিলাসবাবু বললেন, "আমি এখানে এসেছি এই ভদ্রলোকটির সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে। রণজিতপ্রসাদের জায়গায় হেড কোয়ার্টার থেকে একেই এখানকার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করবার জন্যে নিযুক্ত করা হয়েছে।"

দ্বিজদাসবাবু একটু বিষণ্ণভাবে হেসে বললেন, "উত্তম কথা। কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে রণজিতপ্রসাদের অবস্থা এর অদৃস্টেও না ঘটে! ভগবান্ করুন, আপনার চেষ্টাতেই যেন হত্যাকারীরা গ্রেপ্তার হয়ে তাদের প্রাপ্য উপযুক্ত শাস্তি লাভ করতে পারে।"

তাপসকে লক্ষ্য করে এই শেষের কথাগুলো বলে দ্বিজদাসবাবু বিলাসবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি বলেছিলেন যে একটা ভীষণ-দর্শন নিগ্রোকে এই কুসুমপুরে নাকি রণজিতপ্রসাদ আবিষ্কার করেছিল। সে কে এবং কেন সে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে, তার কিছু জানতে পেরেছেন?"

বিলাসবাবু বললেন, "না। তবে এখানকার থানা থেকে তাকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা চলছে।

তাপস এতক্ষণ চুপ করে সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনছিল। সে দ্বিজদাসবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "রণজিতপ্রসাদ একটা নিগ্রোকে কুসুমপুরে দেখতে পেয়েছে বলে হেড কোয়ার্টারে রিপোর্ট করার পরদিন রাত্রেই মারা গেল। আপনি কি মনে করেন যে, তার মৃত্যুর সাথে সেই নিগ্রোটার কোনও সম্পর্ক আছে?"

দ্বিজদাসবাবু বিষণ্ণভাবে বললেন, "সে কথা আন্দাজে বলা অসম্ভব। রণজিতপ্রসাদের মৃত্যুর ব্যাপারে তার হাত থাকতেও পারে —অথবা নাও থাকতে পারে।"

তাপস জিজ্ঞাসা করল, "আমেরিকায় আপনার কোনও শত্রু

ছিল কি ? কারণ, পুলিশের ধারণা যে, নিগ্রোটা খুব সম্ভব আমেরিকা থেকেই আমদানি হয়েছে। সে হয়ত অন্য কারও আদেশে চালিত হচ্ছে মাত্র।"

দ্বিজদাসবাবু দৃঢ়স্বরে বললেন, "না। আমেরিকায় আমার কোনও শত্রু ছিল বলে আমি জানি না। আমি যে কাজের উদ্দেশ্যে সেখানে যাত্রা করেছিলাম, তাতে কারও কোন ক্ষতি হবার আশঙ্কাই ছিল না। সুতরাং এই ব্যাপার নিয়ে আমার শত্রুতাসাধন কেউ করতে পারে বলে আমি বিশ্বাসই করি না।"

তাপস বলল, "শুনেছিলাম যে, আপনি আমেরিকা যাত্রার সময় আরো দুজন সঙ্গী আপনার সাথে ছিল। তাদের পরিচয় কি ? তারা আপনার সাথে বিদেশ-যাত্রা করেছিল কেন ?

আমার এই প্রশ্নে আপনি বিরক্ত হবেন না। কারণ, তদন্তে অগ্রসর হবার আগে সব কিছু ব্যাপারই আমার জানা দরকার, তা সে যতই তুচ্ছ ব্যাপার হোক না কেন ! এই রহস্য ভেদ করতে হ'লে আপনার সাহায্যই আমার সবচেয়ে বেশী দরকার।"

দ্বিজদাসবাবু গম্ভীর ভাবে বললেন, "আপনাদের সাহায্য করতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আমিও মনেপ্রাণে এই আকাঙ্ক্ষা করি যে, হত্যাকারী যেন তার যথাযোগ্য দণ্ড লাভ করে। কিন্তু আমার আরব্ধ কাজ সম্পর্কে কোন সংবাদই আমি আপনাদের কাছে প্রকাশ করতে পারব না। কারণ, যে কাজ আরম্ভ করেছি, সমাপ্ত হবার পূর্ব্বে সে কথা বাইরে প্রকাশিত হ'লে আমি যে শুধু স্বার্থলোভীদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হব তাই নয়,—আমার আরব্ধ কাজ শেষ করাও আমার পক্ষে হয়ত অসম্ভব হবে। তবে যতটা সম্ভব, আমি এই রহস্যভেদে আপনাদের সাহায্য করব, আমার এ কথায় আপনারা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন।"

দ্বিজদাসবাবু একটু চিন্তা করে বলতে সুরু করলেন, "আমি

বিলাসবাবু মুহূর্ত্তমধ্যে মোষটার পা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লেন। [পৃঃ—১৯

আমেরিকা-যাত্রা করেছিলাম সেখানকার বহু প্রাচীন একজাতীয় রেড্ ইণ্ডিয়ানদের পুরা-কীর্ত্তি আবিষ্কারের আশায়। বর্ত্তমান সভ্যতার আলোকে রেড্ ইণ্ডিয়ানরা তাদের জীবনের ধারাকে একান্ত ভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর সভ্যতাকেই তারা একান্ত ভাবে আপনার বলে আঁকড়ে ধরেছে। কিন্তু বহু প্রাচীন যুগে, ইউরোপে যখন সভ্যতার আলোক পর্য্যন্ত পৌঁছায়নি, তখন আধুনিক বন্য বলে খ্যাত এই রেড্ ইণ্ডিয়ানরাই সভ্যতার অতি উচ্চস্তরে অবস্থান করত। তাদের অপরূপ শিল্পকলা এখনও যে-কোন সভ্য দেশের বিস্ময় উৎপাদন করতে বাধ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন এক বৈদেশিক শক্তির আক্রমণে এবং তাদের পৈশাচিক লোভের ফলেই, একদিন তাদের সেই সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। আমি তাদের সেই লুপ্ত এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত সভ্যতা উদ্ধারের আশায়ই আমেরিকা-যাত্রা করেছিলাম; এবং আমার এই অভিযানে সঙ্গী ছিল দুজন। একজন আমার অতি বিশ্বস্ত ভৃত্য শঙ্কর এবং আর-একজন আমার সহকারী অমর গুপ্ত।"

তাপস জিজ্ঞাসা করল, "আপনার ভৃত্য এবং সহকারী কি এখনও আমেরিকাতেই আছে?"

দ্বিজদাসবাবু বললেন, "হ্যাঁ। কিন্তু তারা এখন কোথায় এবং কি ভাবে আছে, তা আমি আপনাদের কাছে প্রকাশ করতে পারব না। কারণ, ঘটনাচক্রে আমরা ছাড়াছাড়ি হয়ে পড়েছিলাম অনেকদিন আগেই। তবু আমি চলে আস্‌বার আগে এইটুকুই শুধু জানতে পেরেছিলাম যে, তারা তখন পর্য্যন্ত জীবিত। কিন্তু কেবল জীবিত থাকাই তো মানুষের সবচেয়ে বড় সান্ত্বনার কথা নয়! ঈশ্বর এতদিনে তাদের তুলে নিয়ে থাকলেও সম্ভবতঃ সুখের কথাই হ'ত!"

দ্বিজদাসবাবুর শেষ কথাগুলোতে বেদনা ফুটে বেরুল।

তাপস জিজ্ঞেস করল, "তবে কি তারা খুব দুঃখ-কষ্টে আছে ?"

"ঈশ্বর জানেন। আমায় আর প্রশ্ন করবেন না।"

স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল, দ্বিজদাসবাবু কোন এক গোপন ব্যথায় অভিভূত !

খানিকক্ষণ নীরব থেকে তাপস জিজ্ঞাসা করল, "আপনি আপনার আরব্ধ কাজ অসম্পূর্ণ রেখে হঠাৎ দেশে ফিরে এলেন কেন জানতে পারি ?"

দ্বিজদাসবাবু মৃদু হেসে বললেন, "বিলক্ষণ! আমি যে কাজে হাত দিয়েছি, তা নিখুঁত ভাবে শেষ করতে হ'লে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। আমি সেই অর্থ সংগ্রহের জন্যেই দেশে ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু এখানে এসেই আমি যেন এক অদ্ভুত রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়েছি !"

তাপস চেয়ার ছেড়ে উঠে বলল, "ধন্যবাদ ! আপনার সংবাদগুলি সম্পূর্ণ না হ'লেও, আশা করি এতেই আমি আমার কাজ সুরু করতে পারব। কিন্তু আপনার পক্ষেও যথেষ্ট সতর্ক হওয়া প্রয়োজন, যদিও আমার মনে হয় যে আপনার জীবনের ভয় আদৌ নেই।"

দ্বিজদাসবাবু একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, "আপনার এই অদ্ভুত অনুমানের কারণ ? আমার পরিচিত এবং সম্পর্কিত লোকগুলো হত্যা করার পর তারা যে আমাকে ত্যাগ করবে, এর সপক্ষে ত কোনও যুক্তি নেই !"

তাপস বলল, "না তা অবশ্য নেই ; কিন্তু যারা এত কৌশলী যে অতি সহজেই এর ভেতরে একজন পুলিশের গুপ্তচর-সমেত তিনজন লোককে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পেরেছে, তারা চেষ্টা করলে আপনার নামকেও এই নিহত লোকদের তালিকার ভেতরে ফেলতে পারত। কিন্তু আপনার মৃত্যু তাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রতিকূল বলেই হয়ত আপনার কোনও ক্ষতি এ পর্য্যন্ত তারা করেনি।"

দ্বিজদাসবাবু নিতান্ত বিস্মিত ভাবে বললেন, "কিন্তু আমার দ্বারা তাদের কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'তে পারে?"

তাপস মৃদু হেসে জবাব দিল, "সেই কথাটাই এই রহস্যের আসল সমস্যা। আপনার কোনও ক্ষতি না করে তারা আপনার একান্ত পরিচিতদের ওপর কেন এই মারাত্মক খেলা খেলছে, তা জানতে পারলে—ও কি? কে? কে ও?" বলেই তাপস হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, আর পিস্তল হাতে জানলার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে শোঁ করে কি একটা ঘরের ভেতর ছুটে এলো, তারপর দেয়ালে লেগে সশব্দে ভূমিতলে লুটিয়ে পড়ল!

"কি ও?" দ্বিজদাসবাবুর চোখেও উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি!

জিনিষটা মেজে থেকে কুড়িয়ে নিলেন বিলাসবাবু। দেখা গেল ছোট্ট একটি তীর, তার ডগায় একখানি কাগজ আঁটা।

বিলাসবাবু কাগজখানা খুলে ফেললেন। কাগজ ত নয়, ছোট্ট একখানি চিঠি!

তাপস বলল, "চিঠি? কার চিঠি দেখুন ত?"

বিলাসবাবু চিঠিখানা পড়লেন। সামান্য কয়েক লাইন তাতে লেখা—ইংরেজীতে লেখা। বাংলাভাষায় তার মর্ম্ম দাঁড়ায় এইরূপ:—

> "অধ্যাপক দ্বিজদাস গুপ্ত!
> পুলিশের কাছে কিছুমাত্র প্রকাশ করলে, তোমার মৃত্যু নিশ্চিত! সাবধান!"

চিঠির তলায় কারো কোন নাম নেই।

দ্বিজদাসবাবু নিজেও একবার কম্পিত হস্তে চিঠিখানি গ্রহণ করলেন। স্পষ্ট বোঝা গেল, সেখানি পড়তে-পড়তে তাঁর মুখ-চোখ বিবর্ণ হয়ে গেল!

তিনি চিঠিখানি বিলাসবাবুর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে, কাতরভাবে—অনুনয়ের সুরে বললেন, "ইন্‌স্পেক্টরবাবু! আপনারা কি আশা

করেন, এর প্রশ্নেও আমি আপনাদের কোন সাহায্য করতে পারি? আপনারা এমন অবস্থায় পড়লে কি করতেন বলুন ত?

দেখুন, আমি একটু শান্তিপ্রিয় ভীরু লোক। কাজেই মাপ করবেন, আমি এ বিষয়ে আর কোন কথা বলতে ইচ্ছুক নই।”

তাপস বলল, “হ্যাঁ, ব্যাপারটা এখন বড্ডই ঘোরালো হয়ে উঠল। স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আপনার জীবনও যে-কোন মুহূর্ত্তে বিপন্ন হ’তে পারে। অন্য খুনগুলোর তদন্তের কথা ছেড়ে দিলেও, এখন দেখ্‌ছি অন্ততঃ আপনাকে রক্ষা করাও আমাদের একটা প্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু এমন একটা চিঠির পরে, আপনার সঙ্গে এখনই আর কোন আলাপ-আলোচনা করা সঙ্গত হবে না। আমরা এখন তাহ’লে বিদায় নিচ্ছি মিঃ রায়!”

কথার সঙ্গে-সঙ্গে তাপস উঠে দাঁড়াল, তারপর তাঁকে অভিবাদন করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। ইন্‌স্পেক্টর বিলাসবাবুও তাপসের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলেন।

পথে যেতে-যেতে খানিকক্ষণ উভয়েই নীরব। হঠাৎ বিলাসবাবু মুখ তুলে তাপসের গম্ভীর ও চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, “এইরকম বিদঘুটে অসম্ভব ব্যাপার আমার জীবনে আর কখনো ঘটেনি! কিন্তু এখন কি ভাবে অগ্রসর হ’লে আমাদের সুবিধে হবে, কিছু ভেবে দেখেছ?”

তাপস বলল, “সে বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত কিছুই ঠিক করিনি। কেবল এইটুকু ভাবছি যে, কলকাতা পৌঁছেই প্রথমে যাব একবার এটর্নী অরুণ ঘোষের বাড়ী। তারপর একবার হয়ত দ্বিজদাসবাবুর বন্ধু বীরেশ্বর চৌধুরীর বাড়ীতে যাওয়ারও দরকার হ’তে পারে।”

পাঁচ

তাপসকে তার ল্যাবরেটরীতে গভীর ভাবে কোনও কাজে নিযুক্ত দেখে দীপক বলল, "ব্যাপার কি বল ত? কুসুমপুর থেকে ফিরেই তুমি সেই যে ল্যাবরেটরীতে ঢুকেছ, তখন থেকে এত কি যে কাজ করছ তা একমাত্র তুমিই জান! তোমার আর বিলাসবাবুর কুসুমপুর অভিযানের কি ফল হ'ল শুনি? তোমার ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে, তোমাদের কুসুমপুর অভিযান একেবারে বৃথা হয়নি!"

তাপস একটা মাইক্রোস্কোপের লেন্সের নীচে কুসুমপুরে সংগৃহীত সেই নোংরা কাগজের টুকরোটা স্থাপন করতে-করতে বলল, "আমরা কুসুমপুর থেকে সত্যই একেবারে বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে আসিনি। তবে আমাদের শত্রুপক্ষ অসম্ভব ধূর্ত্ত বলেই আমরা এই রহস্যের কোনও মারাত্মক প্রমাণ তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রহ করতে পারিনি। তাহ'লেও সেখানে সংগৃহীত পায়ের ছাপ এবং অন্যান্য কয়েকটা সামান্য জিনিষ থেকে অদ্ভুত কোন সত্য আবিষ্কৃত হবে বলেই আমার বিশ্বাস।"

দীপক জিজ্ঞাসা করল, "এমনও ত হ'তে পারে যে রণজিত-প্রসাদের বর্ণিত সেই ভীষণ-দর্শন নিগ্রোটাই কোনও গোপন উদ্দেশ্য নিয়ে এইভাবে হত্যা করছে!"

তাপস লেন্সটার ওপর চোখ রেখে বলল, "হ'তে পারে সব-কিছুই। কিন্তু নিগ্রোটা দেখতে ভীষণ-দর্শন হ'লেই যে সে মানুষ খুন করে বেড়াবে, তার কি মানে আছে?"

কথা বলতে-বলতে তাপস হঠাৎ লেন্সটার ওপর ঝুঁকে পড়ল। তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লেন্সটার দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে কিছু বলল।

দীপক কিছু বুঝতে না পেরে তাপসের দিকে তাকিয়ে তার কথার মানে বুঝবার চেষ্টা করছিল, হঠাৎ তাপস লেন্সটার ওপর থেকে চোখ তুলে দীপকের দিকে তাকাল।

দীপক তাকিয়ে দেখতে পেল, তার মুখে মৃদু হাসি এবং চোখে সাফল্যের উজ্জ্বলতা!

দীপক জিজ্ঞাসা করল, "হঠাৎ এত খুশী হবার কারণ?"

তাপস বলল, "আমার এত খুশী হবার কারণ এই যে, আমার অনুমান মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়নি। লেন্সের নীচের এই নোংরা কাগজের টুকরোটা আমি নিহত রণজিতপ্রসাদের দেহ যেখানে আবিষ্কৃত হয়েছিল, সেখানেই মাটিতে কুড়িয়ে পাই। কাগজের টুকরোটার একটু বিশেষত্ব ছিল বলেই এটাকে আমি সংগ্রহ করে এনেছিলাম। কাগজটা হাতে নিয়েই আমি বুঝতে পারি যে, সেখানা কোনও বিশিষ্ট সৌখীন ভদ্রলোকের কার্ড। এর মাঝখানে কিছু লেখা ছিল এবং তার চারপাশে—কার্ডটার চারকোণে অস্পষ্ট সোনালী বর্ডার দেওয়া ছিল।

কাগজের এই বিশেষত্বটুকু আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। কার্ডখানা পরীক্ষা করে দেখলাম সেটা আনকোরা নতুন, কিন্তু বৃষ্টির জলে ও কাদায় নোংরা হয়ে বিকৃতও অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কুসুমপুরে—বিশেষতঃ রণজিতপ্রসাদের লাশটার কাছাকাছি—এই কার্ডখানার আবির্ভাবের কোনও কারণ আমি খুঁজে পাইনি শুধু একটি মাত্র ছাড়া।

নির্জ্জন বনের ধারে লোকচক্ষুর অন্তরালে কোন সৌখীন ভদ্রলোকের ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা হ'তে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না। আমার মনে একটা সন্দেহের উদয় হ'তেই সেখানা আমি পরীক্ষা করবার জন্যে নিয়ে এসেছিলাম। এখন মাইক্রোস্‌কোপে পরীক্ষা করতেই আসল রহস্য প্রকাশ পেয়েছে। জলে এবং কাদায় কার্ডের কয়েকটা অক্ষর অবশ্য অত্যন্ত অস্পষ্ট, তাহ'লেও যন্ত্রের

সাহায্যে সেগুলো পড়তে খুব বেশী অসুবিধে হয় না। লেন্সের ভেতর দিয়ে কাগজটার দিকে তাকালে তুমিও আমার কথার তাৎপর্য্য বুঝতে পারবে।”

তাপসের কথামত দীপক এগিয়ে গিয়ে মাইক্রোস্‌কোপের ওপর চোখ রেখে কাগজটার দিকে তাকাল। কার্ডখানার ওপর স্পষ্ট এবং অতি অস্পষ্ট কতকগুলো বড়-বড় ইংরেজী অক্ষর তার চোখের সামনে ফুটে উঠল।

সে ধীরে-ধীরে সেগুলো পড়ে গেল—

ডন্ কুইজেলো
পেরু, দক্ষিণ-আমেরিকা

দীপক মাইক্রোস্‌কোপের ওপর থেকে মুখ তুলে, বিস্মিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাপসের দিকে তাকাল। তারপর বলল, “এ ত দেখছি দক্ষিণ-আমেরিকার পেরু দেশের অধিবাসী ডন্ কুইজেলো নামক কোনও ভদ্রলোকের কার্ড। কিন্তু আমেরিকার অধিবাসী হ’লেও নামটা ত আমেরিকান নাম নয়! তোমার কি মনে হয়?”

তাপস বলল, “তোমার এই অনুমান সত্য। লোকটা স্থায়ী ভাবেই হোক অথবা অস্থায়ী ভাবেই হোক, দক্ষিণ-আমেরিকার পেরুতে বাস করলেও সে আমেরিকান নয়। লোকটা আসলে একজন স্প্যানিয়ার্ড। কোনও কারণে সে পেরুতে বাস করছে।”

দীপক জিজ্ঞাসা করল, “তা না হয় হ’ল। কিন্তু সেই সুদূর পেরু থেকে ভদ্রলোক এই কুসুমপুরে এসে উদয় হয়েছেন কেন? কার্ডখানা ত আর ভদ্রলোকটিকে পরিত্যাগ করে হাওয়ায় উড়ে এদেশে এসে উপস্থিত হয়নি!”

তাপস বলল, “না, কার্ডখানার সাথে ভদ্রলোকটিরও এদেশে

আবির্ভাব হয়েছে এটা ঠিক; এবং এও ধ্রুবসত্য যে, রণজিতপ্রসাদের নিহত হবার দিন, সে ঐ নির্জ্জন বনের ধারে উপস্থিত ছিল। তোমার মনে আছে বোধহয় যে, বিলাসবাবু রণজিতপ্রসাদের মৃত্যুর পরদিন কুসুমপুর গিয়ে সেই বনের ধারে একটা গাছের নীচে কতকগুলো আধপোড়া সিগারেটের টুকরো আবিষ্কার করেছিলেন!"

দীপক বলল, "তুমি কি বলতে চাও যে, এই ডন্ কুইজেলোই সেদিন সেই গাছের নীচে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা সিগারেট ধ্বংস করেছিল?"

তাপস দৃঢ়স্বরে বলল, "হ্যাঁ! তুমি জান যে সেই সিগারেটের টুকরোগুলো থেকে জানা গেছে, সেগুলো 'গোল্ডেন ঈগল্' নামক সিগারেট। আমি সন্ধান নিয়ে জানতে পেরেছি, গোল্ডেন ঈগল্ অতি উৎকৃষ্ট ও অতি মূল্যবান পেরুদেশীয় সিগারেট। সুতরাং পেরু থেকে আমদানি এই ডন্ কুইজেলোই সেদিন গভীর রাত্রে বনের ধারে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে, একটার পর একটা সিগারেট ধ্বংস করতে-করতে অপেক্ষা করছিল।

'এখন প্রশ্ন এই যে, কে এই ডন্ কুইজেলো? সে সুদূর পেরু [illegible] এদেশের অখ্যাত এই কুসুমপুরে এসে উপস্থিত হয়েছে কেন? [illegible]ার রণজিতপ্রসাদের মৃত্যুর দিন গভীর রাত্রে বনের ধারে তার আবির্ভাব হয়েছিল কেন?"

দীপক চিন্তিতভাবে বলল, "ব্যাপার দেখে বোধ হচ্ছে এ[illegible] ডন্ কুইজেলো নামক স্প্যানিয়ার্ডটাই এই রহস্যের মূল নায়ক[illegible] কোনও কারণে সে দ্বিজদাসবা[illegible]ঙ্গে শত্রুতা-বশতঃ এই সব হত[illegible] করে বেড়াচ্ছে!"

তাপস বলল, "তা না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু দ্বিজদাসবাবুর সাথে শত্রুতা করে সে তার ঘনিষ্ঠ পরিচিতদের হত্যা করছে [illegible] উদ্দেশ্য নিয়ে বলতে পার? দ্বিজদাসবাবুর কোনও ক্ষতি না করে,

াঁর পরিচিতদের হত্যা করার মূলে তার কোন্ স্বার্থ লুকিয়ে াকতে পারে ?”

দীপক বলল, “তা বটে! কিন্তু দ্বিজদাসবাবুর কাছে সব কথা খুলে বললে হয়ত বা এই বিতর্কের সমাধান হ'তে পারে। ডন্ কুইজেলো নিশ্চয়ই দ্বিজদাসবাবুর পরিচিত।”

তাপস বলল, “শুধু পরিচিত বললে কিছুই বলা হয় না। দ্বিজদাসবাবু ডন্ কুইজেলোকে খুব ভালরকমই চেনেন সন্দেহ নেই; এবং আমার ধারণা এই যে, কে এই রহস্যের নায়ক এবং কেন সে এই হত্যা করে বেড়াচ্ছে, তা দ্বিজদাসবাবু খু ভালরকমই জানেন। কিন্তু প্রাণের ভয়েই হোক্, অথবা অন্য োন অজ্ঞাত কারণেই হোক্, তিনি সে কথা বেমালুম গোপন করে গেছেন। তিনি তাঁর আমেরিকার আরব্ধ কাজ সম্পর্কেও কাউকে কিছু জানতে দিতে রাজি নন; অথচ দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করেছেন যে, আমেরিকায় তাঁর কোনও শত্রু ছিল না।”

হঠাৎ ফোনের শব্দে তাপস টেবিলের ওপর থেকে রিসিভারটা ন কানের কাছে তুলতেই বিলাসবাবুর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনতে লো, “কে তাপস? তুমি এখুনি থানায় চলে এস। এখানে ং একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটেছে। কেন বলতে পারি না ার ণা হচ্ছে যে, এই ঘটনার সাথে কুসুমপুরের ঘটনার নিশ্চয়ই ে ন্ধ আছে!”

তাপস বলল, “আমি এখুনি আপনার ওখানে যাচ্ছি। কিন্তু কি য়ছে? আপনি খুব বেশী উত্তেজিত হয়েছেন বলে বোধ হচ্ছে!”

বিলাসবাবু বললেন, “থানার সামনে একটা লোককে কে বা কারা গুলি করে অদৃ হয়েছে! ব্যাপার দেখে বোধ হচ্ছে যে, তারা বহুদূর থেকে লোকটাকে অনুসরণ করে আসছিল। লোকটার অবস্থা অতি সাংঘাতিক। দারু যন্ত্রণার মাঝেও লোকটা অদ্ভুত

কি সব বলছে, তা আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু লোকটার কথাগুলো অত্যন্ত খাপছাড়া এবং অদ্ভুত বোধ হ'লেও একেবারে প্রলাপ বলে মনে হয় না। কয়েকটা কথা লোকটা ঘন-ঘন উচ্চারণ করছে। ইনকা-পেরু-আমারান ইত্যাদি দুর্ব্বোধ্য ভাষার মানে আমার কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না।”

তাপসের চোখ দুটো বিলাসবাবুর কথাগুলো শুনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল, “আপনি অপেক্ষা করুন। আমি এখুনি থানায় যাচ্ছি।”
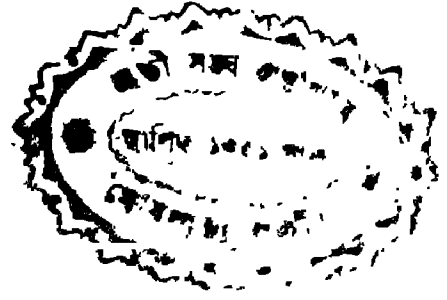
ছয়

থানায় পৌঁছুতেই একজন সাধারণ বেশধারী কনেস্টবল তাকে বলল, "ইনস্পেক্টরবাবু তাঁর খাস-কামরায় আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

তাপস অতি দ্রুতপদক্ষেপে সোজা ইনস্পেক্টর বিলাসবাবুর খাস-কামরায় এসে হাজির হ'ল। কিন্তু ভেতরে ঢুকেই সে থমকে দাঁড়াল। একজন ভবঘুরে নিম্নশ্রেণীর লোক একটা প্রকাণ্ড কৌচে শুয়ে আছে। তার পাশেই একজন ডাক্তার বসে গম্ভীর ভাবে তাকে পরীক্ষা করছেন।

তাপসকে ঘরে ঢুকতে দেখেই বিলাসবাবু এগিয়ে এসে বললেন, "ঠিক সময়েই এসেছ তুমি। লোকটা আর বেশীক্ষণ বাঁচবে না; কিন্তু তার মৃত্যুর আগেই তার বক্তব্যগুলো ভাল করে বোঝা দরকার।"

তাপস কোনও উত্তর না দিয়ে কৌচের উপর শায়িত লোকটার কাছে এগিয়ে গেল। সে লক্ষ্য করে দেখল যে, লোকটার মুখ ঘন গোঁফ-দাড়িতে ভরে গেছে—যেন বহুদিন সে দাড়ি কামায়নি। লোকটার চেহারা অনেকটা ইউরোপীয়ানের মত হ'লেও, তার গৌরবর্ণ রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। পরণে তার অতি পুরাতন এবং শতচ্ছিন্ন নীলবর্ণের নাবিকের পোষাক।

দারুণ যন্ত্রণায় সে মাঝে-মাঝে মুখ বিকৃত করে অস্ফুট স্বরে কি সব উচ্চারণ করছিল! তাপস নীচু হয়ে তার বক্তব্য শুনবার চেষ্টা করল কিন্তু তার দুর্বোধ্য ভাষার একবিন্দুও তাপসের বোধগম্য হ'ল না।

ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে তাপস জিজ্ঞাসা করল, "লোকটার অবস্থা কিরকম বুঝছেন ? আঘাত কি খুবই সাংঘাতিক ?"

ডাক্তার সেন চোখ তুলে তাপসের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর একটু বিষণ্নভাবে হেসে বললেন, "রিভলভারের দুটো গুলি লোকটার ফুসফুস ভেদ করে গেছে। সুতরাং একে বাঁচাবার কোন চেষ্টাই সফল হবে না। লোকটা বড় জোর আর মিনিট কুড়ি-পঁচিশ বেঁচে থাকতে পারে।"

তাপস বিস্মিত স্বরে বিলাসবাবুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "একে এমন মারাত্মক ভাবে গুলি করল কে ? দিন-দুপুরে থানার সামনে একে এমন মারাত্মক ভাবে জখম করেও আততায়ীরা অদৃশ্য হ'ল, এ যে পুলিশের পক্ষে কতখানি লজ্জার কথা, সে কথা ভেবেছেন ?"

বিলাসবাবু গম্ভীর এবং ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, "কিন্তু আমরা চেষ্টার কোনও ত্রুটী করিনি। আমি অফিসে বসে কাজ করছিলাম; হঠাৎ একটা গুলির শব্দ শুনে তার কারণ অনুসন্ধান করবার জন্যে আমি জানলার সামনে এসে রাস্তার দিকে তাকালাম। কারণ, আমার বোধ হয়েছিল গুলির আওয়াজটা সামনেই রাস্তার দিক্ থেকে এসেছিল।

তারপর জানলার সামনে আসতেই আমি দেখতে পেলাম যে, এই লোকটা রাস্তার ওপর দিয়ে পাগলের মত দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হয়ে মর্ম্মান্তিক চীৎকার করতে-করতে থানার দিকেই ছুটে আসছে।

তাকে প্রাণভয়ে এদিকে ছুটে আসতে দেখে, আমি বিস্মিতভাবে তার এইভাবে ছুটবার কারণ বুঝতে না পেরে চারদিকে তাকালাম। পর-মুহূর্ত্তেই আবার পর-পর দুটো রিভলভারের গুলির আওয়াজ! গুলির শব্দ যেদিক্ থেকে আসছিল, সেদিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, দুটো লোক—বিদেশী বলেই বোধ হ'ল—দূর থেকে দ্রুতবেগে

এই লোকটার অনুসরণ করে আসছে। দুজনের হাতেই দুটো রিভলভার। সেই রিভলভার দুটোর মুখ থেকে তখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছিল।

থানার সামনে দিনের বেলা যে এমন একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটতে পারে, এ কথা আমি কোনদিন ভাবতেও পারিনি। লোক দুটোর সাহস দেখে আমি বিস্মিত হলাম।

এরপর আমি দ্রুতপদে নীচে নেমে আসি। রিভলভারটা বার করে রাস্তায় এসে উপস্থিত হ'তেই আবার পর-পর দুটো গুলির শব্দ আমার কানে এলো।

গুলির শব্দের সাথে-সাথে আমি দেখতে পেলাম যে, এই লোকটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল,—তারপর রাস্তার ওপরেই মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল।

একে আহত হ'তে দেখে আততায়ী দুজন অতি দ্রুতবেগে এর দিকে অগ্রসর হ'ল। কিন্তু হঠাৎ আমাকে ও কয়েকজন সিপাইকে সেদিকে অগ্রসর হ'তে দেখেই তারা আর অগ্রসর না হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর নিম্নস্বরে কোন পরামর্শ করেই তারা আর সেখানে বিলম্ব মাত্র না করে রাস্তার উল্টো দিকে দৌড়োতে আরম্ভ করল।

তাদের এইভাবে পলায়ন করতে দেখে পাঁচ-ছয় জন সশস্ত্র সিপাই তাদের অনুসরণ করল। কিন্তু তাদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হ'ল না। হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড কালো রংয়ের মোটর এসে তাদের সামনে দাঁড়াল। লোকদুটো বিনা-বাক্যব্যয়ে তাড়াতাড়ি সেটাতে উঠে পড়ল। পরক্ষণেই তাদের নিয়ে মোটরটা অতি বেগে অদৃশ্য হয়ে গেল।"

তাপস জিজ্ঞাসা করল, "মোটরের নম্বরটা কি?"

বিলাসবাবু বললেন, "তাতে কোনও ফল হবে না। সেই মোটরের নম্বর নিয়ে আমি তখনই অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছি

যে, সে একটা মিথ্যা নম্বর। কারণ, ঐ নম্বরের মোটর গাড়ীর মালিক হচ্ছেন একজন উচ্চপদস্থ গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী।"

এমন সময়ে ডাক্তার সেনের ইঙ্গিতে তাপস এবং বিলাসবাবু আহত লোকটার সামনে এগিয়ে গেল। তাকে দেখে মনে হ'ল, সে যেন কোনও কথা বলবার জন্য একান্ত উদগ্রীব!

তাপস তার ওপর ঝুঁকে পড়ে মৃদুস্বরে ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি কিছু বলতে চাও?"

লোকটা তাপসের কথা বুঝল কিনা কে জানে? সে শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অতি কষ্টে তার নোংরা পরিচ্ছদের ভেতর থেকে খোদাই করা প্রায় দুই ইঞ্চি চৌকো একটা কাঠের টুকরো বার করে, তাপসের হাতে দিয়ে মৃদুস্বরে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কিছু বলল। তাকে লক্ষ্য করে কথা বলতে-বলতে সে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল। তার চোখদুটো অসম্ভব উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তারপর কথাগুলো শেষ করে সে অতি ক্লান্তভাবে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে চোখ বুজল।

মিঃ সেন তাড়াতাড়ি তার ওপর ঝুঁকে পড়লেন। তারপর তাকে পরীক্ষা করেই গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "লোকটা সকল যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু লোকটার ঐ দুর্ব্বোধ্য ভাষার কিছু বুঝতে পারলেন আপনারা?"

তাপস লোকটার দিকে তাকিয়ে গভীর ভাবে কিছু ভাবছিল। মিঃ সেনের প্রশ্নে সে মুখ তুলে বলল, "শুধু কয়েকটা মাত্র শব্দ ছাড়া তার দুর্ব্বোধ্য ভাষার কিছুই আমার বোধগম্য হয়নি। কেবল লিমা-ইন্‌কা-পেরু-কোরোজাল, এ সব কথা থেকে তার আসল বক্তব্য কি, তা বুঝতে পারা একান্ত অসাধ্য।"

বিলাসবাবু বললেন, "তাহ'লেও এ সব বক্তব্য একেবারে প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। লোকটা এর আগেই একবার

দক্ষিণ-আমেরিকার কথা উচ্চারণ করেছিল। সুতরাং আমার মনে হয় যে, কুসুমপুরের রহস্যের সাথে এর কোনও সম্বন্ধ থাকা আশ্চর্য্য নয়। যাই হোক্, লোকটার ফটো তুলে এর পরিচয়—কোত্থেকে সে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছিল, কেন এসেছিল,—এসব কথা জানতে চেষ্টা করব। কিন্তু লোকটার প্রদত্ত ঐ কাঠের চৌকো চাক্‌তিটা কি? মনে হয়, ওটাকে রক্ষা করবার জন্যেই ও খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এই কাঠের চাক্‌তিটাই ওর মৃত্যুর কারণ কিনা কে জানে?”

তাপস সেই কাঠের চৌকো জিনিষটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে-দেখতে বলল, “এটা কি পদার্থ, তা এখন কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এতে অদ্ভুত রকমের কতকগুলো কারুকার্য্য খোদাই করা রয়েছে দেখছি। হ’তে পারে এই কাঠের চাক্তিটা রক্ষা করবার জন্যেই লোকটা প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু কোন্ রহস্য এই চাক্তির বুকে লুকিয়ে আছে, তা অনুমান করা কঠিন। লোকটার কথাবার্ত্তায় এবং এই অদ্ভুত কাঠের চাক্তিটা দেখে একটা সন্দেহ আমার মনে উঁকি দিচ্ছে। কিন্তু তার আগে কুসুমপুরে আপনার সংগৃহীত পায়ের ছাপগুলো আমি একবার পরীক্ষার জন্য আমার ল্যাবরেটরীতে নিয়ে যাব।”

বিলাসবাবু টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে বললেন, “প্যারিস-প্ল্যাষ্টারে ছাপগুলো তুলে রাখা হয়েছে। তুমি ওগুলো স্বচ্ছন্দে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা কর; আমি ততক্ষণে এই লোকটাকে মর্গে পাঠাচ্ছি।”

বিলাসবাবু ড্রয়ার থেকে কাগজে মোড়া কয়েকটা বাণ্ডিল বার করে টেবিলের ওপর সাবধানে রেখে বললেন, “এর ভেতরেই তুমি সেই পায়ের ছাপগুলো দেখতে পাবে।”
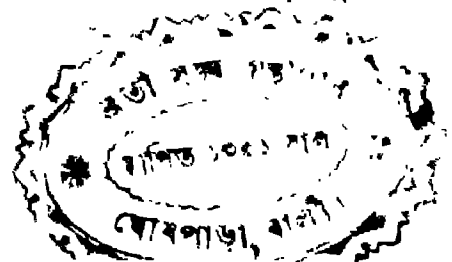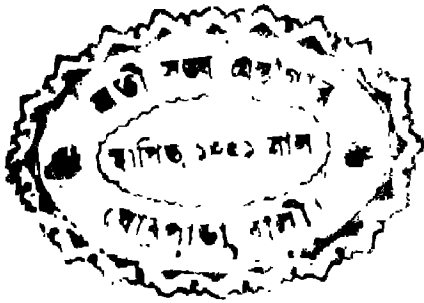
সাত

কয়েকঘণ্টা পর প্রায় সন্ধেবেলা ঘরে ঢুকে বিলাসবাবু দেখতে পেলেন যে, তাপস তখনো একটা চেয়ারে বসে চোখ বুজে কি চিন্তা করছে! তার সামনেই টেবিলের ওপর কুসুমপুরে সংগৃহীত প্যারিস-প্ল্যাষ্টারের ছাপগুলো ছড়ানো রয়েছে।

বিলাসবাবু একখানি চেয়ারে বসে পকেট থেকে রুমাল বার করলেন। তারপর রুমালে মুখ মুছতে-মুছতে আড়চোখে তাপসের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "এত গভীরভাবে কি চিন্তা করছ তাপস?"

তাপস চোখ না খুলেই বলল, "ভাবছি যে এই রহস্যের মূল কেন্দ্র কোথায়? দ্বিজদাসবাবু আমেরিকায় কোন্ পুরাতত্ত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন, তা হয়ত আমি কিছু-কিছু আঁচ করতে পেরেছি! আমার অনুমান যদি সত্যি হয়, তবে অবশ্য দ্বিজদাসবাবুর পক্ষে তাঁর আরব্ধ কাজ গোপন করার চেষ্টা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত বলেই বোধ হয়।"

বিলাসবাবু বললেন, "তুমি আকাশ-কুসুম রচনা করছ না ত?"

তাপস বলল, "না। আমার এই অনুমান যুক্তির ওপর ভিত্তি করেই আমি রচনা করেছি। কিন্তু সে আলোচনার এখন বিশেষ দরকার নেই। আপনি কুসুমপুরে সংগৃহীত এই পায়ের ছাপগুলো থেকে কিছু আবিষ্কার করতে পেরেছেন?"

বিলাসবাবু বললেন, "কিছুমাত্র না। প্রথমতঃ ছাপগুলো অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং দ্বিতীয়তঃ ঐ অস্পষ্ট ছাপগুলো থেকে কোনও সূত্র আবিষ্কার করা অসম্ভব জেনেই আমি ওগুলোর সম্বন্ধে বিশেষ মস্তিষ্ক চালনা করিনি।"

তাপস, বিলাসবাবুর কথায় মৃদু হেসে বলল, "কিন্তু এই পায়ের ছাপগুলো অস্পষ্ট বলে এগুলোকে যদি আপনি অবহেলা না করতেন, তাহ'লে আপনি এ থেকে কতকগুলো অদ্ভুত সত্যের সন্ধান পেতেন।"

বিলাসবাবু বললেন, "তাই নাকি ? তা তুমি কোন্ অদ্ভুত সত্যের সন্ধান পেয়েছ শুনি ?"

তাপস টেবিলের ওপর থেকে একটা প্যারিস-প্ল্যাস্টারের ছাঁচ তুলে নিয়ে বলল, "দেখুন, আমি মেপে দেখেছি যে, এই পায়ের ছাপটা লম্বায় পুরো বারো ইঞ্চি। বলতে বাধা নেই যে, আপনার সংগৃহীত তিনজোড়া পদচিহ্নের ভেতরে এইটেই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

এই পায়ের ছাপ যার, সে একজন বিশালদেহী পুরুষ এবং লম্বায় অন্ততঃ সে সাত ফুট হবেই। ভাল করে তাকিয়ে দেখুন—আপনার সংগৃহীত তিনজোড়া ছাপের মধ্যে দু'জোড়াই হচ্ছে এই বিশালদেহী পুরুষের—অবশ্য বাহ্য দৃষ্টিতে দুটোর ভেতরে যথেষ্ট পার্থক্য আছে বলেই মনে হয়। কিন্তু একটু ধীরভাবে পরীক্ষা করলেই দেখতে পাবেন যে, একমাত্র গভীরতা এবং একটু-আধটু অস্পস্টতা ছাড়া এই দু'জোড়ার ভেতরে কোন পার্থক্যই নেই।

এখন একটু ভাল করে তাকিয়ে দেখুন যে, একজোড়া পায়ের ছাপ গভীরভাবে মাটিতে বসে গেছে—মাটি থেকে প্রায় এক ইঞ্চি নীচে নেমে গেছে। কিন্তু এই লোকটারই অন্য একজোড়া ছাপ সাধারণভাবেই মাটির ওপর পড়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, একই লোকের পায়ের ছাপ একবার গভীরভাবে মাটিতে বসে গিয়েছে এবং আর-একবার সাধারণ-ভাবেই পড়েছে। লোকটা বিশালদেহী বলেই যে তার দেহের ভারে গভীর-ভাবে মাটিতে পা বসবে, তার কোনও কথা নেই। আর তা মেনে নিলেও দুবার দুরকম

পদচিহ্ন হবে কেন ? এখন বলতে পারেন যে, একই ব্যক্তির এই দুরকম পদচিহ্নের কারণ কি ?”

বিলাসবাবু গভীরভাবে তাপসের যুক্তি শুনছিলেন। তিনি চমকে উঠে বললেন, “তাহ’লে তুমি কি বলতে চাও যে সেই বৃষ্টির রাত্রে এই লোকটা রণজিতপ্রসাদের দেহ কাঁধে নিয়ে সেই বনের ধারে এসে উপস্থিত হয়েছিল ?”

তাপস মাথা দুলিয়ে বলল, “ঠিক তাই ! রণজিতপ্রসাদের মৃত্যু সেই বনের ধারে হয়নি—তার দেহটা শুধু সেখানে বহন করে আনা হয়েছিল। এই সন্দেহ যে কুসুমপুরেই আমার মনে উদয় হয়েছিল, তা আপনি জানেন।

এবার বাকি একজোড়া পায়ের ছাপ পরীক্ষা করা যাক্। এই পায়ের ছাপ দুটো যে একই ব্যক্তির, তা আপনি গোড়ালি এবং পাঞ্জা দুটো পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবেন। লোকটার পায়ে রবার-সোলওলা জুতো ছিল; কাজেই বৃষ্টিতে ভেজা নরম মাটির ওপর রবার-সোলের নীচের খাঁজগুলো অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তাহ’লেও এই দু’ পায়ের দুটো ছাপের ভেতরে এমন একটা পার্থক্য রয়েছে, যা থেকে লোকটার সম্বন্ধে একটা মারাত্মক প্রমাণ পাওয়া যায়।

দেখুন, বাঁ-পায়ের ছাপটার চেয়ে ডান-পায়ের ছাপটা একটু আলগা হয়ে মাটিতে পড়েছে—বাঁ-পায়ের মত ডান-পা মাটিতে গভীরভাবে পড়েনি। ছাপদুটোর গভীরতাই এর প্রমাণ। তাছাড়া দৈর্ঘ্যেও তার ডান-পাটা বাঁ-পায়ের চেয়ে দুই ইঞ্চি ছোট। সুতরাং বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, তার ডান-পা বাঁ-পায়ের চেয়ে ছোট—এবং সে চলবার সময় খুঁড়িয়ে চলে।”

বিলাসবাবু লাফিয়ে উঠে বললেন, “ব্র্যাভো তাপস ! তুমিযে একটা প্রকাণ্ড বুদ্ধিমন্ত লোক, একথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করব ! তোমার কথা শুনে দৈবাৎ একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল যা

আমি এতক্ষণ পর্য্যন্ত খেয়ালই করিনি। নিহত লোকটার পেছনে যে দুজন আততায়ী রিভলভার হাতে তাকে দ্রুত অনুসরণ করে আসছিল—তাদের মধ্যে একজন চলবার সময়ে খুঁড়িয়ে চলছিল—আর সে ডান-পায়েই খুঁড়িয়ে হাঁটছিল। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, এখন কুসুমপুরের ঘটনার সাথে আজকের এই ঘটনার মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। এবং কুসুমপুর-রহস্যের নায়ক ও এই নিহত লোকটার আততায়ীরা যে একই লোক, সেটুকু স্পষ্টই বোঝা যায়। কিন্তু কোন্ অদৃশ্য সম্বন্ধ এই দুটো রহস্যের ভেতরে বর্ত্তমান—তা একমাত্র ভগবান্ই জানেন!"

তাপস তার হাতের সেই অদ্ভুত কারুকার্য্যময় চৌকো কাঠের চাক্‌তিটা নিবিষ্টভাবে পরীক্ষা করতে-করতে বলল, "এই চাক্‌তিটার রহস্য প্রকাশ পেলে হয়ত সেই অদৃশ্য সম্বন্ধ জানা আমাদের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হবে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, লোকটা কেন এটাকে অমনভাবে তার জামা-কাপড়ের নীচে গোপনভাবে রক্ষা করছিল? মনে হচ্ছে, তার আততায়ী দুজন এটাকে হস্তগত করবার জন্যেই তাকে আক্রমণ করেছিল। সুতরাং এই চাক্‌তিটার যে কোনও বিশেষত্ব আছে, এটা ঠিক। কিন্তু কি সেই গোপন বিশেষত্ব?"

একটা তীব্র কটাক্ষ করে বিলাসবাবু বললেন, "কি সেই গোপন বিশেষত্ব, সে খবরটা এটর্ণী অরুণ ঘোষের বাড়ীতে অথবা বীরেশ্বর চৌধুরীর বাড়ীতে পেলে না? হন্ত-দন্ত হয়ে খুব তো ছুটে গিয়েছিলে—আমাকে ফেলেই! কিন্তু খোঁজ-খবর পেলে কিছু?"

মৃদু হেসে তাপস বলল, "একেবারে যে কিছুই লাভ হয়নি, সে কথা বলা চলে না। কিন্তু আপনাকে নিয়ে যাবার আর সময় হ'ল কই? তিন-তিনবার ফোন্ করেও যখন জানা গেল যে, আপনি নিখোঁজ,—তখন আর অপেক্ষা করি কেমন করে বলুন ত? তাই বলে, সেখানে যে কোন লাভ হয়নি, সে কথা বলা যায় না।"

"কি লাভ হয়েছে তোমার? বল ত।"

তাপস বলল, "লাভ হয়েছে এইটুকু যে, দ্বিজদাসবাবুর ইংরেজী ও বাংলা হাতের লেখার একটু নমুনা নিয়ে এসেছি।"

বিদ্রূপের স্বরে বিলাসবাবু বললেন, "তাতে আর কি হ'ল? ইচ্ছে করলে, সে জিনিষ ত তুমি কুসুমপুরেই সংগ্রহ করতে পারতে! দ্বিজদাসবাবুকে বললেই ত হ'ত, 'দয়া করে আপনার দুরকম দুটো হাতের লেখার নমুনা দিন।'

তাপস, সত্যি বলতে কি, আমি তোমার অনুসন্ধানের ধারা একেবারেই বুঝতে পারছি না। তুমি বোধ হয় ভুলে গেছ, যে কাজে হাত দিয়েছ, এটা একটা খুনের ব্যাপার,—এটা জাল-জুয়াচুরির তদন্ত নয় যে হাতের লেখা মিলিয়ে দেখতে হবে! আশ্চর্য্য তোমার গবেষণা!"

মৃদু হেসে তাপস বলল, "দেখুন, আমার চিন্তাধারা ও কার্য্য-পদ্ধতি যদি আপনাদের মতই হ'ত, তাহলে যে আমার কোন বৈশিষ্ট্যই থাকত না—আমিও ইন্স্পেক্টর বিলাসবাবুই হয়ে যেতাম!"

বিলাসবাবু যেন কিছু আহত হয়ে চুপ করে রইলেন!

তাপস তা লক্ষ্য করে বলল, "ইন্স্পেক্টরবাবু! আমি আপনাকে অপমান করবার জন্য এসব কথা বলছি না। তবে রসিকতাটা কোন-কোন সময়ে একটু অমার্জ্জিত হয়ে পড়ে। কিন্তু একথা আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, প্রত্যেকেরই এক-একটা নিজস্ব চিন্তাধারা ও ব্যক্তিত্ব আছে, এবং সেটুকু থাকাই সঙ্গত।"

"হাঁ, আমি তা অস্বীকার করিনি কোনদিন। কিন্তু বল দেখি তাপস, দ্বিজদাসবাবুর হাতের লেখা সংগ্রহ করবার জন্য তোমার বীরেশ্বর ও অরুণবাবুর বাড়ীতে যাওয়ার কি দরকার ছিল?"

একটু হেসে তাপস বলল, "আমি সেই উদ্দেশ্য নিয়ে সেখানে যাইনি। আমি গিয়েছিলুম নিহত লোকদের আত্মীয়ের কাছ থেকে

এক-একটা বর্ণনা আদায় করবার উদ্দেশ্যে—কারণ, তাছাড়া ভালরূপে তদন্ত করা অসম্ভব।"

বিলাসবাবু বললেন, "সে বর্ণনা কি তুমি আমার কাছে পাওনি তাপস?"

"হাঁ পেয়েছিলাম। কিন্তু আপনি শুনলে আশ্চর্য্য হবেন যে, আপনার বর্ণনার ভিত্তি আর তাদের বর্ণনার ভিত্তি, দুটোতে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ।"

"বটে!" বিলাসবাবু এবার উষ্ণ হয়ে উঠলেন।

তাপস শান্ত স্বরে বলল, "দেখুন, আপনার কাছে এবং আপনার পুলিশ-মহলে যে বর্ণনা পেয়েছিলুম, তাতে বুঝলুম, বীরেশ্বরবাবু বন্ধুর আগমনের খবরে উল্লসিত হয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে যান। কিন্তু আসলে তা নয়। বন্ধুটি এখানে এসেই তাঁর পুরানো বন্ধু বীরেশ্বর-বাবুকে টাইপ-করা একখানি ইংরেজী চিঠি পাঠান। চিঠিখানিতে দস্তখৎ করেন দ্বিজদাসবাবুর পক্ষে তাঁর সেক্রেটারী মিঃ কে. ডি. দাস। এই দেখুন সেই চিঠি।"

বিলাসবাবু চিঠিখানি পড়লেন। চিঠিখানি বাংলা করলে দাঁড়ায়ঃ "মিঃ দ্বিজদাস গুপ্ত দীর্ঘকাল পরে স্বদেশে ফিরে এসে,...তারিখে প্রীতি-মিলনে আপনার দর্শন প্রার্থনা করেন।"

চিঠিখানি পড়ে বিলাসবাবু স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

ঈষৎ হাসিমুখে তাপস বলল, "তাহ'লে দেখতে পাচ্ছেন কোথায় পার্থক্য? প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এইরকম। অরুণবাবুর বাড়ীতেও—"

সহসা 'দম্' করে একটা পিস্তলের আওয়াজ হ'ল—বাইরে কে যেন কাকে গুলি করলে!

"কি হ'ল, দীপক?" প্রশান্তভাবে তাপস জিজ্ঞেস করল।

দীপক ঘরে ঢুকে হাসিমুখে বলল, "বন্ধুটি এসেছিলেন! কি একটা ছুঁড়বার চেষ্টা করতেই আমি তার পা লক্ষ্য করে গুলি

করেছিলুম। কিন্তু লক্ষ্য ব্যর্থ হয়ে গেল। তাহ'লেও পায়ের ছাপ পাওয়া যাবে, দেয়ালের গায়ে আঙুলের ছাপও রেখে গেছে নিশ্চয় !"

বিলাসবাবু বললেন, "ব্যাপার কি হে ? তুমি কি আগেই জানতে নাকি যে এখানে কেউ উদয় হবেন ?"

হাসিমুখে তাপস বলল, "হ্যাঁ, আমি আগেই জানতুম। থানা থেকে বেরুতেই কেউ আমাকে অনুসরণ করে। আমি তা বুঝতে পেরে, পথেই একটি বন্ধুকে লক্ষ্য করে বলি যে, আজ সন্ধ্যেবেলা বড্ড বেশী ব্যস্ত থাক্‌ব। কুসুমপুরে গোটাকয়েক পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে, তাই নিয়ে একটু গবেষণা করতে হবে।

কথাটা কিছু জোরেই বলেছিলুম। তখনই জানি, পায়ের ছাপ-গুলো নষ্ট করবার জন্য নিশ্চয়ই কেউ এসে হাজির হবে। কাজেই বাড়ী এসে দীপককে বলে রাখি, সে যেন এক জোড়া নতুন ছাপ আদায়ের ব্যবস্থা করে, আর সেই সঙ্গে আঙুলের ছাপটাও যেন পাওয়া যায়।

দীপক কেবল সেইটুকু করেছে। আমার ঘরের পাশে এই জানলাটার বরাবর খানিকটা প্যারিস প্ল্যাষ্টার রেখে দেওয়া হয়েছিল; বন্ধু সম্ভবতঃ তার ওপর নতুন এক জোড়া ছাপ রেখে গেছেন।

এসেছিলেন, অস্পষ্ট পুরানো ছাঁচ নষ্ট করতে, কিন্তু দিয়ে গেলেন আঙুলের ও পায়ের সুস্পষ্ট ছাপ !"

বিলাসবাবু বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন।
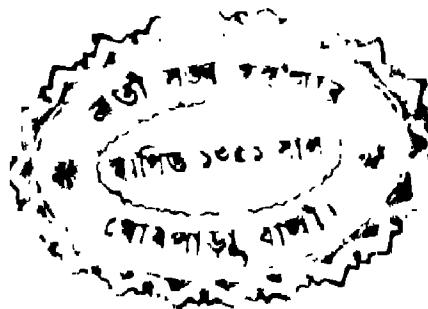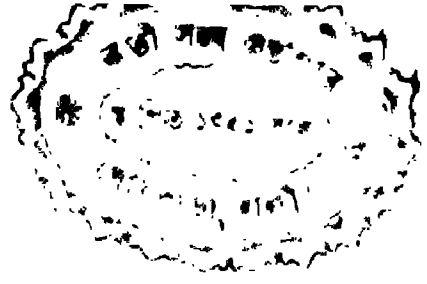
আট

পরদিন সকালে ন'টার সময়ে তাপস ড্রয়িংরুমে বসে সেদিনকার খবরের কাগজখানা পড়ছিল। তার পাশেই দীপক একটা চেয়ারে বসে জানলা দিয়ে বাইরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই কিছু চিন্তা করছিল। হাতে একটা চায়ের কাপ।

দীপক চায়ের কাপে চুমুক দিতে-দিতে হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে তাপসের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "কুসুমপুরের রহস্যভেদে কতদূর অগ্রসর হ'লে তাপস?"

তাপস খবরের কাগজটার ওপর থেকে চোখ না ফিরিয়েই বলল, "অগ্রসর হয়ত হয়েছি কিছুটা—কিন্তু প্রকৃত রহস্যের অ-আ-ক-খ আমরা এখন পর্য্যন্ত আরম্ভ করিনি বলেই মনে হয়। একথা ঠিক যে কুসুমপুরের ঘটনাগুলো, আর থানার সামনের ঐ ঘটনাটা—একই মূল রহস্যের এক-একটা শাখা মাত্র। আশা করি খুব শীঘ্রই নতুন কোন রহস্যের অবতারণা আমরা দেখতে পাব। বিলাসবাবু নিহত লোকটার পরিচয় আবিষ্কার করবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছেন। প্রত্যেক দৈনিকে লোকটার ফটো ছাপিয়ে সনাক্তকারীর জন্যে একটা পুরস্কারও ঘোষণা করেছেন।"

এমন সময়ে বাইরের বারান্দায় কারও জুতোর শব্দ শুনে তাপস বলল, "বিলাসবাবু আসছেন। জুতোর শব্দ শুনে মনে হচ্ছে যে, তিনি বিশেষ উত্তেজিত হয়েই আসছেন। বোধ হয় কোন সংবাদ বহন করেই তিনি এমন হঠাৎ উদয় হয়েছেন!"

তাপসের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই বিলাসবাবু ঘরে ঢুকলেন। তাঁর পেছনেই ঘরে ঢুকল পাতলা ছিপছিপে লম্বা একটি যুবক।

তাপসের ইঙ্গিতে বিলাসবাবু ও তাঁর সঙ্গী দুটো চেয়ার দখল করে বসলে, দীপকের দিকে তাকিয়ে তাপস বলল, "কেশবকে বল যে বাইরে দুজন অতিথির আগমন হয়েছে। তাঁদের উপযুক্ত চা এবং খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। তার সঙ্গে অবশ্য আমার জন্যেও আর-এক কাপ চায়ের অর্ডার দিতে ভুলো না।"

তারপর তাপস, বিলাসবাবুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "ব্যাপার কি? হঠাৎ এত উত্তেজিত হয়ে অসময়ে আপনার আগমনের হেতু?"

বিলাসবাবু বললেন, "অতি সুসংবাদ আছে। আমার সঙ্গী এই ভদ্রলোকটি বলছেন যে তিনি ঐ নিহত লোকটিকে জানেন। তবে কিনা, পরিচয়টা হয়েছে একখানি ফটোর মারফত।

আজ প্রায় মাস-ছয়েক আগে উনি তাঁর বন্ধু অমরেন্দ্র গুপ্তের কাছ থেকে একটা চিঠি এবং ফটো পেয়েছিলেন। সেই ফটোতে দুজন লোকের চেহারা ছিল। একজন হচ্ছেন এর ঘনিষ্টতম বন্ধু অমরেন্দ্র গুপ্ত এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম টেড্ মিলানো—একজন আমেরিকাবাসী ইতালিয়ান।"

বিলাসবাবুর কথাগুলো শুনেই মুহূর্তের জন্যে একটা দারুণ উত্তেজনায় তাপসের চোখ দুটো জ্বলে উঠল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই ভাব দমন করে, সে শান্তস্বরে সেই যুবকটির দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, "আপনার নাম এখনও আমি জানতে পারিনি।"

যুবকটি সপ্রতিভ ভাবে উত্তর দিল, "আমার নাম দিলীপ গুপ্ত।"

তাপস জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কোন্ সূত্রে ঐ লোকটিকে চিনতে পেরেছেন দয়া করে সমস্ত ঘটনা আমাকে খুলে বলুন।"

দিলীপ গুপ্ত বলতে সুরু করল: "আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু অমর গুপ্ত আজ প্রায় বছরখানেক হ'ল কোনও কাজে বিদেশে বাস করছে।

সে প্রায়ই আমাকে চিঠিপত্র লিখত। প্রায় মাস ছয়েক আগে আমি তার কাছ থেকে একখানা চিঠি পাই—চিঠির ভেতরে একখানা ফটো। সেই চিঠিতেই অমর আমায় লিখেছিল যে, সে ও তার এক অতি-বিশ্বস্ত ইতালিয়ান বন্ধু—নাম তার টেড্-মিলানো—এই দুজনে মিলে সেখানে ফটো তুলেছে এবং তারই এক কপি সে আমাকে উপহার পাঠাচ্ছে।

কাল সকালে খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে হঠাৎ নিহত লোকটির ছবি দেখতে পেয়েই আমি চমকে উঠি। আমার মনে হ'ল, সেই চেহারা যেন আমি কোথায় দেখেছি! ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ সেই বন্ধুর দেওয়া ফটোখানার কথা মনে পড়ল। তাড়াতাড়ি সেটা বার করে দুটো চেহারা মিলিয়ে দেখলাম। দাড়িগোঁফ ও চেহারার আর দু'একটা বিষয়ে সামান্য একটু-আধটু পার্থক্য থাকলেও, ঐ নিহত লোকই যে সেই টেড্-মিলানো, এতে আমার মনে কোন সন্দেহই নেই।

টেড্-মিলানোকে চিনতে পেরেই আমার মনে একটা অজ্ঞাত ভয়ের উদয় হ'ল। আমার বন্ধুর অতি-বিশ্বস্ত সহকর্ম্মী এবং সহচর হঠাৎ এদেশে এসে উপস্থিত হয়েছিল কেন? তাকে এমনভাবে আক্রমণ করে, গুলি করে হত্যা করবারই বা কি কারণ থাকতে পারে? তাহ'লে কি অমর গুপ্তেরও কোন বিপদ ঘটেছে?

এখানে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে, আমি আমার বন্ধুর জন্য যথেষ্ট উৎকন্ঠিত হয়ে ছিলাম। কারণ, আজ তিন-চার মাস যাবৎ আমি তার কোন সংবাদই পাইনি। এর ভেতর যে কয়খানা চিঠি আমি তাকে লিখেছিলাম, তার সবগুলোই ফিরে এসেছিল; তাকে নাকি খুঁজেই পাওয়া যায়নি!"

তাপস গভীরভাবে দিলীপ গুপ্তের কথা শুনছিল। সে জিজ্ঞাসা করল, "তাহ'লে ঐ নিহত ব্যক্তিই যে টেড্-মিলানো, এ-বিষয়ে আপনার কোনও সন্দেহ নেই?"

দিলীপ গুপ্ত বলল, "না। ঐ নিহত ব্যক্তিই যে টেড্-মিলানো, একথা আমি জোর করে বলতে পারি; কিন্তু তার এখানে হঠাৎ আবির্ভাব এবং মৃত্যুর কোনও সদুত্তর আমি খুঁজে পাইনি।"

তাপস জিজ্ঞাসা করল, "আপনার বন্ধু কোথায় গিয়েছিলেন এবং টেড্-মিলানো তাঁর কোন্ কাজের সহকর্ম্মী ছিল, তা আপনি কিছু জানেন?"

দিলীপ গুপ্ত জবাব দিল, "হ্যাঁ! অমর গুপ্ত ও আমি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ জন্ কার্টিসের সহকারী হিসেবে গবেষণা করছিলাম। হঠাৎ অমর গুপ্ত ছ'মাসের ছুটি নিয়ে পেরু যাত্রা করে। শুনেছিলাম, সে কোনও আদিম পেরু-বাসীদের প্রাচীন কীর্ত্তি আবিষ্কারের আশাতেই সেখানে যাত্রা করেছিল, ও টেড্-মিলানো বোধহয় তার সাথে আমেরিকাতেই যোগ দিয়েছিল।"

তাপস জিজ্ঞাসা করল, "আপনার বন্ধু কি একাই এদেশ থেকে পেরুতে যাত্রা করেছিলেন? অথবা তাঁর সাথে আর কোনও সঙ্গী ছিল?"

দিলীপ গুপ্ত জবাব দিল, "তার সাথে একজন বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যাপকও পেরুতে যাত্রা করেছিলেন। আপনারা প্রফেসার দ্বিজদাস রায়ের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই! এই প্রফেসার দ্বিজদাস রায়ের সহকারী হয়েই অমর আমেরিকা যাত্রা করেছিল।"

তাপস জিজ্ঞাসা করল, "আপনি আপনার বন্ধুর কাছ থেকে শেষ কবে চিঠি পান?"

দিলীপ গুপ্ত একটু চিন্তা করে বলল, "প্রায় মাস-তিনেক আগে আমি তার একখানা সংক্ষিপ্ত চিঠি পাই। তারপর থেকে আর কোনও সংবাদ আমি তার কাছ থেকে পাইনি।"

বিলাসবাবু প্রশ্ন করলেন, "আপনার বন্ধুর কোন চিঠিপত্র আপনার কাছে আছে?"

ডাঃ কার্টিস বলতে সুরু করলেন : "ইন্‌কারা যখন সভ্যতার অতি উচ্চ শিখরে অবস্থিত ছিল, সেই সময়ে—১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে—স্প্যানিয়ার্ডরা ধূমকেতুর মত এসে পেরু আক্রমণ করে। অসংখ্য নরহত্যা ও ধ্বংসের পর তারা ইন্‌কাদের প্রাচীন রাজধানী দখল করে এবং 'লাইমা' নামক এক নতুন নগরীর প্রতিষ্ঠা করে। স্প্যানিয়ার্ডদের দুর্দ্ধর্ষ নেতার হাতে বন্দী হয়ে ইন্‌কাদের রাজা 'আটাহুয়াল্লা' মৃত্যুকে বরণ করতে বাধ্য হন।

রাজা আটাহুয়াল্লার মৃত্যুর পর সূর্য্য-মন্দিরের কোনও এক প্রধান পুরোহিতের নেতৃত্বে জীবিত ইন্‌কাদের অধিকাংশই পেরুর পূর্ব্বপ্রান্তে পলায়ন করে। সেখানে লোকচক্ষুর অন্তরালে—এক গভীর বনের অপরপ্রান্তে—সেই সূর্য্য-মন্দিরের পুরোহিতের নেতৃত্বে 'কোরোজাল' নামক এক নূতন ইন্‌কা-নগরীর পত্তন হয়। কাজেই পেরুবাসী ইন্‌কারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'লেও ইন্‌কারা একেবারে লুপ্ত হ'ল না। পুরোহিতের নেতৃত্বে তারা এক গোপন রাজ্যের গোপন জাতি হিসেবে বৃদ্ধি পেতে লাগল।

সেই পুরোহিতের মৃত্যুর পর ইন্‌কারাজ আটাহুয়াল্লার পুত্র 'ওল্ডা' ইন্‌কা জাতিকে এক দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধজাতিতে পরিণত করে। ওল্ডা অত্যন্ত সাহসী এবং সুদক্ষ যোদ্ধা হ'লেও একটু ভাবপ্রবণ ছিল। স্প্যানিয়ার্ডরা ইন্‌কাদের ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার করেছিল, ওল্ডা সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার জন্যে অস্থির হয়ে একবার শেষ চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ স্প্যানিয়ার্ডরা অতি সহজেই ওল্ডাকে পরাজিত করে তাকে হত্যা করল।

প্রাচীন ইন্‌কাদের সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছুই জানা যায় না। এর পর কোরোজালবাসী ইন্‌কারা আমেরিকার অন্যান্য জাতিদের সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটা মিশ্রজাতিতে পরিণত হয়ে যায়। ক্রমে একমাত্র প্রাচীন ইন্‌কারা ছাড়া অন্য সকলে একে-একে

গুপ্তনগরী কোরোজাল পরিত্যাগ করে অন্যত্র প্রস্থান করে। এইভাবে ক্রমে-কোরোজাল মৃত-নগরীতে পরিণত হয়ে ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়ে যায়; সঙ্গে-সঙ্গে প্রাচীন সুসভ্য ইন্‌কারাও বিস্মৃত হয়ে গেল।"

ডাঃ কার্টিস প্রাচীন ইন্‌কাদের ইতিহাস শেষ করে কাঠের চাক্তিটা হাতে তুলে নিয়ে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করতে-করতে বললেন, "কিন্তু ইন্‌কাদের প্রাচীন ইতিহাসের চেয়ে এই চাক্তিটার অপর দিকের আবিষ্কারকেই আমি আলোচনার যোগ্য বলে মনে করি।"

তাপস একটু বিস্ময়ের স্বরে বলল, "আপনার এই কথার অর্থ আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না ডাঃ কার্টিস! এই চাক্তিটার অন্য দিকেও যে কিছু লেখা আছে, এ সংবাদ আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন।"

ডাঃ কার্টিস বললেন, "চাক্তিটার যে দিকে কারুকার্য্যময় প্রাচীন ইন্‌কা ভাষা খোদাই করা রয়েছে, তার অপর দিকে আধুনিক আয়মারান ভাষায় কিছু লেখা আছে; তার ভাবার্থই আমাকে অধিকতর বিস্মিত করেছে। ঐ আয়ামারান ভাষার ভাবার্থ ঠিক এই:—

কোরোজালে বন্দী আছি। ২১শে জুন সূর্য্যদেবের বেদীমূলে আমাদের উৎসর্গ করা হবে—উদ্ধারের চেষ্টা কর।

—মৃত্যুহীন।

ভাবার্থটা আমার মত আপনার কাছেও খুব আশ্চর্য্য বোধ হবে নিশ্চয়ই। প্রাচীনকালের মৃত এবং লুপ্ত নগরীতে কারা এবং কেন বন্দী হয়ে আছে? সূর্য্যদেবের বেদীমূলে ২১শে জুন তাদের উৎসর্গ করা হবে কেন?—এসব কথার অর্থ আমি বুঝতে পারিনি।"

ডাঃ কার্টিসের কথায় তাপস যেন একটা আলোর রেখা দেখতে পেলো! সে চাক্তিটা ডাঃ কার্টিসের কাছ থেকে ফেরত নিয়ে বলল, "আপনার পরিশ্রমের জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি মিঃ কার্টিস! আশা করি, নিকট-ভবিষ্যতে আপনাকে অদ্ভুত কোনও তথ্য উপহার দিতে পারব। আপাততঃ বিদায়!"

সে শুধু অতিকষ্টে খোদাই-করা একটা কাঠের টুকরো বার করে,... [পৃঃ—৩৮

দশ

কল্‌কাতা হ'তে একখানি লোকাল ট্রেণ সেদিন কুসুমপুর ষ্টেশনে যখন এলো, রাত তখন প্রায় দশটা। আগে খবর দেওয়া না থাকলে, অত রাতে ষ্টেশন থেকে বাড়ী যেতে অনেকেরই অসুবিধা হ'ত বড্ড বেশী। কাজেই আগে খবর না পাঠিয়ে সাধারণতঃ কেউ রাতের গাড়ীতে কুসুমপুরে আসত না।

ষ্টেশনে ঘোড়ার গাড়ী থাকে বটে, কিন্তু তার সংখ্যা খুব বেশী নয়। লোকজন অনেকেই আগে ষ্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে চলে যেত। কিন্তু সম্প্রতি কুসুমপুর ও তার আশে-পাশে উপর্য্যুপরি কয়েকটি খুন হওয়ায়, সকলেই খুব সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল! একটা ভয়ঙ্কর নিগ্রোকেও নাকি অনেকেই অনেক জায়গায় দেখেছে! কাজেই এখন আর কেউ পায়ে হেঁটে যেতে সাহস পায় না।

পুরুষ মানুষই যেখানে ভয় খাচ্ছে, মেয়েরা যে সেখানে ভয় পাবে, তাতে আর বিচিত্র কি? তাই দুটি মেয়ে-যাত্রী সেদিন গাড়ী থেকে ষ্টেশনে নেমে, অত রাতে বড্ড অসহায় ও বিপন্ন বোধ করল!

মহিলা দু'টির একজন বৃদ্ধা, প্রায় সত্তর বছর বয়স; অপরটি তরুণী, বয়স অনুমান পঁচিশ কি ত্রিশ।

বৃদ্ধা বলল, "কিরে ইন্দু! সেদিন চিঠি ঠিকই লিখেছিলি ত? রাত দশটায় এসে পৌঁছুব, সেকথা জানিয়েছিলি?"

"হ্যাঁ, মাসীমা! আমি ঠিকই লিখেছি। কিন্তু কোন বন্দোবস্ত নেই কেন, বুঝতে পারছি না!"

বৃদ্ধা বলল, "আমার দ্বিজু ত কখনো এমন ধারা লোক নয়! কথার দাম আর সময়ের দাম সম্পর্কে সে খুব বেশী সচেতন।

আমারই হাতে-গড়া ছেলে, আজ না হয় সে অতবড় হয়েছে! কিন্তু আমার কাছে আজও সে তেমনি বাচ্চা ছেলেটি,—দ্বিজু!"

"তুমি বড্ড বেশী কথা বল মাসীমা! এখন করবে কি, তাই বল। নিজেরা একখানা গাড়ী ভাড়া করবার চেষ্টা করব কি? কিন্তু 'দ্বিজদাস রায়ের বাড়ী' বললে কেউ যদি না চেনে, তবেই ত বিপদ্! বাড়ী তুমিও চেন না, আমিও চিনি না!"

বৃদ্ধা বলল, "সেই ত বিপদ হয়েছে রে ইন্দু! পথ যদি জানা থাকত, তবে না হয় হেঁটে যাবারই চেষ্টা করতুম!"

ইন্দু এবার হেসে ফেলল! সে বলল, "তোমার যেমন কথা মাসীমা! পা তোমার থর্-থর্ করে কাঁপে, আর তুমি যাবে হেঁটে!"

বৃদ্ধা অসহায়ভাবে চারদিকে তাকাতে-তাকাতে বলল, "তুই বুঝবি না ইন্দু,—দ্বিজু আজও আমার বুকের কতটা দখল করে বসে আছে! আমি তার মা নই বটে, কিন্তু ধাই-মা ত! বুকে-পিঠে করে ওকে মানুষ করেছি, বড় করেছি—তবে ত আজ সে এত বড় পণ্ডিত হয়েছে! কিন্তু আশ্চর্য্য হচ্ছি এই ভেবে যে, এতদিন সে এসেছে, অথচ আমাকে সে একবার একটু খোঁজও করলে না!

তা চল্, একবার মাষ্টারবাবুকে জিজ্ঞেস্ করে দেখি, আমাদের নিয়ে যাবার জন্য কোন লোক বা গাড়ী এসেছে কি না! আমার লেখা সত্ত্বেও দ্বিজু আমাকে বাড়ী নিয়ে যাওয়ার কোন বন্দোবস্ত করবে না, এযে অসম্ভব! নিশ্চয়ই ষ্টেশনের ওধারে কোন বন্দোবস্ত রয়েছে!"

বৃদ্ধার অনুমান মিথ্যা হ'ল না! ষ্টেশনের ওপাশে গাড়ীগুলোর কাছে এগিয়ে যেতেই একখানা গাড়ী থেকে একজন লোক নেমে এসে তাদের জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কোথায় যাবেন? দ্বিজদাস রায়ের বাড়ীতে যাবেন কি?"

বৃদ্ধা যেন হাতে আকাশ পেলো! সে উৎফুল্ল হয়ে বলল, "হ্যাঁ

দীপক ও কুসুমের তাকে দেখতে বেশী অসুবিধা হচ্ছিল না। কারণ, গাড়ীর বাইরে স্বভাবতঃই ভেতরের চেয়ে কিছু বেশী আলো।

সেই লোকটা এবার আরো একটু ঝুঁকে ছুঁচশুদ্ধ হাতখানা গাড়ীর ভেতর নামিয়ে দিলে। সঙ্গে-সঙ্গে দীপকের হাতের ছোরা লোকটার মাংসল বলিষ্ঠ হাতে একেবারে গেঁথে গেল।

মুহূর্ত্ত-মধ্যে একটা বিজাতীয় আর্ত্তনাদ !—

দীপক ও কুসুম চোখের নিমেষে গাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল— তারপর তারা মাঠের ওপর দিয়ে ছুটলো হাওয়ার মত বেগে।

তৎক্ষণাৎ পেছন থেকে টর্চ্চের আলোয় সারা মাঠে বিজলী-চমক আরম্ভ হ'ল। দীপক ও কুসুম যেদিকে ছোটে, টর্চ্চের আলো তাদের অনুসরণ করে—আর তারও পেছনে ছোটে বীভৎস-মুখ লোকটা ও তার সহকারী—গাড়োয়ান।

বীভৎস-মুখ লোকটা একবার চীৎকার করে ইংরেজীতে বলল, "যদি ভাল চাস তো দাঁড়া। নইলে গুলি করব এই মুহূর্ত্তে।"

দীপক ছুটতে-ছুটতে তার বন্ধুকে বলল, "ভয় নেই কুসুম! ওর কাছে নিশ্চয়ই রিভলভার নেই। থাকলে এতক্ষণে আমাদের শেষ হয়ে যেত। আমরাই বরং রিভলভার নিয়ে সশস্ত্র আছি; খুব বেশী বিপদ্ দেখ্লে আমাদেরই হাতের অস্ত্র গর্জ্জন করে উঠবে দু-দুবার!"

ভয়ঙ্কর লোকটা আবার চীৎকার করে উঠল তেমনি ভাবে। সঙ্গে-সঙ্গে একখানি ধারালো ছোরা ছুটে এসে কুসুমের পিঠে বিঁধে গেল। কুসুম চীৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল।

দীপক এবার রুখে দাঁড়াল রিভলভার হাতে,—ওদিকে লোক দুটোও তখন এসে পড়েছে ঝড়ের মত! কিন্তু দীপক কিছু করবার আগেই প্রকাণ্ড একখণ্ড মাটির ঢেলা তার হাতের ওপর এসে সজোরে আঘাত করল,—আর রিভলভার লুটিয়ে পড়ল পায়ের তলায়!

দীপক মুহূর্ত্ত-মধ্যে শূন্য হস্তেই লোকটার দিকে ছুটে গেল, তারপর চোখের পলকে এক প্রচণ্ড ঘুসিতে অতবড় বিশালকায় লোকটাকে ধরাশায়ী করে ফেলল।

একটা বৃদ্ধা মহিলার এত শক্তি! লোক দুটো তাই ভেবে বোধহয় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল! কিন্তু সে কেবল এক নিমেষের জন্য। পরক্ষণেই দু'-দুটো দানব একসঙ্গে দীপককে আক্রমণ করল।

দীপক নীচে—ওরা ওপরে। দীপকের বড় দুর্ভাগ্য, কুসুম তখনো ছোরার আঘাতে অচৈতন্য! তবু সে হিংস্র ব্যাঘ্রের মত একাই দুটো লোকের সঙ্গে প্রাণপণে লড়াই করতে লাগল।

বীভৎস-মুখ লোকটা তার সঙ্গীকে ইংরেজীতে বলল, "এ কখনো স্ত্রীলোক নয়রে পেড্রো! দেখছিস না কেমন এর শক্তি, আর ভেতরে পরে আছে হাফপ্যাণ্ট! এ কোনো ছদ্মবেশী শয়তান!"

পেড্রো তখন দীপকের গলাটা টিপতে-টিপতে বলল, "এ ছদ্মবেশ তার যে-কোন উদ্দেশ্যেই হোক না কেন, আজ আর এর নিস্তার নেই। আমি এর গলাটা চেপে রেখেছি, তুই ছোরাটা বার করে বসিয়ে দে না শীগ্‌গির!"

পেড্রো চেপে রেখেছিল ঠিকই; কিন্তু হঠাৎ দীপকের একটা প্রচণ্ড ঘুসিতে সে ছিটকে গিয়ে একপাশে গড়িয়ে পড়ল।

দীপক তখনই লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল; কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে উন্মুক্ত ছোরা হস্তে সেই বীভৎস-মুখ লোকটা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দীপক বুঝল, আর বৃথা চেষ্টা,—এই তার শেষ! এক নিমেষে তার বুকের পর্দ্দায় ভেসে উঠল—এলোমেলো বিশৃঙ্খল কত-কিছু ছবি!

বিদ্যুতের মত তখনই মনে হ'ল, কই তার বন্ধু কই? তার বন্ধু—তার বিপদের বন্ধু তাপসের কোন সাড়া পাওয়া গেল না কেন?

সে ভাবল, "না তাপসের ত কখনো এমন হয় না!—বলেছিল,

ভয় নেই, সে আমাদের অনুসরণ করবে। কিন্তু কই সে? তবে কি তারও কোনো—?”

সে আর ভাবতে পারল না। কার কোন্ এক টর্চ্চের আলোয় সে দেখলে, ঝক্‌ঝকে শাণিত ছোরা একবার তার মাথার ওপর উঠে তখনই—

কোনরূপে একবার একটু গলাটা সেই দৈত্যের হাত থেকে শিথিল করে, সে চীৎকার করে ডাকল, “তাপস দা! তাপস!—”

অন্তিমের অসহায় আর্ত্তনাদ! উন্মুক্ত প্রান্তরে বুঝি তারই নৈশ প্রতিধ্বনি ফিরে এলো, “গুড়ুম্—গুড়ুম্!”

দৈত্যের শাণিত ছোরা তার বাম বাহুতে ছুঁয়েছিল মাত্র! কোত্থেকে এক ঝলক টাট্‌কা রক্ত তার বুকে-মুখে ছড়িয়ে পড়ল—সঙ্গে-সঙ্গে কাণের কাছে একটা বিজাতীয় আর্ত্তনাদ!

জগদ্দল পাথরের মত একটা বিপুল বোঝা তক্ষুণি তার বুকের ওপর চেপে পড়ল!

কুসুম নিস্তব্ধ হয়েছিল খানিক আগেই;—দীপকও তখন নিস্তব্ধ, নিঃসাড়!

বারো

পরদিন বিকেল বেলার খবরের কাগজে দুটো চমৎকার খবর বেরিয়ে পড়ল।

বিলাসবাবু চা খেতে-খেতে বললেন, "দেখেছ তাপস, খবরটা দেখেছ? শোনো, আমি পড়ছি।

কুসুমপুরে নিগ্রো-দস্যু

গতকল্য গভীর রাত্রিতে এক নিগ্রো-দস্যু গহনার লোভে দুইটি মহিলাকে আক্রমণ করে। কিন্তু জনৈক অজ্ঞাত পথিক সহসা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া নিগ্রো-দস্যুকে গুলি করিয়া মহিলা দুইটিকে রক্ষা করেন। সম্ভবতঃ পুলিশ-হাঙ্গামার ভয়ে সেই অজ্ঞাত পথিক তাঁহার নাম-ধাম কিছুমাত্র প্রকাশ না করিয়াই অন্তর্হিত হইয়াছেন!

অপর একটি সংবাদে প্রকাশ, কুসুমপুরনিবাসী বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যাপক দ্বিজদাস রায়ের গৃহে গত রাত্রে এক সাঙ্ঘাতিক চুরি হইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে তাঁহার শয়ন-ঘরে আবদ্ধ রাখিয়া, কে বা কাহারা তাঁহার ড্রয়িং-রুম্ হইতে বহুমূল্য কাগজপত্র ও মহার্ঘ প্রস্তর ইত্যাদি লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। দ্বিজদাসবাবু প্রাণের ভয়ে রাত্রেই পুলিশে সংবাদ দেন।

পুলিশ এই উভয় ব্যাপারেরই জোর তদন্ত করিতেছে।

একটু হেসে তাপস বলল, "তা ঠিকই হয়েছে।"

"ঠিক হয়েছে!" বিস্মিত ভাবে বিলাসবাবু বললেন, "ঠিক হয়েছে কি হে? দ্বিজদাসবাবুকে ঘরে আটকে রেখে চোর তাঁর যথাসর্ব্বস্ব লুট্‌পাট্ করে নিয়েছে,—এত বড় একটা অভিযোগ,

এ যে তোমারই বিরুদ্ধে অভিযোগ! তুমি না বলছিলে, একখানা নোট্‌বুক মাত্র তুমি চুরি করেছ? তবে ওলট-পালট করেছ সব-কিছু,—এই ত?"

তাপস বলল, "হাঁ, ব্যাপার তাইই বটে। কিন্তু দ্বিজদাসবাবু নিজে যদি পুলিশকে কিছু বাড়িয়ে বলে থাকেন, তাহ'লে সে দোষ ত খবরের কাগজের হবে না!

আসল কথাটা হচ্ছে কি জানেন? দ্বিজদাসবাবু এখন পর্য্যন্ত বুঝতেই পারেন নি যে, কি তাঁর চুরি গেছে! নোটবইখানা ছিল একটা কাগজের ট্রেতে, কাগজ-চাপা দেওয়া। একটু দেখে মনে হ'ল, দ্বিজদাসবাবু এখনো কোন্ গবেষণায় ব্যস্ত, তার একটা আভাস হয়ত বইটা থেকে পাওয়া যাবে!

তিনি নিজে ত কিছুই বলছেন না! কাজেই একটু চুরি করতে হ'ল। তবে, সব-কিছু আমি গুছিয়েই চলে আসতুম, কিন্তু পারলুম না। কারণ, হঠাৎ একটা লোক অত রাতেও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে ডাকাডাকি সুরু করে দিলে; আমাকেও বাধ্য হয়ে সরে পড়তে হ'ল তৎক্ষণাৎ। তা নইলে কিছুই তিনি টের পেতেন না, আমি এমনি ভাবেই আসতুম।"

বিলাসবাবু বললেন, "সে যাহোক, দীপক ও কুসুম কি রকম আছে?"

"ভাল আছে খবর পেয়েছি। আঘাত কারোই গুরুতর নয়।"

বিলাসবাবু বললেন, "ওদের নিয়ে এস না বাড়ীতে? নয়ত হাসপাতালে রেখে দাও—সেরে উঠবে দু'দিনে। একটা প্রাইভেট্ বাড়ীতে রাখা কেন? এ যেন ভাল মনে হয় না।"

মৃদু হেসে তাপস বলল, "সে আমি ইচ্ছে করেই করেছি। আমাদের এখানে ত ওদের রাখা চলেই না! কারণ, তাহ'লে বিপক্ষদল জেনে ফেলবে যে, যারা মেয়েছেলের ছদ্মবেশে কুসুমপুরে

গিয়েছিল, তারা আমাদেরই লোক! আর হাসপাতালে যে রাখা চলে না, সেও কতকটা সেই কারণেই।

দুটো লোক ওদের আক্রমণ করেছিল; একটা নিগ্রো, আর একটা স্প্যানিয়ার্ড—নাম তার পেড্রো। নিগ্রোটা মরে গেছে সেইখানেই, পেড্রো আছে পুলিশের হেফাজতে। কাজেই ওদের দু'জনের কেউই ওদের দলপতির কাছে ফিরে গেল না। খবরের কাগজে খবর বেরুলো কেবল নিগ্রোর মৃত্যু-সম্বন্ধে, কিন্তু পেড্রো-সম্বন্ধে একেবারে নীরব!

এমন অবস্থায় ওদের দলপতির দুশ্চিন্তাটা বুঝতে পারছেন ত? সে কি মেয়েলোক দুটোর বা তার অপর সঙ্গী পেড্রোর কোন খোঁজ-খবর নিতে চেষ্টা করবে না?

করবে সে নিশ্চয়ই। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাদের যে এই ব্যাপারে হাত আছে, সে যেন তা বুঝতে না পারে! দীপক ও কুসুমকে কোন সরকারী হাসপাতালে রাখলে, কেস্ দুটো কবে ভর্ত্তি হয়েছে, কিসের আঘাত, এ-সব অনুসন্ধান করে কুসুমপুরের সাথে এর একটা সম্পর্ক খুঁজে বার করা অসম্ভব হবে না। কাজেই ওদের রাখতে হয়েছে কোনো প্রাইভেট্ বাড়ীতে।

দীপক ত এখানে আসবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে!"

বিলাসবাবু বললেন, "হবেই ত! বেচারা যেন যমের বাড়ী থেকে উঠে এসেছে! ভাগ্যিস্ আমরা ঠিক সময় মত সেখানে পৌঁছুতে পেরেছিলুম! আর তার চেয়েও বড় ভাগ্যের কথা হচ্ছে, তোমার অব্যর্থ গুলি।"

তাপস বললে, "হাঁ। গুলিটা ব্যর্থ হ'লে কি যে তার ফল হ'ত, তা ভাবতেও আমার সারা গাটা শিউরে ওঠে!"

বিলাসবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা তাপস, এর পর তোমার কর্ম্ম-পদ্ধতি হবে কি রকম? তুমি যে কাকে সন্দেহ কর, আর কাকে কর না,—আমি তার কিছুই বুঝতে পারছি না।"

ঈষৎ হেসে তাপস বলল, "আর কয়েক দিনের মধ্যেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমাদের কাজও আরম্ভ হবে আর কয়েক দিনের মধ্যেই।"

"কাজ আরম্ভ হবে! তুমি বলছ কি তাপস? কাজ কি এখনো কিছুই আরম্ভ হয়নি? এ তবে কি করছি আমরা?"

তাপস বলল, "এ শুধু গুণের নামতা শিখছি বিলাসবাবু! আসল যে আঁক-কষা—তা এখনো আরম্ভই হয়নি।

ইন্‌স্পেক্টরবাবু! শীগ্‌গিরই আরম্ভ হবে বুদ্ধি ও সাহসের চরম পরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় যদি আমরা অকৃতকার্য্য হই, তাহ'লে আমাদের পরিবর্ত্তে দুটো প্রাণহীন শব মাত্র পৃথিবীর সামান্য কয়েক হাত জায়গা দখল করে পড়ে থাকবে। অর্থাৎ সোজা কথায় বলতে গেলে,—জীবন কি মৃত্যু, এই দুটোর একটাকে আমাদের বেছে নিতে হবে অচিরেই।"

বিলাসবাবুর অন্ধকার মুখখানির মত বাইরেও যেন তখন অন্ধকার নেমে এসেছে!

তেরো

কয়েকদিন পরে।—

ড্রয়িং-রুমে একটা টেবিলের সামনে বসে তাপস গভী. কতকগুলো বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল এমন সময়ে ঘরে প্রবেশ করল দীপক। সে তখন সুস্থ হয়ে উঠেছে।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে টেবিলের সামনে বসে পড়ে দীপক জিজ্ঞাসা করল, "ডাঃ কার্টিসের কাছ থেকে তুমি কোন্ খবর নিয়ে এসেছিলে, সে খবর ত আজও কিছুই বললে না তাপস?"

তাপস বলল, "না, এতদিন তা ইচ্ছে করেই চেপে রেখেছিলুম। আজকে যদি তা শুনতে চাও, শোনো।"

এই বলে সে ডাঃ কার্টিসের কাছে শোনা ইন্‌কাদের ইতিহাস, চাক্তিটার গুপ্ত রহস্য—সব-কিছু দীপকের কাছে খুলে বলল।

দীপক বিস্মিত ভাবে শুনে বলল, "তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, ঐ অপূর্ব্ব কারুকার্য্যময় চাক্তিটাই এই মারাত্মক রহস্যের কোনও মূল সূত্র বহন করছে! কেমন, তাই নয় কি?"

তাপস বলল, "তোমার অনুমান সত্য। কিন্তু এখানে একটা কথা চিন্তা করবার আছে। চাক্তিটার গুরুত্ব যতই হোক না কেন, রহস্যের মূল কেন্দ্র চাক্তিটা নয়—চাক্তিটা সেই অজ্ঞাত রহস্যের চাবিকাঠি মাত্র। চাক্তিটার এক পিঠে কোনও এক গোপন সূর্য্য-মন্দিরের নির্দ্দেশ দেওয়া আছে। ইন্‌কাদের পুনরভ্যুত্থানের দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবার নির্দ্দেশও এতে দেওয়া আছে। কে এবং কাকে উদ্দেশ্য করে এমন অদ্ভুত উপায়ে সংবাদ খোদাই করা হয়েছিল, তার কিছুই জানবার উপায় নেই। কিন্তু চাক্তিটার

অপর পিঠে কি আছে জান? তা শুনলে নিশ্চয়ই তুমি অবাক হয়ে যাবে!"

"বটে! চাক্তিটার অপর দিকে তো কতকগুলি কারুকার্য্য মাত্র!"

তাপস বলল, "না, প্রকৃতপক্ষে সেগুলো কোন কারুকার্য্য নয়— ক[illegible]কার্য্যের ছদ্ম পোষাকে একটা দুঃসংবাদ লেখা রয়েছে। তুমি [illegible]হয় শুনলে আশ্চর্য্য হবে যে, দ্বিজদাসবাবুর সঙ্গী অমর গুপ্ত কোন কারণে ইন্‌কাদের প্রাচীন কোরোজাল্ নগরীতে বন্দী অবস্থায় কালযাপন করছেন, এবং ২১শে জুন তারিখে সূর্য্য-মন্দিরে তাঁকে উৎসর্গ করা হবে। সুতরাং এর আগেই তাঁর উদ্ধারের চেষ্টার জন্য অনুরোধ করেছেন।"

দীপক চমকে উঠে বলল, "ও হরি! 'মৃত্যুহীন' মানে তাহ'লে 'অমর'?"

তাপস হেসে বলল, "হ্যাঁ। নিজের নামকে গোপন করে এভাবে ঘুরিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। কোনও কারণে নিজের নাম প্রকাশ করা অমরবাবু সঙ্গত মনে করেন নি—হয়ত তাঁর উদ্ধার-কার্য্যে বাধা পড়বার ভয়েই।"

দীপক বলল, "তাহ'লে এমনও ত হ'তে পারে যে, টেড্-মিলানোর আততায়ীরাই অমর গুপ্তের শত্রু এবং তারা কোনও উপায়ে টের পেয়েছিল যে অমরবাবু ঐ চাক্তিটার ওপর তার বিপদের সংবাদ লিখে টেড্-মিলানোকে এদেশে পাঠিয়েছিল। সুতরাং তার চেষ্টা বিফল করবার জন্যেই তারা ঐ চাক্তিটা হস্তগত করতে চাইছিল।"

তাপস বলল, "তোমার এই যুক্তি একেবারে অসম্ভব মনে না হ'লেও এক্ষেত্রে তা হয়নি, এই হচ্ছে আমার বিশ্বাস।

কারণ, বন্দী অমর গুপ্ত কৌশলে এমন একটা খবর পাঠিয়েছেন, এই খবরটা জানতে পারা মাত্র শত্রুপক্ষ অমরবাবুকে তখনই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে। চাক্তিটার পেছনে অনুসরণ করার চেয়ে,

বন্দীকে শেষ করে দেওয়াই তাদের পক্ষে সহজ। কাজেই, আমার মনে হচ্ছে অন্যরূপ।

তুমি শুনেছ, দ্বিজদাসবাবু, অমর গুপ্ত ও টেড্-মিলানো পেরুতে একই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সম্ভবতঃ সেখানে তাঁরা ভয়ানক কোন বিপদে পড়েন এবং দ্বিজদাসবাবু কোনও উপায়ে বিপদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে এদেশে পালিয়ে আসেন। কিন্তু তাঁর দুজন ঘনিষ্ঠ সঙ্গী অমরবাবু ও টেড্-মিলানো শত্রুপক্ষের হাতে বন্দী হয়। তারপর কোন কৌশলে টেড্-মিলানোও পালিয়ে আসে—তার সঙ্গে এলো ঐ চাক্তি। শত্রুপক্ষ তাকে অনুসরণ করে এদেশে এসে উপস্থিত হ'ল। কারণ, সূর্য্য-মন্দিরের চাবিকাঠি তারা হস্তগত করতে চায়।"

দীপক বলল, "আর দ্বিজদাসবাবুর সম্বন্ধে কি বলতে চাও?"

তাপস বলল, "আমার বিশ্বাস, দ্বিজদাসবাবুর ওপরেও শত্রুপক্ষের দৃষ্টি ছিল আগে থেকেই। কিন্তু তারা দ্বিজদাসবাবুকে বিব্রত না করে, এখন পর্য্যন্ত কেবল তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের নিয়েই ব্যস্ত আছে। কিন্তু কেন তা করছে, দ্বিজদাসবাবুকে হত্যা না করে দ্বিজদাসবাবুর ঘনিষ্ঠ পরিচিতদের হত্যা করছে কেন, সেইখানেই যত রহস্য।

শত্রুতাই যদি এর একমাত্র কারণ হ'ত, তাহ'লে এই ব্যাপারটা ঘটত অন্য রকম; তাহ'লে দ্বিজদাসবাবু অব্যাহতি পেতেন না।

এখন প্রশ্ন হ'তে পারে, অমর গুপ্তের বিপদের কথা দ্বিজদাসবাবু কারো কাছে প্রকাশ করেন নি কেন? হয়ত লজ্জায় বা ভয়ে তিনি সে কথা সকলের কাছে গোপন করে, নিজেই অমর গুপ্তকে উদ্ধার করবার চেষ্টায় আছেন।

তবে আমার মনে হয়, এর ভেতর আগেরটাই হওয়া সম্ভব; কারণ, দ্বিজদাসবাবুর কাছ থেকে এতটা নীচতা আশা করা যায় না। তা ছাড়া, উনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি আবার আমেরিকা-

যাত্রা করবেন। কাজেই চারদিককার অবস্থা ভাল ভাবে বিচার করে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কেবল শত্রুতা-সাধনই এই হত্যা-রহস্যের মূল কারণ নয়। এর পেছনে এমন কোনও গুপ্ত উদ্দেশ্য লুকিয়ে রয়েছে যেকথা জানা আমাদের কারো পক্ষে সম্ভব নয়—শুধুমাত্র তিনজন ব্যক্তি ছাড়া। সেই তিনজন লোক হচ্ছে—দ্বিজদাস রায়, অমর গুপ্ত এবং টেড্-মিলানো।

টেড্-মিলানো আততায়ীর হাতে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে এবং অমর গুপ্তও সুদূর পেরুতে বন্দী। সুতরাং একমাত্র প্রফেসার দ্বিজদাস রায় ছাড়া এই রহস্যের মূল কারণ কেউ বলতে পারবে না। তাদের শত্রুপক্ষ কে এবং কেন তারা তাদের শত্রুতা করছে ও অমর গুপ্তকে বন্দী করে রেখেছে—সেই সংবাদ একমাত্র দ্বিজদাসবাবুই দিতে পারেন।"

দীপক বলল, "অথচ সেই মহাত্মা যে কোন রকমেই তাঁর মুখ খুলছেন না!"

তাপস বলল, "হাঁ, সেইজন্য খুবই অসুবিধা হয়েছে বটে; কিন্তু তাহ'লেও সে অসুবিধা আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে। উদ্ধারের আশায় অমর গুপ্ত তাঁর বন্ধুর কাছে যে আবেদন জানিয়ে পাঠিয়েছেন, সেই আবেদন ও টেড্-মিলানোর আত্মোৎসর্গ কখনো ব্যর্থ হ'তে দিব না।

এখন প্রথমে আমাদের খুঁজে বার করতে হবে দ্বিজদাসবাবু মৃতনগরী কোরোজালে এমন কি রহস্য আবিষ্কার করেছিলেন—যার জন্য তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গীদের এমন ভয়ানক বিপদে পড়তে হয়েছে? এবং কেনই বা তাঁদের শত্রুপক্ষ এই চাক্তিটা হস্তগত করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে? তারপর আমাদের লক্ষ্য হবে অমর গুপ্তের উদ্ধার-সাধন।

আজ ২৭শে মে। কাজেই অমরবাবু এখনও প্রায় একমাস

জীবিত থাকবেন বলেই আশা করি। চেষ্টা করলে এর ভেতরেই আমরা ইন্‌কাদের সেই গুপ্ত নগরী কোরোজালে উপস্থিত হ'তে পারব। এখন আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে—প্রফেসার দ্বিজদাসবাবুর সাথে দেখা করে সমস্ত ঘটনা খুলে বলা। তিনি আমাদের সঙ্গী ও পথপ্রদর্শক হ'তে রাজি হন ভালই, নইলে আমরা তাঁকে বাদ দিয়েই পেরুর দিকে রওনা হব।"

দীপক উৎসাহিত হয়ে বলল, "বাহবা, তাপস! আমি তোমার কাছে ঠিক এই রকম জবাবই আশা করছিলাম। আমি জানি যে বিপদ যত ভয়ানকই হোক না কেন, বিদেশে শত্রুহস্তে বন্দী হতভাগ্য অমর গুপ্তের সেই কাতর অনুরোধ বিফল হবে না। তুমি প্রাণ দিয়েও তাঁর উদ্ধার-সাধনের জন্য চেষ্টা করবে।"

এমন সময়ে টেলিফোন বেজে উঠ্‌ল। তাপস রিসিভারটা কানে তুলতেই বিলাসবাবুর গুরুগম্ভীর গলা কানে এলো, "হ্যালো—তাপস! আমি তোমার কথামত পাসপোর্টের ব্যবস্থা করতে পেরুভিয়ান কন্‌সালের সাথে দেখা করেছিলাম। আশা করি আমাদের পাসপোর্ট যোগাড় হ'তে বেশী দেরী হবে না। আমি আধঘণ্টার ভেতরেই তোমার ওখানে যাচ্ছি।"

চৌদ্দ

তাপসকে সাথে নিয়ে বিলাসবাবু কুসুমপুরে পৌঁছে দ্বিজদাসবাবুর বাড়ী গিয়ে যখন উপস্থিত হলেন—তখন সন্ধ্যার কিছু দেরী ছিল। হঠাৎ তাদের দু'জনকে কুসুমপুরে তাঁর কাছে আসতে দেখে দ্বিজদাসবাবু দারুণ বিস্মিত হয়ে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "কি ব্যাপার! হঠাৎ যে! খবর কি?"

বিলাসবাবু বললেন, "বলছি সবই। আমাদের ওখানে থানার সামনে যে একটা খুন হয়েছে, সে খবর আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, খবরের কাগজে তার ফটোও দেখেছেন!

যে-কোন কারণেই হোক, আপনি তো অনেক-কিছুই গোপন করে গেছেন। তবু এই খুনের ব্যাপারটা থেকে অনেক-কিছু প্রকাশ পেয়েছে।

আমরা জানতে পেরেছি যে, নিহত লোকটি একজন আমেরিকা-বাসী ইতালিয়ান—নাম তার টেড্-মিলানো। পেরুতে ছিল সে আপনাদের একজন সহকর্ম্মী।

টেড্-মিলানোর কাছে যে কাগজপত্র ছিল, তা থেকে এমন প্রমাণ পর্য্যন্ত পাওয়া গেছে যে, আপনার সঙ্গী অমর গুপ্ত প্রাচীন ইন্‌কাদের গুপ্ত এবং মৃতনগরী কোরোজালে বন্দী-জীবন যাপন করছেন শত্রুহস্তে পড়ে। সুতরাং লজ্জাতেই হোক অথবা প্রাণভয়েই হোক, আপনি যে-সব কথা আমাদের কাছে গোপন রাখতে চেয়েছিলেন, সে-সব আমাদের কাছে এখন আর গোপন নেই। কাজেই দয়া করে সমস্ত ঘটনা আমাদের কাছে খুলে বলুন, যাতে আমরা অমরবাবুর উদ্ধার-সাধন করতে পারি, আর যারা এই নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রের মূল নায়ক, তাদের উচ্ছেদ সাধনে সমর্থ হই।"

দ্বিজদাসবাবু গম্ভীরভাবে সব কথা শুনে গেলেন। তারপর বিলাসবাবুর দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণভাবে বললেন, "খবরের কাগজে নিহত লোকটির ফটো দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, হতভাগ্য টেড্-মিলানো ছাড়া সে আর কেউ নয়। এখন বুঝতে পারছি যে, আগেই সব কথা পুলিশের কাছে আমার খুলে বলা উচিত ছিল। তাতে জগতের কাছে আমার দারুণ ব্যর্থতার এবং মূর্খতার সংবাদ প্রচারিত হ'ত বটে কিন্তু টেড্-মিলানোকে হয়ত এমন ভাবে মরতে হ'ত না।

আমি ঠিক করেছিলাম যে আমার মূর্খতার এবং অবিবেচনার প্রায়শ্চিত্ত আমি একাই করব, কাউকে জানতে দেব না। এই জন্যই সে-সব কথা আমি কিছুমাত্র কারো কাছে প্রকাশ করিনি। ইচ্ছা ছিল যে, শক্তিতে না কুলোয়, আমার যথাসর্ব্বস্বের বিনিময়ে হ'লেও আমার সহকারী অমর গুপ্তকে শত্রুপক্ষের কবল থেকে রক্ষা করব। কিন্তু তার আগেই এই সংবাদ আপনারা জানতে পেরেছেন টেড্-মিলানোর আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে।"

একটু থেমে দ্বিজদাসবাবু আবার বলতে সুরু করলেন: "এখন আর কোন কথাই আমি আপনাদের কাছে গোপন করব না। কারণ এখন আমি বেশ বুঝতে পারছি যে, শত্রুপক্ষকে টাকার লোভ দেখিয়ে বশীভূত করা অসম্ভব; তাদের কবল থেকে অমর গুপ্ত আর আমার বিশ্বাসী ভৃত্য শঙ্করকে উদ্ধার করতে হ'লে চাই শক্তি এবং রাইফেলের গুলি। এ দুটো ছাড়া তাদের উদ্ধার করা সম্ভব হবে না। কাজেই এখন সব কথা খুলে বলছি।

আমি এখান থেকে পেরুভিয়ান কন্সালের কাছে অনুমতি নিয়ে পেরু যাত্রা করেছিলাম।

পেরুতে কয়েকদিন আমাদের একটা হোটেলে বাস করতে হয়েছিল। সেখানে দৈবাৎ একজন ক্ষমতাপন্ন পেরুদেশবাসী

স্প্যানিয়ার্ড ভদ্রলোকের সাথে আমাদের পরিচয় হয়। তার নাম —ডন্ কুইজেলো।

ইন্‌কাদের সম্বন্ধে সে যথেষ্ট উৎসুক ছিল, তাই সেও আমাদের সঙ্গী হয়েছিল। এখানে বলে রাখছি যে, ডন্ কুইজেলোও ইন্‌কাদের সম্বন্ধে গবেষণা করছিল। সুতরাং আমাদের কাজে সে খুব উৎসাহের সাথেই যোগদান করেছিল। টেড্-মিলানোও আমাদের দলে ছিল। বহু বাধাবিঘ্ন পার হয়ে আমরা তিনদিন পর কোরোজালে পৌঁছি।

প্রাচীন ইন্‌কা নগরী কোরোজালের বর্ণনা করে আমি আপনাদের সময় ও ধৈর্য্য নষ্ট করব না। শুধু এইটুকু জেনে রাখুন, যে, সেখানে পৌঁছে আমাদের ধারণা হ'ল আমরা যেন মায়াবলে কোন এক রূপকথার রাজ্যে এসে উপস্থিত হয়েছি! প্রাচীন ইন্‌কাদের প্রাসাদ, মন্দির ইত্যাদি কালের কবলে পড়ে ধ্বংস হ'লেও সেই ধ্বংসস্তূপের ভেতরেই ইন্‌কাদের শিল্প এবং সভ্যতার নিদর্শন দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়েছিলাম।

কিছুদিন আমাদের কাজ বেশ দ্রুত ও সুশৃঙ্খলভাবেই অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক বন্ধু ডন্ কুইজেলো এবং তার অনুচরদের দ্বারা শীঘ্রই আমরা এক ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হলাম।

পেরুতে সংগৃহীত লোকদের ভেতরে অধিকাংশই ছিল ডন্ কুইজেলোর লোক। আমাদের অভিযানের সুরু থেকেই ডন্ কুইজেলোর মনে কোন গোপন অভিসন্ধি লুকিয়ে ছিল। তাই সে আমাদের যে সব খননকারী যোগাড় করে দিয়েছিল—তাদের ভেতরে বেশীর ভাগই ছিল তার নিজের লোক। কিন্তু এসব কথা সে একান্ত ভাবেই গোপন করে রেখেছিল, আমাদের ঘূণাক্ষরেও তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য জানতে দেয়নি।

ডন্ কুইজেলো বুঝতে পেরেছিল যে, আমাদের এই আবিষ্কার প্রত্নতত্ত্ব-জগতের এক অদ্ভুত আবিষ্কার বলে গণ্য হবে; এবং তার

ফলে আমরা যে প্রচুর অর্থ ও সম্মানের অধিকারী হব, তাতে তার কোন অংশই থাকবে না।

এই সব চিন্তা করে সে আমাদের এই আবিষ্কারের ফল নিজে ভোগ করবার একটা উপায় স্থির করল। সে ভাব্‌ল, কোন রকমে আমাদের মুখ বন্ধ করতে পারলেই তার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে কোন বাধাই থাকবে না, কিন্তু আমাদের প্রকাশ্যভাবে হত্যা করবার সাহস তার ছিল না; তাই সে এক অদ্ভুত কৌশলে আমাদের ধ্বংস করবার উপায় স্থির করল।

সেদিন রাত্রে আমরা যে যার তাঁবুতে বিশ্রাম করছিলাম। গভীর অন্ধকারময় রাত্রি। আমাদের তাঁবু থেকে প্রায় হাত-কুড়ি দূরেই একটা তাঁবুতে থাকত ডন্ কুইজেলো ও টেড্-মিলানো। অন্যান্য খননকারীরা বাইরে আগুন জ্বালিয়েই রাত কাটিয়ে দিত।

গভীর রাত্রি। আমরা সবাই ঘুমে অচেতন ছিলাম। হঠাৎ আচমকা আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। স্পষ্ট দেখতে পেলাম যে, একটা লোক অতি নিঃশব্দে আমাদের তাঁবুর ভেতরে প্রবেশ করল। আমি বালিশের নীচ থেকে রিভলভারটা বার করেই টর্চ্চের আলো জ্বাললাম। টর্চ্চের আলোতে দেখতে পেলাম যে, আগন্তুক আর কেউ নয়—টেড্-মিলানো!

আমি বিস্মিতভাবে তার দিকে তাকাতেই সে ভীতস্বরে আমাকে জানালো যে ডন্ কুইজেলো তাঁবুতে নেই, এবং তার সঙ্গীদের ভেতরেও কয়েকজনকে সে দেখতে পাচ্ছে না। নিশ্চয়ই তারা কোন ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেছে।

আমি তার কথা বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমি ভাবলাম, কোনও কারণ-বশতঃ ডন্ কুইজেলো হয়ত তাঁবু থেকে বাইরে গেছে, আর তাতেই টেড্-মিলানোর মনে অনর্থক ভয়ের উদয় হয়েছে।

কিন্তু টেড্-মিলানোর আশঙ্কাই সত্যি হ'ল। গভীর রাতে জন

পঁচিশ-ত্রিশ অনুচর-সমেত ডন্ কুইজেলো হঠাৎ আমাদের আক্রমণ করল। ভীত খননকারীরা কিছু বুঝতে না পেরে অন্ধকার বনে আত্ম-গোপন করে প্রাণরক্ষা করল। আমাদের তাঁবুর দিকে ডন্ কুইজেলোর সতর্ক দৃষ্টি ছিল বলে আমরা পলায়ন করতে পারলাম না। ব্যাপার কিছু বুঝবার আগেই আমরা ডন্ কুইজেলোর হাতে বন্দী হলাম।

বন্দী হবার পর ধীরে-ধীরে সমস্ত ঘটনা আমি বুঝতে পারলাম। আমরা কোরোজাল্ নগরীকে মৃত বলে অনুমান করেছিলাম বটে কিন্তু তখনও সেই মৃত নগরীর একপ্রান্তে প্রাচীন ইন্কাদের বংশ-ধরেরা বাস করত। তাদের সংখ্যা অতি অল্প ছিল বলেই আমরা এযাবৎ তাদের কোন চিহ্নই দেখতে পাইনি। ডন্ কুইজেলো তার অনুচরদের এবং ইন্কাদের সাহায্য গ্রহণ করেছিল আমাদের বন্দী করবার জন্যে। কিন্তু কি উপায়ে যে ডন্ কুইজেলো নগর-প্রান্তে অবস্থিত ইনকাদের সন্ধান পেলো এবং কি বলে যে সে তাদের আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছিল, তা আজ অবধি আমি কিছু জানতে পারিনি।

ইন্কারা আমাদের নিয়ে অন্ধকারেই বনময় পথ অতিক্রম করে তাদের বাসস্থানের দিকে অগ্রসর হ'ল। তাদের হাত থেকে মুক্তি-লাভের কোন উপায় দেখতে না পেয়ে আমি হতাশ হলাম। হঠাৎ আমার মনে পড়ল যে, কাল রাতে আমি ডন্ কুইজেলোর সন্ধানে গিয়ে তাঁবুতে ফিরে এসে পিস্তলটা আমার কোটের পকেটেই রেখে-ছিলাম। ভুলবশতঃ সেটা আর বালিশের তলায় রাখিনি। একথা মনে হ'তেই আমি পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম যে, রিভলভারটা পকেটেই আছে।

পিস্তলটাকে আবিষ্কার করে আমি মুক্তিলাভের উপায় চিন্তা করতে লাগলাম। আমার পেছনে প্রায় জন-ছয়েক ইন্কা ছিল। আমার মনে হ'ল, রিভলভারের সাহায্যে তাদের হাত থেকে মুক্তিলাভ করা হয়ত

অসাধ্য হবে না; কিন্তু অমর গুপ্ত এবং টেড্-মিলানোর অদৃষ্টে কি ঘটবে? তখনই আর এক কথা মনে হ'ল। ভাব্লুম, আমিও যদি এদের সাথে বন্দী অবস্থায় ইন্কাদের দলেই থাকি, তাহ'লে বিপদ কিছুমাত্র কমবে না। বরং আমি মুক্তিলাভ করলে হয়ত বা তাদের উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা করতে পারি।

এই ভেবে আমি পকেট থেকে পিস্তলটা বার করে দুজন ইন্কাকে গুলি করে অন্ধকার বনের দিকে ছুটলাম। ইন্কারা আমার অনুসরণের চেষ্টা করল; আমি আরও দুজনকে জখম করে অন্ধকারে অদৃশ্য হলাম।

তারপর কি কষ্টে যে আমি পেরুতে এসে উপস্থিত হলাম, তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। স্থির করেছিলাম, পেরুতে এসে আমি পেরু-গভর্ণমেণ্টের কাছে সব কথা জানিয়ে সাহায্য ভিক্ষা করব। কিন্তু হঠাৎ ডন্ কুইজেলোর একখানা চিঠি পেয়ে আমি সে-পথ ত্যাগ করতে বাধ্য হই। সে একটা চিঠি লিখে আমায় জানায় যে, পেরু-গভর্ণমেণ্টের সাহায্য গ্রহণ করলে সে অমর গুপ্ত ও টেড্-মিলানোকে হত্যা করবে। নইলে সে তার কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাদের দুজনকে বন্দী করে রাখবে মাত্র, তারপর তার কাজ সমাপ্ত হবার পর সে তাদের দুজনকে মুক্তি দেবে।

আমি আর কোন উপায় না দেখে দেশে ফিরে আসি। কারণ, আমি স্থির করেছিলাম ডন্ কুইজেলোকে অর্থ দিয়ে বশীভূত করব, না হয় আমি যথেষ্ট বিশ্বাসী লোক নিয়ে কোরোজালে হানা দিয়ে অমর গুপ্ত ও টেড্-মিলানোকে উদ্ধার করব; কিন্তু এখানেও দেখছি শত্রুপক্ষ আমার পিছু নিয়েছে।"

ইনস্পেক্টর আড়চোখে একবার তাপসের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিন্তু ডন্ কুইজেলো তাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্যরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করবার সঙ্কল্প করেছিল। টেড্-মিলানো কোনও উপায়ে পলায়ন

করতে সক্ষম হ'লেও তার অনুচরদের হাতে প্রাণ দিয়েছে। অমর-বাবুও মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গুণছেন।"

দ্বিজদাসবাবু বিস্মিতভাবে বললেন, "আপনার এই কথার প্রমাণ কি? তাদের হত্যা করে ডন্ কুইজেলোর কোন্ স্বার্থ-সিদ্ধি হবে?"

বিলাসবাবু বললেন, "এই প্রশ্নের উত্তর একমাত্র ডন্ কুইজেলোই দিতে পারে। আর অমরবাবুর সম্বন্ধে আমার বক্তব্যের অতি উৎকৃষ্ট প্রমাণ আমাদের হস্তগত হয়েছে। সে টেড্-মিলানোর মারফৎ আমাদের কাছে এই সংবাদ পাঠিয়েছে। ডন্ কুইজেলো হয়ত কোনও প্রকারে এই সংবাদ জানতে পেরে টেড্-মিলানোকে হত্যা করেছে; কিন্তু টেড্-মিলানোর মৃত্যু ব্যর্থ হয়নি। তার সংগৃহীত সংবাদ দৈবাৎ আমাদের হস্তগত হয়েছে।"

দারুণ বিস্মিত হয়ে দ্বিজদাসবাবু বললেন, "অতি অদ্ভুত!"

তাপস হঠাৎ কথার মোড় ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল, "আপনি প্রাচীন ইন্কাদের ভাষা পড়তে পারেন?"

দ্বিজদাসবাবু বললেন, "হ্যাঁ।"

তাপস পকেট থেকে সেই কাঠের খোদাই-করা চাক্তিটা বার করে দ্বিজদাসবাবুর হাতে দিয়ে বলল, "এই চাক্তিটাতে প্রাচীন ইন্কা-ভাষায় কিছু লেখা রয়েছে। আশা করি, এর ভাবার্থ আপনি আমাদের বলতে পারবেন।"

দ্বিজদাসবাবু চাক্তিটা কয়েকবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বললেন, "এই ইন্কা-ভাষার অনুবাদ করতে হ'লে সময়ের প্রয়োজন। সুতরাং হঠাৎ কিছু বলা অসম্ভব। এটা আমার কাছে রেখে গেলে কাল আপনাদের এর সঠিক অনুবাদ জানাতে পারি।"

তাপস ঘাড় নেড়ে বলল, "স্বচ্ছন্দে!—আমরা কাল আসব। আশা করি এই চাক্তিটা থেকে আমাদের তদন্তে কোনও সুবিধে হ'তে পারে।"

ষ্টেশনে যেতে-যেতে তাপস, বিলাসবাবুর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, "এই কুসুমপুরেই কোথাও ডন্. কুইজেলোর সাঙ্গ-পাঙ্গ লুকিয়ে চারদিকে দৃষ্টি রেখেছে। আমাদের এখানে আগমন এবং ঐ চাক্তিটার কথাও খুব সম্ভব তাদের কাছে অজ্ঞাত নেই। যদি বা অজ্ঞাত ছিল, আমাদের এখানে আসবার পর তারা সেকথা জেনে কৃতার্থ হয়েছে, এবং এর ফলে আমাদের ওপর যে কি রকম আক্রমণ ঘটবে, আমি কেবল তাই ভাবছি!"
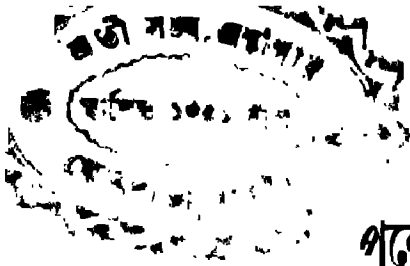
পনেরো

গভীর রাত্রি। তাপস গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিল। হঠাৎ তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তার ঘরের বারান্দায় কারো মৃদু পদশব্দ শুনে, সে হাতের ঘড়িটার দিকে তাকাল। রেডিয়ামের কাঁটা অন্ধকারে জ্বলছিল। রাত তখন আড়াইটা।

তাপস নিঃশব্দে শুয়ে থেকেই বুঝতে চেষ্টা করল সেই পায়ের শব্দ কার! তাহ'লে কি সত্যই তার অনুমান মত শত্রুপক্ষ তার আতিথ্য গ্রহণ করতে এসেছে ?

তাপস অন্ধকার ঘরের ভেতরে শুয়ে থেকে তীক্ষ্দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ চুপচাপ—আবার সেই অস্পস্ট পায়ের শব্দ !

হঠাৎ তাপস দেখতে পেলো, ঘরের দরজাটা আস্তে-আস্তে খুলে গেল ! তারপর অতি ধীরে পর-পর দুজন লোক সেই ঘরে প্রবেশ করল।

তাপস তাদের দেখতে পেয়েই চমকে বিছানার ওপর উঠে বসল। কিন্তু পর-মুহূর্ত্তে একটা টর্চ্চের উজ্জ্বল আলো তার মুখে এসে পড়ল। সঙ্গে-সঙ্গে কারো গভীর কণ্ঠরব কানে এলো, "চীৎকার করবার চেস্টা করো না দয়া করে। কারণ, চীৎকার করলেই তোমার নিশ্চিত মৃত্যু।"

বলেই একজন লোক দ্রুতপদে তাপসের দিকে অগ্রসর হয়ে তার সর্ব্বাঙ্গ খুঁজে দেখল। তার মতলব বুঝতে পেরে তাপস বলল, "কোন অস্ত্রই আমার কাছে আপাতত নেই। আপনারা এখানে আমার আতিথ্য গ্রহণ করবেন, এ-সংবাদটা যদি জানা থাকত,

তাহ'লে হয়ত আমি আপনাদের অভ্যর্থনার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারতাম।"

একটা জোয়ান লোক গম্ভীর স্বরে বলল, "তোমার ইয়ার্কি শুন্‌বার জন্য আমরা আসিনি। টেড্‌-মিলানো যে কাঠের চাক্তিটা দিয়েছিল, সেটা কোথায়? মনে রেখো, আমি আসল জিনিষটার কথাই বলছি—কোনও নকল কাঠের চাক্তির আমার প্রয়োজন নেই।"

লোকটার কথা শুনে তাপস মুহূর্তের জন্যে কিছু চিন্তা করল। তারপর হেসে বলল, "তোমরা বড় অসময়ে এসেছ বন্ধু! ঐ কাঠের চাক্তিটাতে তোমাদের এত প্রয়োজন আছে জানলে, আমি সেখানা হাতছাড়া করতাম না; নিজের কাছেই রেখে দিতাম। কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে সেখানা বর্ত্তমানে আমার কাছে নেই। কাঠের চাক্তির ওপরে খোদাই-করা ইন্‌কা-ভাষার ভাবার্থ গ্রহণ করবার জন্যে সেখানা আমি বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক দ্বিজদাসবাবুর কাছে দিয়েছি। সুতরাং আমি নিরুপায়!"

লোকটা কয়েক পা অগ্রসর হয়ে হুঙ্কার দিয়ে বলল, "মিথ্যে কথায় আমাদের প্রতারিত করবার চেষ্টা করো না মূর্খ! টেড্‌-মিলানো নিজের মূর্খতার জন্যে প্রাণ দিয়েছে এবং তোমাকেও ঠিক ঐভাবে নিজের মূর্খতার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। টেড্‌-মিলানোর কাছে পাওয়া সেই আসল কাঠের চাক্তিখানা কোথায় রেখেছ, বল। নইলে এখানেই তোমাকে গুলি করে মেরে আমরা নিজেরাই সমস্ত বাড়ী তোলপাড় করে খুঁজে দেখব।"

লোকটা কথা বলতে-বলতে তাপসের বিছানার ধারে এসে দাঁড়াল। তাপস এতক্ষণ পরে অন্ধকারে আবছা-ভাবে দেখতে পেলো, তাদের দুজনের মুখই কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা এবং হাতে এক-একটা রিভলভার।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাদের খুব কাছ থেকেই কেউ বলে উঠল,

"লক্ষ্মীছেলের মত তোমাদের হাতের রিভলভার দুটো ত্যাগ কর বন্ধুগণ! নড়বার চেষ্টা না করে, যেখানে আছ সেইখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক। নইলে প্রত্যেকের দেহে গোটা পাঁচ-ছয় করে সীসের গুলি প্রবেশ করবে এই মুহূর্ত্তে।"

পিঠে রিভলভারের নলের স্পর্শ অনুভব করার সাথে-সাথে এই আদেশ শুনে তারা ভীত ও বিস্মিত ভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পাশের দিকে তাকাল। আবছা-অন্ধকারে তারা দেখতে পেলো যে, ঘরের ভেতরে প্রায় জন-দশেক সশস্ত্র লোক তাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে

সঙ্গে-সঙ্গে প্রথম ব্যক্তির হাতের টর্চ্চ নিভে গেল।

ঘর অন্ধকারময় হ'তেই বিলাসবাবু একটা হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, "তাপস! আলো—আলো জ্বাল। কোথায়—কোথায় তোমার সুইচ?"

তিনি ইতস্ততঃ দেয়াল হাত্‌ড়ে সুইচ খুঁজতে লাগলেন; কিন্তু ঠিক্ তখনই তাঁর বিপরীত দিক থেকে একসঙ্গে পর-পর দুটো রিভলভার গর্জ্জে উঠল। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, অন্ধকারে বিলাসবাবুকে লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত দুটোগুলিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পেছনের দেয়ালে বিদ্ধ হ'ল।

দৈবাৎ সেই গুলি দুটোর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে বিলাসবাবু মরিয়া হয়ে উঠলেন। তিনিও তাঁর রিভলভার তুলে সেই দিক লক্ষ্য করে পর-পর দুবার গুলি করলেন।

বিলাসবাবুর গুলি বুঝি লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল না! গুলির সাথে-সাথে একটা করুণ আর্ত্তনাদ এবং মাটিতে একটা ভারী-কিছু পতনের শব্দ শোনা গেল। বিনোদবাবু সেই আর্ত্তনাদ এবং পতনের শব্দ শুনে বুঝলেন যে, তাঁর গুলিতে কেউ আহত হয়েছে। তারপর সব চুপ!

বিলাসবাবু তখনো সুইচ খুঁজে পাচ্ছেন না, অথচ তাপসও উঠে আলো জেলে তাঁকে সাহায্য করছে না, এতে বিলাসবাবু রাগে

একেবারে দিগ্‌বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য হয়ে চীৎকার করে বললেন; "এ কি হচ্ছে তাপস ? আলো জ্বাল।"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে—অর্থাৎ প্রায় পাঁচ মিনিট পরে—সুইচ খুঁজে বিলাসবাবু ঘরের আলো জ্বাললেন।

ঘর আলোকিত হ'তেই বিলাসবাবু বিস্মিত ভাবে দেখতে পেলেন যে, ঘরে কেউ নেই ! আততায়ীদের কেউ আহত হওয়া দূরে থাকুক, তারা অন্ধকারে সবার অজ্ঞাতে বেশ অক্ষত দেহেই প্রস্থান করেছে; আর সামনেই বিছানার ওপর তাপস নির্ব্বিকার ভাবে বসে রয়েছে !

ক্রুদ্ধভাবে বিলাসবাবু বললেন, "তোমার মতলব কি তাপস ? লোক দুটো আমাদের ফাঁদে পা দিয়েও অদৃশ্য হ'ল, অথচ তুমি তাদের পলায়নে বিন্দুমাত্র বাধা না দিয়ে নির্ব্বিকার ভাবে বসে কি ভাবছ ?"

তাপস একটু হেসে বললে, "তার কারণ এই যে, আমি মোটেই চাই না যে লোক দুটো এখনই গ্রেপ্তার হয়। তাদের গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়ত খুব শক্ত হ'ত না; কিন্তু তাতে আমাদের যথেষ্ট ক্ষতির আশঙ্কা ছিল। ২১শে জুনের আগেই অমর গুপ্তকে উদ্ধার করা দরকার; কিন্তু কোন রকমে এখানে যদি আমাদের একটা অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়, তাহ'লে তার ফল হবে অতি মারাত্মক। তাছাড়া ঐ লোকদুটোকে গ্রেপ্তার করলে আসল মস্তিষ্কটিকে গ্রেপ্তার করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হবে। কারণ, সে তাহ'লে সাবধান হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন সেই মূল মস্তিষ্কটিকে যার আদেশে তার এই সব দুর্দ্ধর্ষ অনুচরেরা চালিত হচ্ছে। তাকে গ্রেপ্তার করতে পারলে এই সব চুনোপুঁটির দল আপনিই এসে জালে উঠবে।"

বিলাসবাবু বিস্মিতভাবে বললেন, "তাহ'লে তুমি আমাকে দশজন সশস্ত্র লোক নিয়ে অন্ধকার বারান্দায় অপেক্ষা করতে বলেছিলে কি জন্যে ?"

তাপস বলল, "কোনও কারণ বশতঃ আমি সন্দেহ করেছিলাম যে, আজ রাত্রে আমার ওপর কোনও রকম আক্রমণ হ'তে পারে; কিন্তু আক্রমণটা কি ধরণের হবে, তা আমি আঁচ করতে পারিনি। পাছে সেই আক্রমণের ফল আমার পক্ষে মারাত্মক হয়, সেই জন্যে আমি আগে থেকেই এই ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম। কিন্তু এর জন্যে আপনি আক্ষেপ করবেন না। শীঘ্রই পালের গোদার সাথে একসঙ্গে সবক'টা দুর্ব্বৃত্তকে আপনি হাজতে পুরে ধন্য হ'তে পারবেন সন্দেহ নেই।"

সন্দেহের সুরে বিলাসবাবু বললেন, "সে বিষয়ে আমি খুব নিশ্চিত নই। এই রহস্যের নায়ক কে, এবং সে কেন এতগুলো লোককে খুন করেছে, তা এখনও আমরা কিছুই জানতে পারিনি।"

তাপস রহস্যময় হাসি হেসে বলল, "আপনার কথা খুব সত্য; কিন্তু সেই দলপতি যথেষ্ট মস্তিষ্কশালী হ'লেও হঠাৎ একটা মারাত্মক ভুল করে বসেছে! এবং এই ভুলের ফলেই সে আপনাকে প্রকাশ করে দিয়েছে। সুতরাং আজ হোক অথবা কাল হোক, সে গ্রেপ্তার হবেই। এখন আমাদের আসল কাজ হচ্ছে পেরু যাত্রা করা। যেমন করেই হোক, ২১শে জুনের পূর্ব্বেই অমর গুপ্তকে ইন্‌কাদের কবল থেকে উদ্ধার করতে হবে।"

বিলাসবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু তুমি পথ চিনে কোরোজালে উপস্থিত হবে কি করে শুনি?"

তাপস বলল, "দ্বিজদাসবাবু আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। আমরা অমর গুপ্তকে উদ্ধার করতে পেরু যাত্রা করছি শুনলে, উনি সানন্দে আমাদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হবেন সন্দেহ নেই। কাজেই এখন আর কোন ভাবনা নয় ইন্‌স্পেক্টরবাবু!—আমাদের এখন একমাত্র ভাবনা হবে পেরু হয়ে কোরোজাল্‌ সহরে পৌঁছান, আর তারপর অমর গুপ্তের উদ্ধার-সাধন।"

ষোল

কিছুকাল পরে।—

পেরুতে পৌঁছে আগের ব্যবস্থামত তারা সবাই একটা হোটেলে গিয়ে উঠল। এরোপ্লেনের পাইলট মরিস্ তাদের আগমনের আশায় অপেক্ষা করছিল। প্রায় আধঘণ্টা পর সে এসে জানাল যে, এরোপ্লেন তৈরী আছে, সুতরাং তারা যখন খুসী তাদের গন্তব্যস্থানে যাত্রা করতে পারে।

তাপস, মরিসের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "আশা করি আমাদের উপদেশমত তুমি সমস্ত ব্যবস্থাই ঠিক করে রেখেছ?"

মরিস্ ঘাড় নেড়ে বলল, "হ্যাঁ! সপ্তাহখানেকের মত প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিষই এরোপ্লেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আপনারা কোথায় যাত্রা করবেন তার কিছুই এখনো জানতে পারিনি!"

মরিস্ কথাগুলো বলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাপসের দিকে তাকাল; কিন্তু জবাব দিলেন বিলাসবাবু। তিনি বললেন, "আমি ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে কোন জরুরী কাজের ভার নিয়ে এদেশে এসেছি। আমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদনে হঠাৎ কোনও বাধার সৃষ্টি হ'তে পারে এই আশঙ্কাতেই সে কথা আমরা এখনও কারো কাছে প্রকাশ করা উচিত বিবেচনা করিনি। যাহোক্, তুমি শীঘ্রই আমাদের গন্তব্যস্থল এবং উদ্দেশ্য জানতে পারবে।"

মরিস্ বলল, "সে আপনারা যা ভাল বিবেচনা হয় করবেন। আমি এখানকার ব্রিটিশ কন্সালের আদেশ অনুসারে এক সপ্তাহের জন্যে আপনাদের ব্যবহারের উদ্দেশে এই এরোপ্লেন রিজার্ভ করে রেখেছি। আপনারা কখন রওনা হবেন, স্থির করেছেন?"

তাপস্ বলল, "কাল খুব ভোরে—ঠিক পাঁচটার সময় আমরা রওনা হব। এই সময়টুকুর ভেতরে আরো কতকগুলো প্রয়োজনীয় কাজ আমাদের শেষ করতে হবে। তুমি ঠিক পাঁচটার সময় তৈরী থেকো।"

সম্মতি জানিয়ে মরিস্ প্রস্থান করল।

আগের ব্যবস্থামত ভোর পাঁচটার সময় তাদের প্লেন পেরু ত্যাগ করে দ্বিজদাসবাবুর নির্দ্দেশমত পূর্ব্বদিক লক্ষ্য করে যেতে লাগল। ক্রমে পেরুর বাড়ী-ঘর ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতর হয়ে দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হ'ল।

তাপস এবং পাইলট মরিস্ ছিল আগের আসনে। বিলাসবাবুরা তিনজন তাদের পেছনের আসনে স্থান গ্রহণ করেছিলেন।

তাপস, মরিসের দিকে তাকিয়ে বলল, "মেশিন-গানটা এরোপ্লেনের সাথে সংযুক্ত আছে ত?"

মরিস্ বলল, "হ্যাঁ! আপনাদের নির্দ্দেশমত মেশিন-গানটা এমন ভাবে ফিট্ করেছি যাতে বাইরে থেকে তার কিছুই বুঝবার কোন উপায় না থাকে। ছয় রাউণ্ড গুলিও সঙ্গে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আপনাদের এ-সব অদ্ভুত ব্যবস্থার কোন মানে আমি এখনও বুঝতে পারিনি। আপনারা এত গোপনভাবে কোথায় চলেছেন, কি আপনাদের উদ্দেশ্য, তা আমার কাছে অত্যন্ত অদ্ভুত বলেই মনে হচ্ছে!"

মরিসের কথা শুনে তাপস তার দিকে তাকিয়ে হাসল। তার পর বলল, "তোমার কাছে কোনও কথা গোপন করব না। কারণ, এখন তুমিও আমাদের দলেরই একজন। আমার বক্তব্য শুনলেই তুমি আমাদের এই অপরূপ অভিযানের কারণ বুঝতে পারবে।"

তাপস প্রথম থেকে সব কথা একে-একে মরিসের কাছে খুলে বলল। মরিস্ বিস্ফারিত নেত্রে তার কথাগুলো শুনে বলল, "ও! আপনারা তাহ'লে অমর গুপ্তকে উদ্ধার করতে চলেছেন?"

তাপস মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ! সূর্য্যদেবের মন্দিরে তাকে ইন্‌কারা উৎসর্গ করবার আগেই আমরা তাকে উদ্ধার করব।"

মরিস্ বলল, "আপনি কি মনে করেন যে ডন্ কুইজেলো সেখানেও আমাদের বাধা দেবার চেষ্টা করবে?"

তাপস বলল, "তাতে সন্দেহমাত্র নেই। সে ইন্‌কাদের সাহায্য লাভ করে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েছে। এই অবস্থায় খালি হাতে তার বিরুদ্ধে আমরা কিছুই করতে পারব না। সেই জন্যেই মেশিন-গানের ব্যবস্থা করতে হয়েছে।"

মরিস্ জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি মনে করেন যে ডন্ কুইজেলো আপনাদের বরাবর অনুসরণ করে আসছে?"

তাপস দৃঢ়স্বরে বলল, "হ্যাঁ! আমরা মুহূর্ত্তের জন্যেও তার দৃষ্টি অতিক্রম করতে পারিনি।"

তারপর দুজনেই চুপ। তাপস গম্ভীরভাবে তার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা চিন্তা করছিল—বহু গ্রাম ও বনজঙ্গল পার হয়ে তাদের প্লেন্ দ্রুতবেগে অগ্রসর হচ্ছিল—হঠাৎ মরিস্ প্রশ্ন করল, "ডন্ কুইজেলোকে আপনারা কেউ দেখেননি; কাজেই তাকে চিন্‌বেন কি করে?"

তাপস বলল, "তাকে আমরা কেউ চিনি না বা তার দর্শনলাভও অবশ্য আমাদের ঘটে ওঠেনি! তাহ'লেও আমি পেরুতে কয়েক জায়গা থেকে ডন্ কুইজেলোর সম্বন্ধে এমন কতকগুলো জিনিষ জানতে পেরেছি, যাতে তাকে খুঁজে বার করতে আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না। ডন্ কুইজেলোর আনুমানিক চেহারা আমার চোখের সামনে ভাসছে।"

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই তারা মৃত নগরী কোরোজালের ওপর এসে পড়ল। চারদিকে গভীর বন। মাঝে-মাঝে খানিকটা পরিষ্কার জায়গায় কয়েকখানা কুঁড়েঘর মাত্র চোখে পড়ে।

তাপস তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। হঠাৎ

চোঙার ভেতর থেকে পেছনে দ্বিজদাসবাবুর স্বর ভেসে এলো, "এর নীচেই কোরোজাল্ নগরীর ধ্বংসস্তূপ। এখানে কোনও সুবিধামত স্থান দেখে মরিস্‌কে এরোপ্লেন্ নামাতে বলুন।"

তাপস সতর্কভাবে চারদিকে তাকাতে-তাকাতে বলল, "আজ ২১শে জুন। সুতরাং চাক্তির ভাষামত আজকেই সূর্য্যদেবের মন্দিরে অমর গুপ্তকে উৎসর্গ করা হবে। একথা সত্য হ'লে এই বনের ভেতরেই কোথাও আমরা ইন্‌কাদের দর্শন পাব ঠিক।"

মরিস্ চারদিকে তাকিয়ে বললে, "ইন্‌কাদের সূর্য্যদেবের মন্দির কি এই বনের ভেতরেই রয়েছে?"

তাপস বলল, "হ্যাঁ! প্রাচীন ইন্‌কা-রাজধানী এই কোরোজাল্। এখানেই কোন প্রাচীন সূর্য্যমন্দির আছে এটা ঠিক। এখন সেই মন্দিরটাই আমাদের খুঁজে বার করতে হবে।"

হঠাৎ মরিস্ একদিকে তাপসের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, "দেখুন মিঃ রায়! দূরে বাঁ-দিকে একটা উজ্জ্বল কিছু সূর্য্যালোকে জ্বলছে। আমার মনে হয় ওটা কোন মন্দিরের ধাতু-নির্ম্মিত চূড়া-বিশেষ হ'তে পারে।"

তাপস লক্ষ্য করে দেখল মরিসের কথা সত্য। দূরে বনের ওপর একটা কিছু চক্-চক্ করছে। সে মরিসের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার অনুমান হয়ত সত্য। চল ওদিকে গিয়ে দেখা যাক্ ওটা কি!"

প্লেন্ সেইদিকে দ্রুতবেগে ধাবিত হ'ল। সেই উজ্জ্বল বস্তুটার নিকটবর্ত্তী হ'তেই সেইদিক থেকে একটা অস্পষ্ট কোলাহলের শব্দ তাদের কানে এলো। সামনে পৌঁছে সকলেই দেখতে পেলো যে, সেটা একটা উজ্জ্বল ধাতু-নির্ম্মিত মন্দিরের চূড়াই বটে! মন্দিরটার সামনেই প্রকাণ্ড খোলা জায়গা। সেখানে কোন কারণে অনেক লোক সমবেত হয়েছে। তাদের চীৎকারে চারদিক প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

তাপস, মরিসের দিকে তাকিয়ে ব্যগ্রকণ্ঠে বলল, "প্লেন্ আরও নীচে নামাও। আমার মনে হচ্ছে আমরা ঠিক সময়মত এবং সঠিক স্থানেই এসে উপস্থিত হয়েছি।"

চোঙের ভেতর থেকে দ্বিজদাসবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "আমাদের ঠিক নীচেই কোরোজালের বিখ্যাত সূর্য্যমন্দির! মন্দিরের সামনেই ইন্‌কাদের সমবেত হ'তে দেখে বোধ হচ্ছে আমরা সময়মতই এখানে এসে পৌঁচেছি! মরিস্‌কে প্লেন্ নামাতে বল। দেরী হ'লে হয়ত এখানে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে।"

তাপস বলল, "এখানে প্লেন্ নামালে ইন্‌কারা সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের হত্যা করবে। তারা দলে অনেক বেশী এবং যথেষ্ট সশস্ত্রও বটে। নামবার আগে আমাদের অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু তার আগে এদের এই মন্দিরের সামনে সমবেত হবার কারণটা সঠিকভাবে জানা দরকার।"

তাপসের নির্দ্দেশে মরিস্ প্লেন্ নীচে নামাতেই তাপস নীচের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। সে স্পষ্ট দেখতে পেলো, মাঠের মাঝখানে দুজন বন্দীকে ঘিরে ইন্‌কারা উল্লাসে মত্ত। বন্দীরা দুটো খুঁটির সাথে দৃঢ়ভাবে বাঁধা রয়েছে—তাদের মুখে একটা দারুণ হতাশার চিহ্ন!

হঠাৎ ইন্‌কাদের ভেতর থেকে দুজন বৃদ্ধ পুরোহিত বন্দীদের দিকে অগ্রসর হ'তেই চারদিকের সমবেত ইন্‌কারা উল্লাসে কোলাহল করে উঠল। চারজন সশস্ত্র ইন্‌কা সেই কাঠের খুঁটি থেকে বন্দীদের মুক্ত করে, তাদের নিয়ে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হ'ল। বন্দীরা একবার প্রাণপণ শক্তিতে তাদের বাধা দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু বলশালী ইন্‌কারা, অতি অনায়াসে তাদের ছাগশিশুর মত ধরে নিয়ে পুরোহিতদের অনুসরণ করল।

তাপস মেশিন-গানটার কথা জিজ্ঞাসা করতে মরিস্ তাকে একটা

আবরণ তুলে সেটি দেখিয়ে দিল। তাপস, মরিস্‌কে তার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে মেশিন-গানের সামনে বসে তার লক্ষ্য স্থির করতে লাগ্‌ল।

তাপসদের নির্দ্দেশমত প্লেন্‌খানা ইন্‌কাদের লক্ষ্য করে নীচে নেমে এলো। সঙ্গে-সঙ্গে তাপসের হাতের মেশিন-গান গর্জ্জে উঠল, 'কট্‌-কট্‌-কট্‌-কট্‌!'

মেশিন-গানের গুলিতে ইন্‌কাদের ভেতরে মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা সুরু হ'ল। তারা ভীতভাবে প্লেনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ এই বিপৎপাতের কারণ অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করল; কিন্তু কিছু বুঝবার আগেই মেশিন-গানের গুলিতে বহু ইন্‌কার প্রাণবায়ু শূন্যে মিলিয়ে গেল।

কিছু বুঝতে না পারলেও মৃত্যুর এই তাণ্ডবলীলা দেখে ইন্‌কারা ভীত এবং দিশেহারা হয়ে পড়ল। তারপর কোনদিকে দৃষ্টিপাত না করে তারা গভীর বনের দিকে পলায়ন করতে সুরু করল আত্মরক্ষা করবার আশায়।

ইন্‌কারা ছত্রভঙ্গ হ'তেই তাপসের কথামত মরিস্‌ এরোপ্লেন নীচে নামাল। ইন্‌কারা তখন দ্রুতপদে বন্দীদের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল; তাপস মৃদুস্বরে মরিসের সাথে কিছু পরামর্শ করে বন্দীদের দিকে এগিয়ে গেল।

হঠাৎ ইন্‌কাদের ছত্রভঙ্গ হ'তে দেখে এবং প্লেন্‌খানাকে নীচে নামাতে দেখে, বন্দীরা বিস্মিতভাবে সেটির দিকে তাকিয়ে ছিল। তাপসদের তাদের দিকে অগ্রসর হ'তে দেখে তাদের প্রাণে আশার সঞ্চার হ'ল। তারা টলতে-টলতে তাদের দিকে এগিয়ে এলো।

কিন্তু দ্বিজদাসবাবুর দিকে চোখ পড়তেই প্রৌঢ় বন্দীর চোখ-দুটো বাঘের মত জ্বলে উঠল। কঠিন কণ্ঠে সে চীৎকার করে বলল "শয়তান, তুমি! তুমি এখানে এসেছ আবার?"

দ্বিজদাসবাবু পিশাচের মত হো-হো করে অট্টহাসি হেসে বললেন, "হ্যাঁ! প্রফেসার রায়! আপনার কৌশলে হস্তচ্যুত সেই কাঠের চাক্তিখানা সংগ্রহ করবার জন্যে এবং আপনাদের সবাইকেই একসঙ্গে সূর্য্য-মন্দিরে উৎসর্গ করবার সুব্যবস্থা করবার জন্যেই এখানে আমার আগমন হয়েছে,—আপনাদের উদ্ধার করবার জন্যে নয়।"

দ্বিজদাসবাবু সকলের পেছনে ছিলেন। তাঁর কথা শুনে ব্যাপার কি বুঝতে না পেরে সবাই একসঙ্গে তাঁর দিকে তাকাল। ভীত দৃষ্টিতে সবাই দেখতে পেলো, তাদের ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে আছেন দ্বিজদাস রায়, তাঁর দুহাতে দুটো রিভলভার—মুখে একটা হিংস্র ভাব।

তাপস কিন্তু কিছুমাত্র বিস্মিত না হয়ে বলল, "তোমার পরিচয় এবং উদ্দেশ্য অন্য সবাইকে বিস্মিত করলেও আমি তাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হইনি ডন্ কুইজেলো! তোমার পরিচয় ও উদ্দেশ্য আমি ভারতবর্ষেই জানতে পেরেছিলাম এই কথা শুনলে তুমিই হয়ত খুব আশ্চর্য্য হবে। কাজেই তোমার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেই আমি এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি। এখন আর ইন্‌কারা কেউ তোমাকে সাহায্য করতে আসবে না। সুতরাং তুমি এযাত্রা পরিত্রাণ পাবে না। তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করতেই হবে।

দ্বিজদাসবাবুকে এখানে বন্দী করে রেখে, তার ছদ্মবেশে তুমি সবার চোখে ধূলি দিতে পারলেও আমাকে প্রতারিত করতে পারনি। লোকের প্রাণ নিয়ে তুমি ছিনিমিনি খেলতে দ্বিধা বোধ করনি। তোমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ অন্ততঃ দশবার তোমার ফাঁসি হওয়া উচিত; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, সে-রকম হবার কোন উপায় নেই, একবার ফাঁসিকাঠে উঠেই তোমাকে সব দেনা-পাওনা শোধ করতে হবে।"

তাপসের কথা শুনতে-শুনতে ছদ্মবেশী ডন্ কুইজেলোর চোখ দুটো ভীষণ হিংস্র হয়ে উঠল। সে হুঙ্কার দিয়ে বলল, "তবে মর!"

কিন্তু তার রিভলভারের গুলি বার হবার আগেই পর-পর চারটে গুলি পেছন দিক থেকে এসে ডন্ কুইজেলোর দেহে বিদ্ধ হ'ল।

সকলে তাকিয়ে দেখল, একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে পাইলট মরিস্। তার মুখে একটা তৃপ্তির হাসি! তার হাতের রিভলভার থেকে তখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

সতেরো

পেরুতে পৌঁছে তারা বড় দুঃখের সঙ্গে মরিস্‌কে বিদায় দিয়ে আগের হোটেলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করল। ইন্‌কাদের হাতে বন্দী-জীবন যাপন করে দ্বিজদাসবাবুর এবং অমর গুপ্তের শরীর ভেঙ্গে গিয়েছিল। কয়েকদিন পর তারা একটু সুস্থ হ'লে তাপস বলল, "আশা করি আপনারা এখন অনেকটা সুস্থ হয়েছেন। এখন আপনারা কি করবেন স্থির করেছেন? আমাদের সাথে ভারতবর্ষে ফিরে যাবেন, না আবার কোরোজালের দিকে যাত্রা করবেন?"

দ্বিজদাসবাবু মনোযোগের সাথে টেড্‌-মিলানোর কাছে তাপসের পাওয়া সেই কাঠের চাক্তিটা দেখছিলেন। তাপস সেটি তাঁর হাতেই অর্পণ করেছিল।

তাপসের কথা শুনে দ্বিজদাসবাবু হেসে বললেন, "না, আমার কাজ শেষ না করে আমি দেশে ফিরব না। প্রাচীন ইন্‌কাদের রহস্য আমি ভেদ করতে কৃতসঙ্কল্প। গতবার নিজের মূর্খতার জন্যে সমস্ত পণ্ড হয়েছিল; কিন্তু এবার আমি সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হয়েই কোরোজালের দিকে যাত্রা করব। এবার আর আমাদের দলে কোন ডন্‌ কুইজেলো থাকবে না।"

তাপস, ছদ্মবেশী ডন্‌ কুইজেলোর কাছে শোনা ইতিহাস বর্ণনা করে বলল, "ডন্‌ কুইজেলো আমাদের কাছে এই ইতিহাস বর্ণনা করেছিল। কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা যে, সে শুধু আবিষ্কারের সম্মান ও অর্থের লোভে এমন ভয়ানক কাজে হাত দেয় নি। এর পেছনে অন্য কোনও রহস্য লুকিয়ে আছে। কিন্তু আমরা অনেক চেষ্টা করেও কি সেই গুপ্ত রহস্য, তা আজ পর্য্যন্ত জানতে পারিনি।

মৃত্যুর এই তাণ্ডব লীলা দেখে ইন্‌কারা ভীত এবং
দিশেহারা হয়ে পড়ল। [পৃঃ—৯৩

তারপর ঐ কাঠের চাক্তি। ওটা কি—এবং ডন্ কুইজেলোই বা ওটার জন্যে কেন এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, তা আমাদের কাছে প্রহেলিকা বলেই মনে হয়।”

দ্বিজদাসবাবু হেসে বললেন, “প্রা[illegible] ইতিহাসই ডন্ কুইজেলো আপনাদের কাছে ব্যক্ত করেছি [illegible] এই যে, সে নিজেই আমার স্থান অধিকার করে [illegible] চমৎকার অভিনয় করে গেছে! কিন্তু এই সমস্ত রহস্যে[illegible] রয়েছে এই কারুকার্য্যময় কাঠের চাক্তিটা।

কোরোজালে একটা প্রাসাদের ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে আমি এই চাক্তিটা আবিষ্কার করি। তার ওপরে খোদাই-করা প্রাচীন ইন্‌কা-ভাষা থেকে আমি জানতে পারি যে, এতে একটা সূর্য্য-মন্দিরের নির্দ্দেশ দেওয়া আছে। আমি প্রথমতঃ কিছু বুঝতে না পেরে ডন্ কুইজেলোকে সব কথা বলে এই চাক্তিটা তাকে দেখাই। সে এই চাক্তিটা দেখে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই ভাব দমন করে বলল যে, চাক্তিটার কোন গুরুত্ব আছে বলে সে মনে করে না।

ডন্ কুইজেলো এরপর আমার কাছ থেকে সেটি হস্তগত করবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল। তার মনের ভাব বুঝতে পেরে চাক্তিটার সম্বন্ধে আমি খুব সতর্ক হলাম—এবং তার রহস্য উদ্ঘাটন করবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলাম।

একদিন হঠাৎ একটা কথা আমার মনে পড়তেই আমি চমকে উঠলাম। প্রবাদ আছে যে, ইন্‌কারাজ আটাহুয়াল্লার মৃত্যুর পর আক্রমণকারী স্প্যানিয়ার্ডদের কবল থেকে প্রাচীন রাজধানী সূর্য্য-মন্দিরের প্রচুর ধনরত্ন রক্ষা করবার জন্যে প্রধান রাজ-পুরোহিত তার কতকগুলো বিশ্বাসী অনুচরদের সহায়তায় স্প্যানিয়ার্ডদের দৃষ্টি এড়িয়ে সেই সব ধনরত্ন নিয়ে রাজধানীর পূবদিকে যাত্রা করে।

যেতে-যেতে তারা গভীর এক বনের ভিতরে এসে উপস্থিত হ'ল। ক্রমে সেখানে 'কোরোজাল্' নামক নগরীর পত্তন হয়। কিন্তু সে কোথায় সেই সূর্য্য-মন্দিরের ধনরত্ন গচ্ছিত রেখেছিল, তা কেউ জানত না। আমার মনে হ'ল এতে হয়ত সেই গুপ্ত ধনাগারের সন্ধান দেওয়া আছে এবং আমি যে প্রাসাদের ধ্বংস-স্তূপের ভেতরে এটা আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছি, সেটা খুব সম্ভব সেই প্রাচীন রাজ-পুরোহিতের ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাসাদ।

ইন্‌কাদের এই প্রবাদ-বাক্য আমি হয়ত বিশ্বাস করতাম না যদি এর পেছনে কোনও ঐতিহাসিক সত্য না থাকত। ঐতিহাসিকরাও এই প্রবাদ-বাক্য সত্য বলে স্বীকার করে। কিন্তু সেই গুপ্ত ধন-ভাণ্ডারের সংবাদ সকলের কাছেই অজ্ঞাত ছিল। আমি দৈবক্রমে ধন-ভাণ্ডারের চাবি-কাঠি আবিষ্কার করলেও, তা উদ্ধার করবার কোনও চেষ্টা করতে পারলাম না। কারণ, ডন্ কুইজেলো সেই চাক্তিটা হস্তগত করবার জন্যে, কয়েকবার চেষ্টা করেও যখন ব্যর্থ হ'ল, তখন সে বন্ধুত্বের মুখোশ খুলে ফেলে নিজের রূপ ধারণ করল। সে ভয় দেখিয়ে আমার কাছ থেকে চাক্তিটা আদায় করবার চেষ্টা করল। এমন কি, সেটা না পেলে সে আমাদের হত্যা করবে, একথাও স্পষ্টভাবে আমাদের জানিয়ে দিল।

কিন্তু আমি স্থির জানতাম যে, জিনিষটা না পাওয়া পর্য্যন্ত অন্ততঃ নিজের স্বার্থের খাতিরেও সে আমাদের হত্যা করবে না। কারণ, চাক্তিটা আমি কোথায় রেখেছিলাম, তা সে জানত না। সুতরাং আমাদের মৃত্যুর সাথে-সাথে সেই চাক্তিটার আশাও তাকে ত্যাগ করতে হবে।

সে আমাদের বন্দী করে নানাভাবে সেটা আদায় করবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল। তার অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আমরা একটা উপায় স্থির করলাম। যদিও তাতে নিশ্চয়তা

কিছুই ছিল না—তবুও সেটাকেই তখন আমরা একমাত্র উপায় বলে আঁকড়ে ধরলাম।

টেড্-মিলানোও আমাদের সাথে বন্দী ছিল। আমি সেই চাক্তিটার ওপর—অমরের নাম করে—আমাদের উদ্ধারের চেষ্টা করবার অনুরোধ-বাণী খোদাই করে, টেড্-মিলানোর হাতে দেই। সে যদি কোন ক্রমে ভারতবর্ষে পৌঁছুতে পারে, তাহ'লে এই চাক্তিটা ডন্ কুইজেলোর হাত থেকে অন্ততঃ রক্ষা পাবে এবং হয়ত বা আমাদের উদ্ধারের কোন চেষ্টাও হ'তে পারে। আমি টেড্-মিলানোকে দিলীপ গুপ্তের ঠিকানা জানিয়ে সেটা তাকে দেই এবং আমাদের বন্দী হবার সংবাদ দিতে বলি।

তারপর একদিন গভীর রাত্রে প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে টেড্-মিলানো এখান থেকে পলায়ন করতে সমর্থ হয়। টেড্-মিলানোকে পলায়ন করতে দেখে ডন্ কুইজেলোর মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তখন সে আমাদের স্থানীয় ইন্‌কাদের হাতে সমর্পণ করে ও টেড্-মিলানোর সন্ধানে এখান থেকে অদৃশ্য হয়।

ডন্ কুইজেলো যে ইন্‌কাদের সাথে ষড়যন্ত্র করে ২১শে নভেম্বর তারিখে আমাদের হত্যা করবে, তা আমরা আগেই তার কথাবার্ত্তাতে বুঝতে পেরেছিলাম। ডন্ কুইজেলো সে-কথা আমাদের কাছে গোপন করবার কোনও চেষ্টা করেনি।

টেড্-মিলানো পলায়ন করতে সমর্থ হ'লেও আমরা মনে-মনে বাঁচবার কোনও আশা রাখিনি। কারণ, এই দুর্গম অঞ্চল পার হয়ে সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় সে যে ভারতবর্ষে পৌঁছুতে সমর্থ হবে, তা আমরা ভাবতেও পারিনি।”

তাপস বলল, “কিন্তু টেড্-মিলানো ত পেরু গিয়েই পুলিসের কাছে সাহায্য চাইতে পারত!”

দ্বিজদাসবাবু বললেন, “হ্যাঁ! তা পারত বটে। কিন্তু তাতে

কিছু অসুবিধাও ছিল। প্রথমতঃ, আমরা এই সংবাদ বাইরের কাউকে জানতে দিতে প্রস্তুত ছিলাম না। দ্বিতীয়তঃ, পেরুতে ডন্ কুইজেলোর অসীম প্রতাপ। এই অবস্থায় পেরু থেকে কোন সাহায্য পাওয়ার আশা হয়ত ছিল না। থাকলেও সেই সাহায্য এসে এখানে পৌঁছুবার আগেই ডন্ কুইজেলো টেড্-মিলানোকে হত্যা করে চাক্তিটা হস্তগত করত। আমাদের আসল উদ্দেশ্যই তাহ'লে পণ্ড হ'ত। '

টেড্-মিলানো তার কর্ত্তব্য অতি নিখুঁত ভাবেই সম্পন্ন করেছিল। কিন্তু শয়তান ডন্ কুইজেলোর হাতে সে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে শুনে আমি এত দুঃখিত হয়েছি যে, তার প্রাণের বদলে যদি এই চাক্তিটা যেত, তাহ'লেও হয়ত আমি এত দুঃখিত হতাম না।

হতভাগ্য টেড্-মিলানো! ভগবান্ ওর আত্মার মঙ্গল করুন। কিন্তু তার মৃত্যু আমি ব্যর্থ হ'তে দেব না। আমি গুপ্ত ধন-ভাণ্ডার খুঁজে বার করবার জন্যে কোরোজালে যাব। আমাদের আবিষ্কার শুনে জগৎ স্তম্ভিত হবে। বিংশ শতাব্দীর একটা শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলে এটা গণ্য হবে সন্দেহ নেই,—এবং আমাদের নামের আগে থাকবে আবিষ্কারক টেড্-মিলানোর নাম।"

আঠারো

সমুদ্রের জল আলোড়িত করে জাহাজ তখন পূর্ণবেগে ভারতের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। আকাশের বুকে পূর্ণিমার প্রকাণ্ড চাঁদ—আর সমুদ্রের বুকে তার ছায়া। চঞ্চল সমুদ্রের বুকে চাঁদের ছায়া টুকরো-টুকরো আগুনের মত জ্বলছিল।

তাপস চুপ করে ডেকে একটা ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিল। জাহাজের ভেতর থেকে আনন্দে মত্ত নরনারীর সঙ্গীত-ধ্বনি এবং কোন ইউরোপীয় যন্ত্রের সুমিষ্ট রেশ্ ভেসে আসছিল।

হঠাৎ তার পাশে কারো পায়ের শব্দ শুনে তাপস মুখ তুলে তাকিয়ে দেখতে পেলো, সে দীপক।

তাপস মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার মনে হঠাৎ কি এমন বৈরাগ্যের উদয় হ'ল যে, জাহাজের ভেতরের আনন্দ-কোলাহল ত্যাগ করে বাইরের ডেকে এসে হাজির হয়েছ?"

দীপক তার পাশে একটা চেয়ারে স্থান গ্রহণ করে বলল, "বিরক্ত লাগল বলে আমি উঠে এলাম; বিশেষতঃ, তোমরা কেউ পাশে নেই। বিলাসবাবু কেবিনের ভেতর দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন, আর তোমারই বা কি হয়েছে কে জানে? তুমি একলা বাইরে ডেকের ওপর বসে কি চিন্তা করছ শুনি?"

তাপস হেসে বলল, "চিন্তা আমি কিছুই করছি না। এখানে বসে পূর্ণিমা রাতে মুক্ত সমুদ্রের নৈসর্গিক শোভা দর্শন করছি মাত্র। আনন্দ করবার সুযোগ হয়ত জীবনে বহু আসবে—কিন্তু প্রকৃতির এই অপরূপ রূপ দর্শন করবার মত সৌভাগ্য জীবনে আর নাও ঘটতে পারে।"

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। হঠাৎ দীপক প্রশ্ন করল, "দোহাই তাপস! আমার মনের কতকগুলো সন্দেহ তুমি দয়া করে দূর কর। নইলে সেই চিন্তায় হয়ত বা রাত্রে আমার ঘুমই আসবে না। আমি এখনও কিছুই ঠিক করতে পারছি না যে তুমি কি করে আগেই দ্বিজদাসবাবুর ছদ্মবেশী ডন্ কুইজেলোকে চিনতে পেরেছিলে! এবং তাকে চিনতে পারা সত্ত্বেও কোন্ সাহসে তুমি তার মত একটা খুনীকে সাথে নিয়ে পেরু যাত্রা করেছিলে বলতে পার?"

তাপস বলল, "তোমার কৌতূহল আমি মেটাব বটে, তবে খুব সংক্ষেপে সে সব কথা আমি বলব। তাহ'লে তুমিও বুঝতে পারবে যে, কেমন করে ছদ্মবেশী ডন্ কুইজেলোকে আমি চিনতে পেরেছিলাম! আর কেনই বা আমাদের গোপন অভিযানে তাকে সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম!

রণজিতপ্রসাদের মৃত্যুর তদন্তে আমরা যেদিন কুসুমপুর গিয়ে উপস্থিত হই, সেদিন দ্বিজদাসবাবুর সাথে দেখা করে ফিরে আসবার সময় তাঁর অ্যাশ্‌ট্রে থেকে কয়েকটা পোড়া সিগারেটের টুকরো আমি সকলের অজ্ঞাতে সাথে করে নিয়ে আসি। তারপর আমি পরীক্ষা করে দেখতে পাই যে, সেই সিগারেটের টুকরোগুলোর সাথে রণজিত-প্রসাদের মৃতদেহের কাছে পাওয়া সিগারেটের টুকরোগুলোর হুবহু মিল রয়েছে। দুটোই একজাতীয় সিগারেট।

দ্বিজদাসবাবু প্রথমে সব-কিছুই আমাদের কাছে গোপন করে যেতে চেয়েছিলেন। তখন আমি ভেবেছিলাম যে, তিনি হয়ত বা প্রাণের ভয়ে অথবা অন্য কোনও কারণে কারো কাছে পেরুর কথা প্রকাশ করতে রাজি নন। কিন্তু তাঁর এই মৌনব্রত গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাঁর একান্ত পরিচিত ব্যক্তিরা নিহত হচ্ছে কেন? অথচ তাঁর ওপর কোন আক্রমণই হয়নি।

আমি এই ব্যাপারের কারণ আবিষ্কার করবার জন্যে অস্থির

হয়ে উঠলাম। হঠাৎ আমার মনে পড়ল আক্রমণটা হচ্ছে কেবল দ্বিজদাসবাবুর ঘনিষ্ঠ পরিচিত লোকদের ওপরেই!

দ্বিজদাসবাবুর ফিরে আস্‌বার খবর পেয়ে তাদের কেউ নিজে থেকেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল: আর কেউ বা এসেছিল দ্বিজদাসবাবুর আমন্ত্রণে।

দ্বিজদাসবাবু যাদের নিমন্ত্রণ করে আসতে অনুরোধ করেছিলেন, আমি তাদের সেই চিঠিগুলোর ভাষা ও লেখা লক্ষ্য করি। আমি দেখ্‌লুম, একখানি চিঠিও বাংলাতে লেখা নয়, সবই ইংরেজী চিঠি, টাইপ্‌-করা—আর সেগুলো দস্তখৎ করেছে দ্বিজদাসবাবুর এক সেক্রেটারী। অথচ, তাদেরই কাছে দ্বিজদাসবাবুরই লেখা যে সব পুরানো চিঠি রয়েছে, তার একখানিও টাইপ্‌-করা নয়,—সেক্রেটারীর স্বাক্ষর-যুক্ত নয়,—সবই তাঁর নিজ-হাতের লেখা, আর চিঠির কাগজে দ্বিজদাসবাবুর নিজ-নামের মনোগ্রাম ছাপা।

ভাবলুম্, এ পার্থক্য কেন? অনুসন্ধান করে জানলুম, দ্বিজদাসবাবুর কোন সেক্রেটারীই নাই। তবে কি সে নামটা একেবারেই ভূয়া? আর টাইপ্‌-করা চিঠির উদ্দেশ্য কি হাতের লেখা গোপন করা?

মনে একটা সন্দেহ হ'ল। তখন তোমাকে ও কুসুমকে দ্বিজদাস-বাবুর অতি-পরিচিত দু'টি মেয়েলোক সাজিয়ে পাঠালুম, তোমরা যেন তাঁর সাথে দেখা করতে যাচ্ছ! কিন্তু আগে চিঠি না দিলে কুসুমপুরের দ্বিজদাসবাবু কেমন করে বুঝবেন যে, অতি-পরিচিত আরো দু'জন লোক তাঁর সাথে দেখা করতে যাচ্ছে? কাজেই তাঁকে খবর পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল আগেই।

তার ফল যা হ'ল, সে তোমার জানা আছে দীপক! দ্বিজদাসবাবু ভাব্‌লেন, পরিচিত লোক ত তাহ'লে এখনো সব শেষ হয় নাই! তাদের কারো সাথে দেখা হ'লে, সে যদি বলে দেয়, এই লোক সেই আসল দ্বিজদাস নয়? তাহ'লে ত সর্ব্বনাশ! তাই তিনি তৈরী হলেন

মেয়ে দুটিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার জন্য। আর তারই ফলে হ'ল তোমাদের ওপর আক্রমণ।

এতে সন্দেহটা আরো ঘনীভূত হ'ল। কিন্তু তখনই মনে একটা প্রশ্ন হ'ল, কুসুমপুরের এই দ্বিজদাস যদি আসল দ্বিজদাস না হয়, তাহ'লে সে কেমন করে জানতে পারছে কোন্-কোন্ লোক সেই আসল দ্বিজদাসের পরিচিত?

এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য চোরের মত আমি তার বাড়ীতে প্রবেশ করলুম। সেইখানেই হ'ল আমার সম্পূর্ণ সন্দেহ-ভঞ্জন।

সেখানে আসল দ্বিজদাসের একটি খাতা পেলাম। তাতে তাঁর পরিচিত বহু লোকের নাম-ঠিকানা লেখা ছিল। তখন বুঝতে পারলুম, ঐ খাতার ঠিকানা অনুযায়ী লোকদের খবর পাঠিয়ে, পথের মাঝেই তাদের শেষ করা হচ্ছে!

তারপর কুসুমপুরের দ্বিজদাসবাবুকে আরো কিছু যাচাই করে নেবার একটা সুযোগ করে নিলুম। ডাঃ কার্টিসের কাছে চাক্তিটার কথা শুনে এবং চাক্তিটার জন্যেই টেড্-মিলানোকে হত্যা করতে দেখে, তার গুরুত্ব সম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহ ছিল না। আমি একটা ইউরোপীয়ান ফার্ম থেকে ঠিক ঐ রকম একটা চাক্তিই একটু অদল-বদল করে তৈরী করাই, এবং তাই নিয়ে কুসুমপুর রওনা হলাম টোপ ফেল্‌বার জন্যে।

আমার কাছে চাক্তিটার কথা শুনে দ্বিজদাসবাবুর চোখ দুটো হঠাৎ উজ্জ্বল হয়েই স্বাভাবিক ভাব ধারণ করল। দ্বিজদাসবাবুর এই ভাবান্তর আমার দৃষ্টি অতিক্রম করেনি। আমি বুঝতে পারলাম যে, সে যেই হোক—চাক্তিটার গুরুত্ব তার অজানা নয়।

দ্বিজদাসবাবু কিন্তু চাক্তিটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বললেন যে, তার ভাবার্থ আবিষ্কার করতে হ'লে সময়ের দরকার। সুতরাং তিনি সেটি তাঁর কাছে রাখতে চান।

মনে-মনে হেসে আমি তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হলাম। কারণ, আমি তাঁকে যেটা দিয়েছিলাম সে একটা নকল চাক্তি মাত্র। কিন্তু এতে আমার লাভ হ'ল এই যে, আমি সঠিকভাবে বুঝতে পারলাম যে রহস্য লুকিয়ে আছে দ্বিজদাসবাবুর ভেতরে। তিনি প্রথমে সেটা আসল চাক্তি ভেবেছিলেন বলেই আমার কাছে চেয়েছিলেন। সেটা আসল হ'লে তার পরদিন আর আমরা দ্বিজদাসবাবুর সন্ধান পেতাম না, তিনি বেমালুম অদৃশ্য হতেন।

কিন্তু পরীক্ষা করলেই যে সেই চাক্তিটার অসারতা প্রমাণ হবে, তা আমি জানতাম; এবং এও জানতাম যে আমার দ্বারা প্রতারিত হয়ে দ্বিজদাসবাবু মরিয়া হয়ে উঠবেন সেই আসল চাক্তিটা হস্তগত করবার জন্যে। তার ফলে আমার ওপর আক্রমণ অনিবার্য্য।

কাজেই আমি বিলাসবাবুকে গোপনে আমার বাড়ীতে দশজন সশস্ত্র প্রহরী নিয়ে উপস্থিত থাকতে বলি। তারপর যা-কিছু ঘটেছিল, সে সব তুমি জান।

আক্রমণকারীদের ভেতরে যে লোকটা আমার কাছ থেকে চাক্তিটা আদায় করবার চেষ্টা করছিল, সে বেশ জোর করেই বল্‌লে, সে আসল চাক্তিটাই চাইছে—কোন নকল চাক্তি নয়।

নকল চাক্তিটার কথা সে জানল কি করে? সুতরাং এবার খুব ভাল করেই আমার মনের সন্দেহ ঘুচে গেল।

তারপর আরও একটা ব্যাপার এই যে, কখনও বাঙ্গালী পোষাকে, কখনও বিদেশী পোষাকে দ্বিজদাসবাবুকে আমরা দেখলেও —কোনদিন তাঁর মুখে পরিষ্কার বাংলা কথা শুনিনি—যেন বিদেশ ঘুরে এলে কায়দা করে সাহেব বণে যাওয়ার একটা ছুতো হিসেবেই তিনি ইংরেজী ব্যবহার করে এসেছেন—এমনি একটা ভাব! তার ওপর—কোন কোন ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর চুল বা চামড়া বা চোখের মণি অনেকটা সাহেবী ধরণের মনে হ'লেও, ঐ তিনটিরই এমন

পূর্ণ সমাবেশ খুব কমই দেখা যায়। এ ছাড়া মুখের গড়ন ও ছাঁচ—কেমন যেন! সবটা মিলেই সন্দেহের শিকড় বরাবরই আমার মনের মধ্যে আঁকড়ে বসেছিল। তবুও অসীম ধৈর্য্যে আমাকে তা সইতে হয়েছে—এ বিষয়ে দ্বিজদাসবাবুকে এতটুকু সন্দেহের অবকাশ দিইনি। কিন্তু দ্বিজদাসবাবু যেই হোক, অমর গুপ্তকে উদ্ধার করতে হ'লে তাঁর সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। কারণ, কোরোজালের সঠিক অবস্থান ও তার পথ, কেউই আমরা জানি না। এই অবস্থায় একমাত্র কুসুমপুরের দ্বিজদাসবাবুই আমাদের পথ-প্রদর্শক হ'তে পারেন।

আমি আমার মনের সন্দেহ কিছুমাত্র প্রকাশ না করে আমাদের অভিযানের কথা তাঁর কাছে খুলে বললাম এবং তাঁকে আমাদের পথ-প্রদর্শক হ'তে অনুরোধ করলাম। এ-কথাও তাঁকে জানালাম যে, তিনি আমাদের সাথে না গেলে আমরা তাঁকে ত্যাগ করেই পেরুর দিকে যাত্রা করব।

আমি স্থির জানতাম যে, এই সুযোগ তিনি ত্যাগ করবেন না। কারণ, সেই চাক্তিটাও আমাদের সাথেই যাবে, এবং পেরুতে অথবা কোরোজালে পৌঁছে তিনি তাঁর অনুচর ও ইনকাদের সাহায্যে আমাদের সবাইকে হত্যা করে সেটা অনায়াসে হস্তগত করতে পারবেন; কাজেই এ সুযোগ তিনি ছেড়ে দিবেন না কিছুতেই।

আমার মনেও একটা গোপন উদ্দেশ্য ছিল। আমি জানতাম যে শত্রুর মূল নেতা আমাদের সঙ্গে থাকায় আমাদের সুবিধে হবে এই যে, আক্রমণ কোনদিক থেকে এবং কখন আসবে, তা হয়ত আগে থেকেই জানতে পারব। অদেখা-শত্রুর চেয়ে দেখা-শত্রু অনেক কম বিপজ্জনক। কাজেই আমরা দুজনেই সম্পূর্ণ বিপরীত উদ্দেশ্য নিয়ে রওনা হয়েছিলাম। কিন্তু সেই নকল দ্বিজদাস যদি মুহূর্তের জন্যেও টের পেত যে আমি তাকে সন্দেহ করেছি, তাহ'লে সে সম্পূর্ণ অন্য পথ গ্রহণ করত, এবং তাতে আমাদের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা

ছিল। অমর গুপ্ত ও আসল দ্বিজদাসবাবুকে তাহ'লে উদ্ধার করা খুব অসুবিধা হ'ত। মনে রেখো যে, নিজের মতলব-সিদ্ধির উদ্দেশ্য হ'লেও ছদ্মবেশী দ্বিজদাসই আমাদের কোরোজাল-যাত্রার পথ-প্রদর্শক হয়েছিল।

কোরোজালে পৌঁছে নকল দ্বিজদাস বার-বার আমাকে প্লেন্ নীচে নামাতে অনুরোধ করে। কিন্তু আমি জানতাম যে নীচে নামবার সাথে-সাথে সে নিজ-মূর্ত্তি গ্রহণ করবে এবং সেখানকার ইন্‌কাদের সহায়তায় সে হয় আমাদের সেখানেই হত্যা করবে, না হয় সূর্য্য-মন্দিরে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে উৎসর্গ করে নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবে। তার সেই মতলব ব্যর্থ করবার উদ্দেশ্যেই আমি ও বিলাসবাবু অনেক চেষ্টায় এরোপ্লেনে একটা মেশিন-গান গোপনে সংগ্রহ করে রেখেছিলাম।

এরোপ্লেনে হঠাৎ মেশিন-গানের আবির্ভাব দেখে এবং তার গুলিতেই ইন্‌কাদের পলায়ন করতে দেখে, নকল দ্বিজদাস চিন্তিত হ'ল; কিন্তু সে হতাশ হ'ল না। নিজের চেষ্টায় সে আমাদের ধ্বংস করবার উপায় স্থির করল।

প্লেন্ থেকে নামার পর আমি মরিস্‌কে আমাদের সাথে আসতে বারণ করি এবং তাকে দুটো রিভলভার দিয়ে দ্বিজদাসের প্রকৃত পরিচয় জানিয়ে, গোপনে তার ওপর নজর রাখতে বলি। আমার অনুমান ব্যর্থ হয়নি, তা ত দেখতেই পেয়েছিলে! মরিস্‌কে ডন্ কুইজেলোর ওপর নজর রাখতে না বললে আমাদের অদৃষ্টের বিধান ঘটত সম্পূর্ণ অন্যরূপ।"

দীপক স্তব্ধভাবে তাপসের কথা শুনছিল। সে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি মনে কর যে ঐ চাক্তিটাতে যে গুপ্তধনের নির্দ্দেশ দেওয়া আছে, তা সত্যি?"

তাপস হেসে বলল, "সে চিন্তা করবেন অমরবাবু আর দ্বিজদাস-

বাবু। চাক্তিটা আমি তাঁদের হাতে অর্পণ করেছি, তাঁরা যা হয় করবেন।"

দীপক কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কিন্তু এই ডন্ কুইজেলো কে? তার প্রকৃত পরিচয় কি, তা জানতে পেরেছ?"

তাপস বলল, "পেরুতে আমি খোঁজ নিয়ে যতটা জানতে পেরেছি তাতে দেখা যায় যে, ডন্ কুইজেলো একজন মিশ্রিত স্প্যানিয়ার্ড;— মানে তার বাপ্ ছিলেন বাঙ্গালী, আর মা ছিলেন স্প্যানি মহিলা। সুতরাং সে পেরুতে বাস করলেও, ভারতবর্ষে ... দ্বিজদাসবাবুর ছদ্মবেশ ধারণ করতে তার অসুবিধে বিশেষ কিছুই হয়নি। অসুবিধে একমাত্র ছিল প্রকৃত দ্বিজদাসবাবুর ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তিরা। কিন্তু সে কৌশলে তাদের কি ভাবে হত্যা করে নিজেকে রক্ষা করবার উপায় স্থির করেছিল, তা ত জানই।"

দীপক দূরে সমুদ্রের বুকের দিকে তাকিয়ে দুঃখিত ভাবে বলল, "হতভাগ্য টেড্-মিলানো! আজ তার কথাই সবচেয়ে বেশী করে মনে হচ্ছে। সে নিজের জীবন দিয়ে এই রহস্যের সমাধান করতে সাহায্য করেছে। তার সাহায্য না পেলে এই রহস্যের আদৌ কোন সমাধান হ'ত কিনা কে জানে?"

তাপস বিষণ্ণভাবে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল। টেড্-মিলানো কথা মনে হওয়ায় সেও বুঝি তখন মৌন শ্রদ্ধায় অভিভূত!